বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৭৬ ॥ ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ০৯ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২২ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

এখন যে সংস্কারই হোক, বিএনপি তার ৩১ দফা বাস্তবায়ন করবে: আমির খসরু

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, এখন যে সংস্কারই হোক, বিএনপি তার ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি বলেন, নির্বাচনের পর তারেক রহমান জাতীয় সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে সবার মতামতের ভিত্তিতে ৩১ দফা *২-এর পাতায় দেখুন*

বইমেলা ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে: ডিএমপি কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন অমর একুশে বইমেলা ২০২৫ উপলক্ষে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। গতকাল বুধবার ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্সের সম্মেলন কক্ষে আসন্ন বইমেলা উপলক্ষে সার্বিক নিরাপত্তা, *২-এর পাতায় দেখুন*

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের দায়িত্ব ছাড়লেন সারজিস আলম

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সারজিস আলম। গতকাল বুধবার সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া এক পোস্টে তিনি নিজেই তথ্য জানান। ফেসবুক পোস্টে সারজিস *২-এর পাতায় দেখুন*

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করবে ইউএনএইচসিআর

স্টাফ রিপোর্টার : জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই-কমিশনার ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি বলেছেন, তার সংস্থা রোহিঙ্গা সংকটের একটি টেকসই সমাধান খুঁজতে বাংলাদেশকে সহায়তা করবে। গত মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বৈঠকের ফাঁকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা রোহিঙ্গা সঙ্কটের জন্য ইউএনএইচসিআরের সমর্থন চান। বিশেষ করে, চলতি বছরের শেষের দিকে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে একটি বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করার কথাও জানান তিনি। জবাবে ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি বলেন, আমরা আপনার সাথে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি। হাই-কমিশনারকে উদ্দেশ করে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, এ বিষয়ে আপনাকে আরও সমালোচনামূলক হতে হবে। প্রফেসর ইউনূস রোহিঙ্গা সঙ্কটের দিকে বিশ্বের ফোকাস ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়ে বলেন, নতুন করে প্রায় ১ লাখ রোহিঙ্গার আগমন বাংলাদেশের ওপর আরও বোঝা বাড়িয়েছে। পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। তারা আরও রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঠেলে দিচ্ছে, বলেন ড. ইউনূস। রোহিঙ্গাদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে উন্নত উপকরণ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ায় প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান ফিলিপ্পো গ্রান্ডি। আগে রোহিঙ্গাদের শুধু বাঁশ ও তেরপল দিয়ে আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে দেওয়া হতো। বৈঠকে তারা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে মানবিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন, যেখানে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, তিনি রোহিঙ্গা সংকটের জন্য একজন উচ্চ প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন এবং তিনিই সব দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করছেন।

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে বুধবার সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে কংগ্রেস সেন্টারে জার্মানির ফেডারেল চ্যান্সেলারির হেড অব দ্য ফেডারেল চ্যান্সেলারি এবং ফেডারেল মিনিস্টার ফর স্পেশাল টাস্ক উলফগ্যাং শ্মিট সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার উন্নতির উদ্যোগ নিচ্ছেন চিকিৎসকরা

স্টাফ রিপোর্টার : খালেদা জিয়াকে এখন ওষুধ দিয়ে লিভার, কিডনি, ডায়বেটিস, প্রেশার, আর্থরাইটিস ও হার্টের চিকিৎসা করা হচ্ছে। বয়স ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে ওষুধের বাইরে ওনার শারীরিক অবস্থার উন্নতির জন্য আর কী চিকিৎসা দেওয়া যায় সে উদ্যোগও নিচ্ছেন চিকিৎসকরা। গত মঙ্গলবার রাতে লন্ডনের বিশেষায়িত প্রাইভেট হাসপাতাল দ্য লন্ডন ক্লিনিকের সামনে সাংবাদিকদের সাথে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, আমেরিকার জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি হসপিটালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, লন্ডন ও বাংলাদেশের চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যগত সকল পরীক্ষার রিপোট *২-এর পাতায় দেখুন*

রপ্তানি পণ্যে হিসেবে নতুন মাত্রা যোগ করেছে কৃষিপণ্য

স্টাফ রিপোর্টার : রপ্তানি পণ্য হিসেবে নতুন মাত্রা যোগ করেছে কৃষিপণ্য। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি আয় বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। কৃষিপণ্য রপ্তানি বিগত ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো বিলিয়ন ডলার আয় করে। তবে পরের ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কমে যায় কৃষি পণ্যের রপ্তানি। ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষিপণ্য এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য রপ্তানি আয় হয়েছিল ১২৮ কোটি ডলার। আর ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১১৬ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার। পরবর্তী ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ৮৩ কোটি ৮০ লাখ ৩০ হাজার ডলারে নেমে আসে। আর ২০২৩-২৪ রপ্তানি আয় হয় ৯৬ কোটি ৪৩ লাখ ৪০ লাখ ডলার। ফলে বিলিয়ন-ডলারের নিচে নেমে আসে রপ্তানি আয়। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) রপ্তানি আয় আবার আশার আলো দেখাচ্ছে। কারণ ইতোমধ্যে ওই খাতে ৫৯ কোটি ৫৫ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলার আয় হয়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, পরপর দুই অর্থবছরে রপ্তানি কমার পরে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে দেশে উৎপাদিত কৃষি ও খাদ্য পণ্যের রপ্তানি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধে সবজি, ফল, চা, মসলা এবং তামাকের মতো কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৯ দশমিক ৩১ শতাংশ। প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা ৫৯ কোটি ৫৫ লাখ ১০ হাজার মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। আর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ে (জুলাই-ডিসেম্বর) রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫৪ কোটি ৪৭ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার। মূলত ফল, চা, মসলা, তামাক এবং পশুর চর্বি রপ্তানি বেশি হওয়ায় সেখান থেকে আয় বেশি আসছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী এটি ২০০৫ সালের তুলনায় ২ দশমিক ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালে কৃষি রপ্তানির বৈশ্বিক মূল্য (মাছ বাদে) ১ লাখ ৯০ হাজার ৩০০ কোটি মার্কিন ডলারের ছিলো। সূত্র জানায়, বাংলাদেশের কৃষিজাত পণ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাবার, সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজিত পণ্য থেকে আয় চলতি অর্থবছরে বিলিয়ন ডলারে ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আর বিলিয়ন-ডলার উপার্জনে কৃষি পণ্য রপ্তানির পুনঃপ্রবেশ দেশের অত্যধিক প্রয়োজন। ফলে আশা করা যায়, তৈরি পোশাকের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমে আসবে। পোশাক খাত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের জন্য একক বৃহত্তম রপ্তানি আয়কারী, যা মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ দখল করে রেখেছে।

আগে সংসদ নির্বাচন নিয়ে ভাবছে ইসি : কমিশনার মাছউদ

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেছেন, স্থানীয় সরকার নয়, আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে ভাবছে নির্বাচন কমিশন। গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় বরিশাল আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচি উপলক্ষে নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। আব্দুর রহমানেল বলেন, নির্বাচন কমিশন জাতির কাছে ওয়াদাবদ্ধ। এতদিন ভোট নিয়ে মানুষের মধ্যে যে অনীহা ছিল, ভোটের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। সে জায়গা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে একটা সঠিক সুন্দর গ্রহণযোগ্য নির্বাচন জনগণকে উপহার দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনার *২-এর পাতায় দেখুন*

ট্রাইব্যুনালের বিচারের এখতিয়ার চ্যালেঞ্জের আবেদন খারিজ, বিচার চলবে

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য পুনর্গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারের এখতিয়ার চ্যালেঞ্জ করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। এর ফলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারে কোনও বাধা নেই বলে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর। আবেদনটির শুনানি শেষে বুধবার (২২ জানুয়ারি) চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। এর আগে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক জিয়াউল আহসানের পক্ষ থেকে আবেদনটি করা হয়। চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, 'ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার ও ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করে জারি করা অধ্যাদেশ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। আমরা বলেছি, এটা (আবেদন) করলে সাংবিধানিক আদালত তথা হাইকোর্টে করতে হবে। এটা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তথা এই ফৌজদারি কোর্টে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ নেই।' এছাড়া আবেদনকারীরা বর্তমান সরকারের বৈধতাও চ্যালেঞ্জ করেছেন উল্লেখ করে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, 'সেক্ষেত্রেও আমরা বলেছি, এটি এখানে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ নেই।' তাজুল ইসলাম আরও বলেন, 'এছাড়া আমরা বলেছি, যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ যার বিরুদ্ধে থাকবে, তার কোনও মৌলিক অধিকার থাকবে না। তার বিচারের জন্য করা কোনও আইন যদি সংবিধানের কোনও অনুচ্ছেদের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণও হয়, সেটা চ্যালেঞ্জ *২-এর পাতায় দেখুন*

মালয়েশিয়া গমনেচ্ছুদের আন্দোলন, উপদেষ্টার আশ্বাসে স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের আশ্বাস পেয়ে আন্দোলন স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছেন মালয়েশিয়া যেতে না পারা কর্মীরা। আগামী মার্চের শেষে পুনরায় মালয়েশিয়া পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে বলে আশ্বাস দেন আসিফ নজরুল। উপদেষ্টার আশ্বাসে আপাতত কর্মসূচি স্থগিত করেন তারা। এর আগে গতকাল বুধবার সকাল থেকে রাজধানীর কাওরানবাজার মোড় অবরোধ করে আন্দোলন করতে থাকেন মালয়েশিয়া যেতে না পারা কর্মীরা। দুই ঘণ্টা অবস্থান করার পর পুলিশ তাদেরকে রাস্তার এক পাশে সরিয়ে দেয়। এরপর তারা মিছিল নিয়ে ইস্কাটনে প্রবাসী কল্যাণ ভবনের সামনে যান। দুপুরের দিকে আন্দোলনকারীদের চার সদস্যের *২-এর পাতায় দেখুন*

নবীন কর্মকর্তাদের নিয়মনীতি মেনে কাজ করার আহ্বান তথ্য সচিবের

স্টাফ রিপোর্টার : ৪৩তম বিসিএস তথ্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের পাঁচ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা বলেছেন, সরকারি নিয়মনীতি মেনে নবীন কর্মকর্তাদের দেশের সেবায় কাজ করতে হবে। গত মঙ্গলবার তথ্য ভবনে এক অনুষ্ঠানে তিনি এমন আহ্বান জানান। গতকাল বুধবার মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে সচিব বলেন, কর্মক্ষেত্র সবসময় অনুকূলে নাও থাকতে পারে। নিজ নিজ কর্মদক্ষতার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। নবীন *২-এর পাতায় দেখুন*

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সাথে ঢাকায় মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স Tracey Ann Jacobson সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

পাকিস্তান থেকে খেজুর-কমলাসহ ফল আমদানির সম্ভাবনা দেখছে এফবিসিসিআই

স্টাফ রিপোর্টার : রমজান মাস-সহ সারা বছরের চাহিদা মেটাতে পাকিস্তান থেকে খেজুর ও কমলার পাশাপাশি অন্যান্য ফল ও কৃষিপণ্য আমদানিতে 'বড় সম্ভাবনা' দেখছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও আমদানিকারকরা। পাশাপাশি পাকিস্তানে বাংলাদেশি বিভিন্ন পণ্যের রফতানির সম্ভাবনাও রয়েছে বলে মনে করছেন তারা। এ জন্য দুদেশের মধ্যে শুল্ক-অশুল্ক বাধাগুলো দূর করার আহ্বান জানিয়েছেন উভয় দেশের ব্যবসায়ী-রা। বুধবার (২২ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং পাকিস্তানের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সভায় এসব কথা উঠে আসে। *২-এর পাতায় দেখুন*

রংপুর বিভাগে আবারও শৈত্যপ্রবাহ, বেড়েছে শীতজনিত রোগ

স্টাফ রিপোর্টার : রংপুর বিভাগের আট জেলায় আবারও হাড় কাঁপানো শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে। হিমেল বাতাস শীতের তীব্রতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। দুদিন ধরে রংপুরে সূর্যের আলো দেখা যায়নি। ঘন কুয়াশা অব্যাহত থাকায় দুপুর পর্যন্ত হেডলাইট জ্বালিয়ে যানবাহন চলাচল করছে। প্রচণ্ড শীতে জনজীবন জবুথবু হয়ে পড়েছে। শৈত্যপ্রবাহে নিউমোনিয়া, কোল্ড ডায়রিয়া, শ্বাসকষ্ট, সর্দিজ্বরসহ বিভিন্ন রোগবালাই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত তিন দিনে এই হাসপাতালে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ছয় শিশু চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। তাদের মধ্যে ৩ জন ৮-১০ দিন বয়সী সদ্যপ্রসূত শিশু। আক্রান্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছে দেড় শতাধিক শিশু। রংপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, গতকাল বুধবার সকাল ৯টায় রংপুর বিভাগের পঞ্চগড় জেলায় তেঁতুলিয়া ও ঠাকুরগাঁওয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রংপুর বিভাগের এটাই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। এদিকে, রংপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি, নীলফামারীর সৈয়দপুরে ১২ ডিগ্রি, কুড়িগ্রামের রাজারহাটে ১২ দশমিক ৩ ডিগ্রি, দিনাজপুরে ১২ দশমিক ৮ ডিগ্রি, নীলফামারীর ডিমলায় ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি, লালমনিরহাটে ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি এবং গাইবান্ধায় ১২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সব এলাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ ১শ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৯ শতাংশ। রংপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, সকাল ৬টায় সাধারণত তাপমাত্রা কম থাকে কিন্তু এবার বেলা বাড়ার পরেও তাপমাত্রা কমছে। এটি আস্বাভাবিক ঘটনা। এ ব্যাপারে রংপুর আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ মোস্তাফিজার রহমান জানিয়েছেন, মাঘ মাসের শুরুতে শীতের তীব্রতা পঞ্চগড় ও দিনাজপুরে বেশি ছিল। বর্তমানে রংপুর বিভাগে শীতের তীব্রতা কমতে শুরু করেছে। আগামী ৪-৫ দিন ধরে শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। তবে শহরাঞ্চলের চেয়ে শীতের তীব্রতা গ্রামাঞ্চলে আরও অনেক বেশি অনুভূত হয় বলে জানায় আবহাওয়া অফিস। দিগন্তজুড়ে খোলা জায়গা, শস্যক্ষেত আর গাছপালার কারণে সেখানে শীত বেশি অনুভূত হচ্ছে। তীব্র শীতে বিপাকে পড়েছেন দরিদ্র মানুষরা। শীতবস্ত্রের *২-এর পাতায় দেখুন*

ফ্লাইটে বোমা হামলার হুমকি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ৬ ঘণ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ইতালির রোম থেকে ঢাকায় আসছিল বাংলাদেশ বিমানের একটি নিয়মিত ফ্লাইট বিজি-৩৫৬। গতকাল বুধবার সকালে ফ্লাইটটি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের কথা ছিল। তবে এর কয়েক ঘণ্টা আগে বাধে বিপত্তি। ফ্লাইটটিতে বোমা থাকার একটি বার্তা পায় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এরপর শ্বাসরুদ্ধকর ৬ ঘণ্টা সময় পার করেন সংশ্লিষ্টরা। তবে শেষ পর্যন্ত উড়োজাহাজটিতে তল্লাশি চালিয়ে বোমা বা বোমা জাতীয় কোনও বস্তুর উপস্থিতি পায়নি বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল। বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে এই হুমকিতে দীর্ঘ প্রায় ৬ ঘণ্টা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটেছে সংশ্লিষ্টদের। গতকাল বুধবার সকাল ৬টা থেকে বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ারভাইস মার্শাল *২-এর পাতায় দেখুন*

ওষুধসহ অর্ধডজন পণ্য-সেবায় ভ্যাট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার : সমালোচনার মুখে ওষুধ, তৈরি পোশাক, রেস্তোরাঁ, মোটর গাড়ির গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ, মোবাইল ফোন, আইএসপি সেবাসহ কয়েকটি খাতে ভ্যাট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। গতকাল বুধবার এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সরকারের এই সংস্থাটি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নিজস্ব আর্থিক ভিত মজবুত করার লক্ষ্যে ৯ জানুয়ারি সরকার 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫' এবং 'দ্য এক্সাইসেস অ্যান্ড সল্ট অ্যাক্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিনেন্স ২০২৫' অধ্যাদেশ জারি করে। একই উদ্দেশ্যে কিছু পণ্য ও সেবার ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক এবং আবগারি শুল্কের হার পুনর্নির্ধারণ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কিছু প্রজ্ঞাপন জারি করে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, সুশীল সমাজ এবং অংশীজনের অনুরোধ বিবেচনাপূর্বক বৃহত্তর জনস্বার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এবিআর) কিছু পণ্য ও সেবায় বিদ্যমান ভ্যাটের হার, উৎসে ভ্যাট কর্তনের হার এবং সম্পূরক শুল্কের হার কমিয়ে গতকাল বুধবার চারটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সব জনগোষ্ঠীর জন্য চিকিৎসা সেবাকে আরও সহজতর করার লক্ষ্যে ওষুধ শিল্পের ওপর ব্যবসায়িক পর্যায়ে বৃদ্ধিকৃত ভ্যাটের হার সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে আগের হার ২ দশমিক ৪ শতাংশ বহাল করা হয়েছে। ওষুধের ওপর অতিরিক্ত আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহার করায় ওষুধ শিল্পের ধারাবাহিক বিকাশ বজায় থাকবে এবং সাধারণ ভোক্তা পর্যায়ে ওষুধের মূল্য বৃদ্ধি পাবে না বলে মনে করছে এনবিআর। মোবাইল ফোন ও আইএসপি সেবা প্রসঙ্গে সংস্থাটি বলছে, দেশের চলমান ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও একটি আধুনিক আইটি জ্ঞানসম্পন্ন তরুণ প্রজন্ম বিনির্মাণ এবং অনলাইনভিত্তিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোবাইল ফোনের সিম বা রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার উপর বর্ধিত সম্পূরক শুল্ক এবং আইএসপি সেবার ওপর নতুন আরোপিত সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে। মোবাইল ফোন এবং আইএসপি সেবার উপর বর্ধিত বা নতুন আরোপিত সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করায় এই দুই খাতে ভোক্তাদের খরচ বৃদ্ধি পাবে না। একইসঙ্গে দেশের থ্রি-স্টার, ফোর-স্টার এবং ফাইভ স্টার হোটেল ব্যতীত অন্য সব রেস্তোরাঁয় অতিরিক্ত আরোপিত ভ্যাট সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয়েছে উল্লেখ করে এনবিআর বলছে, অতিরিক্ত আরোপিত ভ্যাট সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের ফলে সাধারণ জনগণ *২-এর পাতায় দেখুন*

ঊর্ধ্বতনদের সই জাল আবাসন পরিদফতরের উচ্চমান সহকারী তৈয়বুর কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সই জাল করে প্লট বরাদ্দ, প্রতারণা, জালিয়াতি ও অনিয়মের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারি আবাসন পরিদফতরের উচ্চমান সহকারী মো. তৈয়বুর রহমানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গতকাল বুধবার দুদক তাকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিব তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। দুদক প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এরআগে গত মঙ্গলবার দুদকের উপ-পরিচালক ইয়াছির আরাফাতের *২-এর পাতায় দেখুন*

নিম গাছে খেজুরের রস

মোঃ শহিদুল ইসলাম রনি

কথায় আছে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদুর।নিম গাছ থেকেই মিলছে মিষ্টি রস,তা দেখতে এবং খেতে ভিড় করছে উৎসুক জনতা,এই রস পান করলেই মিলছে রোগ থেকে মুক্তি। এই বিশ্বাস নিয়েই প্রায় তিন মাস থেকে নিম গাছের রস পান করার জন্য ভোররাত থেকে ভিড় করছে পুরুষ মহিলা থেকে বৃদ্ধ।অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের সাধারিটোলা গ্রামের বাহাদুরের নিম গাছে। বাহাদুর বলেন, দীর্ঘ তিন মাস থেকে নিম গাছ থেকে *২-এর পাতায় দেখুন*

নতুন মামলায় কামাল মজুমদারসহ গ্রেপ্তার ৫

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন থানার পৃথক মামলায় সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারসহ পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। অন্য চার আসামি হলেন, পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, রমনা জোনাল টিম ডিবির সাবেক দুই ডিসি মো. মশিউর রহমান, মো. জুয়েল রানা ও আওয়ামী লীগের ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলা সভাপতি মনিরুজ্জামান। গতকাল বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জি এম ফারহান ইসতিয়াক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। এ দিন সকালে আসামিদের আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন, আদালত তা মঞ্জুর করেন। গ্রেপ্তার আবেদনের মধ্য, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন-কেন্দ্রিক হাজারীবাগ *২-এর পাতায় দেখুন*

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ০৯ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

মশার উপদ্রবে নাজেহাল নগরবাসী

মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু সংক্রমণ ভুগিয়েছে দেশবাসীকে

স্টাফ রিপোর্টার : গত বছরের নভেম্বর পর্যন্ত এডিস মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু সংক্রমণ ভুগিয়েছে দেশবাসীকে। প্রাণ যায় প্রায় ছয়শ মানুষের। সিটি করপোরেশনগুলোতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার ছিল বেশি। ডেঙ্গুর সংক্রমণ একটু কমতে শুরু করলেই সদর্পে হাজির হয় কিউলেক্স মশা। এই মশার অত্যাচার এত বেড়েছে যে তা অনেকটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলছে খোদ সিটি করপোরেশন। আগে বছরের নির্দিষ্ট একটি সময়ে মশার উপদ্রব বেশি থাকতো, এখন তা বছরজুড়ে। দিন যায় কিন্তু মশা কমে না। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের মশক নিধন কার্যক্রম কখনোই খুব শক্তিশালী ছিল না। অধিকাংশ সময় নগরবাসী ব্যর্থতাই দেখেছে। মশা নিয়ন্ত্রণে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও এর সুফল নগরবাসী পায় না। অনেক কার্যক্রম নিলেও তা কদিন না যেতেই মুখ থুবড়ে পড়ে। মশার কামড় খাওয়া এবং অসুস্থ হয়ে ভোগাই যেন নগরবাসীর নিয়তি! নগরবাসীর অভিযোগ, এখন কিউলেক্স মশার উপদ্রবে নাজেহাল নগরবাসী। মশক নিধনে কোনো কাজ করছে না ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন। আগে সপ্তাহে একবার মশার ওষুধ ছিটালেও এখন এক মাসেও তাদের দেখা যায় না। ফলে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই বাসা-বাড়িতে মশা কামড়ায়। সারাদিন বাসায় কয়েল জ্বালানো বা মশারি টানিয়ে রাখতে হয়। তবে ডিএসসিসি ও ডিএনসিসির দাবি, মশা নিধনে তারা প্রতিদিনই মশার ওষুধ ছিটান। কিন্তু

যে হারে মশার উপদ্রব বাড়ছে, তা নিধনে সিটি করপোরেশনকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। তারপরও তারা চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০২৪ সালে সারাদেশে এডিস মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হন এক লাখ এক হাজার ২১৪ জন। বছরজুড়ে ডেঙ্গুতে প্রাণ হারান ৫৭৫ জন। কিউলেক্স মশায় কামড়ালে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার অবস্থা তৈরি না হলেও এদের বাড়-বাড়ন্ত সহ্য করা কঠিন।

কিউলেক্স মশার কামড়ে তেমন কোনো রোগ না হলেও তা মারাত্মক বিরক্তিকর বলে জানান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার। তিনি বলেন, 'চলতি মাসের শুরু থেকে নগরে কিউলেক্স মশা বাড়ছে। এভাবে আগামী মার্চ পর্যন্ত মশা বাড়বে। এতে মানুষ অসহ্য হয়ে উঠবে। তাই সিটি করপোরেশনগুলোর উচিত ডেঙ্গুর মতো কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নেওয়া।' ডিএনসিসি : রাজধানীর ১৯৬ দশমিক ২২ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে ডিএনসিসির ৫৪টি ওয়ার্ড। ডিএনসিসির স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্র জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরে মশা নিধনে প্রায় ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। এর মধ্যে মশা নিধনে কীটনাশক কিনতে রাখা হয় ৬৫ কোটি টাকা। বাকি অর্থ ফগার, হুইল, স্প্রে মেশিন ও পরিবহন, ব্লিচিং পাউডার ও জীবাণুনাশক এবং মশা নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি কিনতে বরাদ্দ রাখা হয়। এ টাকা দিয়ে ডিএনসিসির ৫৪টি ওয়ার্ডে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করা ৭-এর পাতায় দেখুন

দুদকের মামলায় আ. লীগ নেতা শাহীন চাকলাদারের ৪ বছরের কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : দুদকের মামলায় যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সাবেক সংসদ সদস্য শাহীন চাকলাদারকে চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আদালত সূত্রে জানা যায়, যশোরের স্পেশাল জজ (জেলা ও দায়রা জজ) এসএম নূরুল ইসলাম গতকাল বুধবার দুপুরে এই রায় ঘোষণা করেন। আদালতের স্পেশাল পিপি মো. সিরাজুল ইসলাম এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে, আসামিপক্ষের আইনজীবী গাজী আব্দুল কাদির সাংবাদিকদের বলেছেন, শুনেছি দুদকের মামলায় শাহীন চাকলাদারের বিরুদ্ধে এমন একটি রায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা না বলে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে পারছি না। আদালত সূত্র জানায়, চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি শাহীন চাকলাদারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও চার মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩৮ লাখ ৩ হাজার ৬৮৫ টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সূত্রে জানা যায়, ২০০৮ সালের ৩০ মার্চ দুদকের তৎকালীন উপ-পরিচালক মঞ্জুর মোর্শেদ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন চাকলাদারের বিরুদ্ধে মামলা (স্পেশাল মামলা নম্বর ০৪/২০১০, কোতয়ালি থানার মামলা নম্বর ০৭, ০৩.০৩.২০০৮ এবং দুদক জিআর ০১/২০০৮) করেন। অভিযোগ ছিল, তিনি ৩৮ লাখ টাকার সম্পদ গোপন করেছেন। দুদকের তদন্তে প্রমাণিত হয় যে, তার ট্যাক্স ফাইলে দেখানো সম্পদের অঙ্ক ও দাখিল করা বিবরণীর মধ্যে অসামঞ্জস্য রয়েছে। শাহীন চাকলাদার তার সম্পদ বিবরণীতে উল্লেখ করেছিলেন, তার মোট সম্পদ ১ কোটি ৯৬ লাখ ২১ হাজার ৪০০ টাকা, যার মধ্যে ১ কোটি ১ লাখ ৯১ হাজার ৫১৫ টাকা দেনা। কিন্তু ৭-এর পাতায় দেখুন

শরিকদের সঙ্গে বিএনপির ঐকমত্য রয়েছে : নজরুল ইসলাম খান

স্টাফ রিপোর্টার : আন্দোলন করা শরিক দলগুলোর সঙ্গে বিএনপির ঐকমত্য রয়েছে বলে জানিয়েছেন দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। বুধবার (২২ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসন কার্যালয়ে বিএনপি ও খেলাফত মজলিসের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক পরবর্তী ব্রিফিংয়ে তিনি এ আশার কথা জানান। নজরুল ইসলাম খান বলেন, বাংলাদেশে যেসব দল রাজনীতি করে, তারা একে অন্যের সঙ্গে মতের বিনিময়ের মাধ্যমে কাজ করতে পারে। এ নিয়ে কারো কোনো দুশ্চিন্তা থাকার কারণ নেই। তিনি বলেন, এক সময় হয়তো এক দল আরেক দলের বিরোধিতা করেছে, আবার আন্দোলনে গিয়ে তারা এক হয়েছে। আবার অন্যদিকে আজ যারা একমত, ভবিষ্যতে তারা একমত নাও থাকতে পারে, এটি নতুন কিছু নয়। আন্দোলন করা অন্যান্য শরিক দলের সঙ্গে বিএনপি ঐকমত্যে আছে জানিয়ে তিনি বলেন, তারেক রহমান আগে তার বক্তব্যে স্পষ্ট করেছেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী যেসব শক্তি রাজপথে বিএনপির সঙ্গে আন্দোলন করেছে, বিএনপি যদি কখনো এ দেশের জনগণের সেবা করার সুযোগ পায়, তাহলে তাদের নিয়ে মানুষের সেবা করবে। এ সময় খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের বলেন, বিএনপির সঙ্গে আমরা সাতটি বিষয়ে একমত হয়েছি। এসব নিয়ে পরে আমরা কাজ করব। বিশেষ করে ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য সাধন করা এবং সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে জাতীয় ঐক্য গঠন করা। তিনি বলেন, জাতির স্বার্থে আজ ঐক্য করার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। এ কারণেই আজ আমরা বিএনপির সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি, আলাপ করে আমরা একমত হয়েছি।

সিএসইতে সূচকের উত্থান ডিএসইতে পতন

স্টাফ রিপোর্টার : সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবস বুধবার (২২ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সূচকের উত্থানের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হলেও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সূচকের পতন হয়েছে। এদিন ডিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কমলেও সিএসইতে বেড়েছে। একইসঙ্গে উভয় পুঁজিবাজারে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ২৫.৩৭ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৫ হাজার ১৭৭ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৬.৭৬ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৬৬ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ৫.৪৮ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৯১৯ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৬টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৯২টি কোম্পানির, কমেছে ২৪৭টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৭টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৪১৩ কোটি ১ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৪৯৯ কোটি ১৪ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা থেকে আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে অব্যাহতি

স্টাফ রিপোর্টার : দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে কুড়িগ্রামে হওয়া রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। গতকাল বুধবার কুড়িগ্রাম চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সদর আমলি) মো. মজনু মিয়ার আদালত এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা (জিআরও) আনারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে 'অসত্য ও অশালীন' বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর ৭-এর পাতায় দেখুন

বেড়েছে আকাশপথের টিকিটের দাম

স্টাফ রিপোর্টার : বেড়েছে আকাশপথের টিকিটের দাম। বিমান সংস্থাগুলো দেশি-বিদেশী গন্তব্যে উড়োজাহাজের টিকিটের দাম বাড়িয়েছে। ফলেনতুন করে টিকিট কিনতে গুনতে হচ্ছে বাড়তি দাম। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর আকাশপথে বিমান ভ্রমণে আবগারি শুল্ক বাড়ানোয় বর্ধিত ওই শুল্ক টিকিটের দামের সঙ্গে যুক্ত করে বিমান সংস্থাগুলো নতুন দামে টিকিট বিক্রি শুরু করেছে। অভ্যন্তরীণ পথে সরকার বিমানযাত্রায় আবগারি শুল্ক ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ৭০০ টাকা করেছে। আর সার্কভুক্ত যেকোনো দেশ ভ্রমণে আবগারি শুল্ক ৫০০ থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার টাকা করা হয়েছে। সার্কভুক্ত দেশের বাইরে এশিয়ার মধ্যে যেকোনো দেশে ভ্রমণের ক্ষেত্রে আবগারি শুল্ক দুই হাজার থেকে বাড়িয়ে আড়াই হাজার টাকা এবং ইউরোপ ও আমেরিকার দেশ ভ্রমণে তা এক হাজার বাড়িয়ে চার হাজার টাকা করা হয়েছে। বিমান সংস্থা ও ট্রাভেল এজেন্টদের সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশের অভ্যন্তরীণ পথে এতোদিন একেকটি টিকিটে সব মিলিয়ে ৯৭৫ টাকা শুল্ক-কর ছিলো। তা বেড়ে এখন ১ হাজার ১৭৫ টাকা হয়েছে। আবার সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়াগামী প্রতিটি টিকিটে এতো দিন সাড়ে ১২ হাজার থেকে ১৩ হাজার টাকা শুল্ক-কর ছিলো; এখন তা বেড়েছে। চারজনের একটি পরিবার থাইল্যান্ডে যেতে চাইলে তাঁদের আগের চেয়ে দুই হাজার টাকা বেশি শুল্ক-কর দিতে হবে। তবে যারা এনবিআরের প্রজ্ঞাপন জারির আগে টিকিট বুকিং দিয়েছে বা অগ্রিম টিকিট কেটেছে, তাঁরা নতুন শুল্কের আওতামুক্ত থাকছে। কোম্পানিগুলো বলছে, যাঁরা আগাম টিকিট কেটে রেখেছে, তাঁদের ক্ষেত্রে নতুন শুল্ক আরোপ করা বাস্তবসম্মত নয়। সূত্র জানায়, আকাশপথে শুল্ক বাড়ানোর ফলে দেশীয় বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলো সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়বে। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ফ্লাইট পরিচালনা করে। এর মধ্যে রয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস, ইউএস-বাংলা, নভোএয়ার ও এয়ার অ্যাস্ট্রা। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, রাজশাহী, যশোর, সৈয়দপুর ও বরিশাল- ওই আটটি পথে প্রতিদিন ওসব বিমান সংস্থার শতাধিক ফ্লাইট চলাচল করে। কিন্তু সরকার এখন অভ্যন্তরীণ পথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে আবগারি শুল্ক ২০০ টাকা বাড়িয়ে ৭০০ টাকা করেছে। অর্থাৎ প্রায় ৪০ শতাংশ শুল্ক বেড়েছে। যা অস্বাভাবিক। সূত্র আরো জানায়,আকাশপথে যাতায়াত এখন আর শৌখিন সেবা নয়। অনেকটা প্রয়োজনীয় সেবা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে এসে এমনভাবে নীতি পরিবর্তন দেশের সব বেসরকারি বিমান ৭-এর পাতায় দেখুন

নাফিজ শরাফাতের দুবাইয়ের সম্পদ জব্দের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ শরাফাতের দুবাইয়ে থাকা একটি ফ্ল্যাট ও একটি ভিলা জব্দের আদেশ দিয়েছে আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মীর আহমেদ আলী সালাম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, 'পদ্মা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ শরাফাতের দুবাইয়ে থাকা একটি ফ্ল্যাট এবং একটি ভিলা জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এছাড়া তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। গত ৭ জানুয়ারি একই ৭-এর পাতায় দেখুন

রেড অ্যালার্ট জারি করে অভিযান চললেও কার্যক্রম ছিল স্বাভাবিক : বেবিচক চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মঞ্জুর কবীর চৌধুরী বলেছেন, 'আমাদের আভিযানিক কার্যক্রমের সময় বিমানবন্দরে রেড অ্যালার্ট জারি ছিল। আভিযানিক ওই কার্যক্রমের সময় কেউ যেন বিশৃঙ্খলা না ঘটাতে পারে সে জন্য আমরা সতর্ক ছিলাম।'বুধবার (২২ জানুয়ারি) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, 'বিস্ফোরক থাকার তথ্য প্রথম আসে ৭-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনা ভারতে বসে সাক্ষীদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন : চিফ প্রসিকিউটর

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দায়ের করা মামলার প্রধান আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে বসে হুমকি-ধমকি দিচ্ছেন, সাক্ষীদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। গতকাল বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, আমরা দেখছি শেখ হাসিনা ভারতে বসে হেট স্পিচ দিয়ে যাচ্ছেন। হুমকি-ধমকি দিচ্ছেন। সাক্ষীদের ভয়ভীতি ৭-এর পাতায় দেখুন

বহুতল ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ধানমন্ডিতে এসির কাজ করার সময় ১০ তলা থেকে পড়ে মো. সম্রাট ওরফে হাসান (২০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। ধানমন্ডি থানার উপ-পরিদর্শক এসআই মো. বাবুল হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মৃত সম্রাট পেশায় এসির হেলপার। গতকাল বুধবার সকালে ধানমন্ডি ১০/এ পাকিজা স্কাইটাচ বিল্ডিংয়ের ১২ তলা ভবনের ১০ তলায় মাহবুব সাহেবের ফ্ল্যাটে এসির কাজ করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত ওপর থেকে নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এসআই আরও জানান, খবর পেয়ে সকাল ১০টার দিকে সেখান থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে দুপুরে ৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকার জীবনখ্যাত বুড়িগঙ্গা নদী দূষণের কারণে এখন প্রায়ঃমৃত্যু। নদী রক্ষার নানা আয়োজনের ঢাকঢোল পেটানোর মধ্যেও বুড়িগঙ্গা আবার বর্জ্যের ভাগাড় ও দূষণরাজ্যে পরিণত হয়েছে। নদীর দুই পাড় ঘেঁষে এখন শুধু আবর্জনার স্তূপ। কালো কুচকুচে পানি যেন বিষ। শিল্পকারখানার বর্জ্য থেকে শুরু করে গৃহস্থালির বর্জ্য, সবকিছুর শেষ ঠিকানা নানা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী বুড়িগঙ্গা। ছবিটি বুধবার তোলা।

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মারামারি আইনি প্রক্রিয়ায় যাচ্ছেন আহত শিক্ষার্থীরা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বাংলামোটরে গত মঙ্গলবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দুই গ্রুপের মারামারিতে এক নারী শিক্ষার্থীসহ ৭ জন আহত হন। এই ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়ায় যাচ্ছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সম্মিলিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শিক্ষার্থীরা। গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের ব্যাডমিন্টন খেলার মাঠে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান জুলাই আন্দোলনে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজির (আইইউবিএটি) সহ-সমন্বয়ক তানযীদ মোহাম্মদ সোহরাব রেজা। তিনি বলেন, গতকাল (গত ৭-এর পাতায় দেখুন

সোনামসজিদে বিজেবি -বিএসএফের মধ্যে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠিত।

মোঃ শহিদুল ইসলাম রনিবুধবার সকালে বিজিবি ৫৯ ব্যাটালিয়নের সোনামসজিদ বিওপির সম্মেলন কক্ষে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন *কর্নেল মোঃ ইমরান ইবনে এ রউফ*, সেক্টর কমান্ডার বিজিবি রাজশাহী এবং বিএসএফ এর পক্ষে নেতৃত্ব দেন *ডিআইজি অরুণ কুমার গৌতম মালদা সেক্টর। এছাড়াও সম্মেলনে লেঃ কর্নেল, গোলাম কিবরিয়া, বিজিবিএম, বিজিওএম, অর্ডন্যান্স*, অধিনায়ক, মহানন্দা ব্যাটালিয়ন ৭-এর পাতায় দেখুন

হত্যাচেষ্টা মামলায় পলকসহ ৩ জনের রিমান্ড

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানাধীন এলাকায় ভ্যানচালক হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকসহ তিন জনকে দুই দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। অন্য আসামি দুজন হলেন, সাবেক সংসদ সদস্য সাদেক খান ও ২৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সলিমুল্লা সলু। গতকাল বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জি এম ফারহান ইসতিয়াক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। এর আগে সকালে তাদের কারাগার থেকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও ডিবির তেজগাঁও জোনের উপপরিদর্শক মিশন বিশ্বাস ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করে। আসামি পক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিলের পক্ষে শুনানি করেন। রাষ্ট্র পক্ষ রিমান্ড ৭-এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতির মামলার জি কে শামীম ও তার মায়ের বিরুদ্ধে রায় ৩০ জানুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : আলোচিত ঠিকাদার জি কে শামীম ও তার মা আয়েশা আক্তারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা অবৈধ সম্পদ ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় রায়ের তারিখ পিছিয়ে আগামী ৩০ জানুয়ারি ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ৪ এর বিচারক মো. রবিউল আলম এ তারিখ ঠিক করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে দুদক প্রসিকিউটর মীর আহমেদ আলী সালাম বলেন, মামলাটি রায়ের জন্য ছিল। তবে আসামিপক্ষের আইনজীবী মামলাটি রায় থেকে উত্তোলন করে পুনরায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের আবেদন করেন। আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন। তারা সংক্ষিপ্ত যুক্তিতর্ক তুলে ধরেছেন। আমরাও রিপ্লাই দিয়েছি। আগামী ৩০ জানুয়ারি আবারও রায়ের তারিখ ধার্য করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ২১ অক্টোবর জি কে শামীম ও তার মা আয়েশা আক্তারের বিরুদ্ধে ২৯৭ কোটি ৮ লাখ ৯৯ হাজার টাকার ৭-এর পাতায় দেখুন

গোপালগঞ্জে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষনের অভিযোগ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি।।

গোপালগঞ্জে ৯ বছর বয়সের এক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষনের অভিযোগ উঠেছে। ওই শিশুকে অসুস্থ অবস্থায় গোপালগঞ্জ ২৫০-শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারী) বিকেলে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ঘোষেরচর উত্তরপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।এ ঘটনার পর থেকে এলাকার প্রভাবশালীরা থানায় অভিযোগ না করে মীমাংসার করার জন্য চাপ দিচ্ছে। ফলে এখন পযর্ন্ত ভুক্তভোগী পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করতে পারেনি।অভিযুক্ত নুর ইসলাম (২০) নির্যাতনের শিকার শিশুটির সম্পর্কে চাচা হয়। তাকে ঘোষেরচর উত্তরপাড়া গ্রামে এলাকার লোকজন বখাটে হিসাবে চেনে।ওই শিশুর মা জানান, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মেয়েকে বাড়িতে রেখে সে ও তার স্বামী কাজে চলে যায়। সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে মেয়েটির রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। এসময় মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলে মেয়ে জানায় তাকে পাশের বাড়ির নুর ইসলাম ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে ধর্ষন করে। পরে রাতে মেয়েটির অবস্থার অবনতি হলে তাকে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।তিনি আরো জানান, প্রভাবশালীদের ভয়ে এখনো থানায় অভিযোগ করতে পারেননি। এলাকার প্রভাবশালীরা থানায় অভিযোগ না করে মীমাংসা করার জন্য চাপ দিচ্ছে বলেও জানান তিনি। এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবী করেন তিনি।ওই শিশুর বাবা জানান, আমার মেয়ের উপর যে ঘটনা ঘটেছে এ রকম ঘটনা যেন আর না ঘটে। আমি দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানাই।গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ জীবিতেষ বিশ্বাস জানান, ধর্ষনের আলামত নিয়ে মেয়েটি গতকাল রাতে হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরীক্ষা-নীরিক্ষা শেষে জানা যাবে শিশুটি ধর্ষনের শিকার হয়েছে কি না।গোপালগঞ্জ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মির মো. সাজেদুর রহমান জানান, এখন পযর্ন্ত থানায় কোন অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত তরে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঢাবির জিমনেসিয়াম এলাকার গাছ থেকে ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শহীদ মিনার সংলগ্ন জিমনেসিয়াম এলাকার গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত একটি লাশ (৫০) উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নিহতের নাম-পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। তাছাড়া কখন গলায় ফাঁস দেওয়া হয়েছে তা-ও জানা যায়নি। গতকাল বুধবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গাছ থেকে লাশটি নামান। এর আগে ৯টায় দিকে পথচারীরা গাছের ডালে একটি ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান। বিষয়টি পুলিশ ও প্রক্টরিয়াল টিমকে জানালে তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। প্রত্যক্ষদর্শী এক শিক্ষার্থী বলেন, আমরা সকালে ক্লাস করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলাম। এসময় দেখি কিছু মানুষ জটলা হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। পরে গিয়ে দেখি একটা লাশ ঝুলছে। বৈদ্যুতিক খুটিরও অনেক ওপরে লাশটি ঝুলে ছিল। মরদহে উদ্ধার করতে আসা ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মী ধারণা করে বলেন, ঢাবির ৭-এর পাতায় দেখুন

কোন আইনে চলছে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা?

স্টাফ রিপোর্টার : ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা বর্তমানে একটি আলোচিত-সমালোচিত বাহন। এর সুবিধাও যেমন আছে, তেমনই রয়েছে নানা বিতর্ক। তবে এই রিকশা এখনও কোনও নির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর আওতায় আসেনি। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন কিংবা বিআরটিএ (বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ)ড় কোনও পক্ষই এই যানবাহনের দায়িত্ব নিচ্ছে না। এদিকে সুনির্দিষ্ট কোনও সমাধান না দিয়ে হাইকোর্ট থেকে একাধিকবার ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। ফলে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চলাচল নিয়ে সিটি করপোরেশন ও বিআরটিএ'র দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়নে ব্যর্থতা সড়ক ব্যবস্থাপনায় বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করেন অনেকে। সিটি করপোরেশন ও বিআরটিএ'র ভিন্ন অবস্থান ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের সংশ্লিষ্টরা বলছে, তারা কেবল পা-চালিত রিকশার লাইসেন্স দিয়ে থাকে এবং ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা তাদের আওতার বাইরে। অপরদিকে, বিআরটিএ বলছে, তাদের তালিকায় এমন যানবাহনের কোনও জায়গা নেই। তাদের দায়িত্ব শুধু সিএনজি অটোরিকশার নিবন্ধন প্রদান করা। ফলে এই রিকশা নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলায় আনতে কোনও উদ্যোগ নেই কোনও পক্ষেরই। উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে আমাদের কোনও পরিকল্পনা নেই। এটি যান্ত্রিক না অযান্ত্রিকড় সেটিই তো এখনও সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। আমরা কেবল অযান্ত্রিক যান, যেমন- রিকশা এগুলোর নিবন্ধন দেই। এটা আমাদের আইন কভার করে।' তিনি বলেন, 'হাইকোর্টে বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার জন্য লাইসেন্স চাওয়া হয়েছিল। আমরা প্রত্যেকটা মামলা জিতেছিলাম এবং বলেছিলামড় আমরা লাইসেন্স দেবো না। ঢাকায় এ ধরনের অটোরিকশা চলবে না। পরে আবার হাইকোর্ট থেকে বিষয়টি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলো। এখন মন্ত্রণালয় কী সিদ্ধান্ত নেবে, তা দেখতে হবে।' এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান মো. ইয়াসীন বলেন, 'এটি আমরা দেখছি না। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হবে। তবে এখনও কিছু জানতে পারিনি। আশা করছি খুব শিগগিরই এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত আসবে।' প্রধান সড়কে দৌরাত্ম্য ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি ২০১৭-১৮ সালের দিকে রাজধানীতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলতে শুরু করে। প্রথমদিকে গলিপথে সীমাবদ্ধ থাকা এসব রিকশা এখন প্রধান সড়কেও ৭-এর পাতায় দেখুন

- সিটি করপোরেশন ও বিআরটিএ'র ভিন্ন অবস্থান
- প্রধান সড়কে দৌরাত্ম্য ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি
- হাইকোর্টের নির্দেশনা ও বাস্তবায়নের ব্যর্থতা
- নতুন নীতিমালার প্রতিশ্রুতি

সাবেক মেয়র আতিক আবারও রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানায় দায়ের হওয়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন-কেন্দ্রিক মামলায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামকে তিন দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জি এম ফারহান ইশতিয়াক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। এর আগে সকালে সাবেক মেয়র আতিককে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও উত্তরা জোনাল টিম ডিবির পরিদর্শক ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আসামি পক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিলের পক্ষে শুনানি করেন। রাষ্ট্র পক্ষ রিমান্ডের পক্ষে যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করেন। শুনানি শেষে বিচারক ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত ১৬ অক্টোবর রাতে রাজধানীর মহাখালী ডিওএইচএস এলাকা থেকে আতিককে গ্রেপ্তার করে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। পরদিন মোহাম্মদপুর থানার পৃথক তিন ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

নিম গাছে খেজুরের রস

খেজুরের মতো রস বের হতে দেখি, এই গাছের রস বের হওয়ার কথা এলাকায় জানাজানি হলে সবাই দেখতে আসে এবং খাওয়া আরম্ভ করে,প্রতিদিন প্রায় ৪-৫ কেজি রস বের হয় ।সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় নিম গাছ থেকে অনবরত পড়ছে রস ।আর সেই রস খেতে ভিড় করছে পথচারী থেকে শুরু করে আশ পাশের এলাকার মানুষ ।পাসের ইউনিয়ন থেকে রস খেতে আসা একজন বলেন,নিম গাছের রস পান করে আমি উপকার পেয়েছি ।এবং পাসের বাড়ির অনেকেই উপকৃত হয়েছে।

এখন যে সংস্কারই হোক, বিএনপি

বাস্তবায়ন করবেন। গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। আমির খসরু বলেন, আমাদের নেত্রীতো ৬ বছর আগেই ২০৩০ ভিশনের মধ্যে দিয়ে এবং তারেক রহমান যুগপৎ আন্দোলনে সবার মতামত নিয়ে ৩১ দফা সংস্কারের প্রস্তাবনা দিয়েছেন। এ সরকার যদি সংস্কার করতে চায়, তবে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে করতে হবে। এর বিপরীতে যা করবে তা অগণতান্ত্রিক। তিনি বলেন, স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের পতনে আন্দোলন ড্রাইভ করেছে বিএনপি। এই আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি ছিলেন তারেক রহমান ও বেগম খালেদা জিয়া। আজকে অনেকেই এই আন্দোলনের ক্রেডিট নিতে চায়। অথচ তারা আন্দোলন শুরুর অনেক পরে এসেছে। তারা জানে না, বিদেশে কীভাবে আন্দোলন হয়েছে। লন্ডন, ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্যে কীভাবে আন্দোলন হয়েছে, তারা জানে না। ইতিহাস সংরক্ষণ না করলে তা ভবিষ্যৎ ইতিহাসে জায়গা পাবে না। তাই প্রবাসীদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ বই বা ডকুমেন্ট করে জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় বিএনপি সর্বোচ্চ সহায়তা করবে। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার পতনের ব্যাপারে প্রবাসীদের অনেক ভূমিকা আছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় আমরা অনেকেই দেশের ভেতরে সেটি অনুধাবন করতে পারিনি। শেখ হাসিনার পতনের আন্দোলনে বিভিন্ন গোষ্ঠী, যারা ত্যাগ স্বীকার করেছে, যে যার অবস্থান থেকে আন্দোলন করেছে, সেটাও আমরা তুলে ধরতে সক্ষম হইনি। এই সফলতার কৃতিত্ব নিয়ে দেশে আমাদের মধ্যে কোনও বিভক্তি হোকড় সেটা একবারেই কাম্য নয়। অনেকে মনে করেছেন, প্রবাস থেকে আন্দোলন করা অনেক সেইফ ছিল। কিন্তু, এটা ভুল। কারণ, দেশে প্রবাসীদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে অনেক নিগৃহীত হতে হয়েছে। আবার প্রবাসেও আন্দোলন করা সহজ বিষয় ছিল না। অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল। তিনি আরও বলেন, রেমিট্যান্স যোদ্ধারা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে যুদ্ধ করেছে, আবার রেমিট্যান্স বন্ধ করেও যুদ্ধ করেছে। আমি প্রবাসীদের এই অবদানের জন্য একটা অনুরোধ করবোড় সেটি হলো শেখ হাসিনার পতনের পেছনে আপনাদের (প্রবাসী) যে অবদান, সেটিকে আপনারা একটি ডকুমেন্ট হিসেবে তৈরি করুন এবং একটি বই তৈরি করুন। এই আন্দোলনের কৃতিত্ব নিয়ে যারা কথা বলছে, প্রবাসীদের আন্দোলনগুলো তাদের দেখা উচিত। প্রবাসীরা শেখ হাসিনার পতনের জন্য কাজ করেছে এবং এই আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট, গিয়াস আহমেদ, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল লতিফ জুলি, সুইডেন বিএনপির সাবেক সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ, ফ্লোরিডা বিএনপির সভাপতি এমরান হক চাকলাদার, আব্দুল খান হারুন, অস্ট্রেলিয়া স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতিব মুসলেমউদ্দীন হাওলাদার আরিফ প্রমুখ।

বইমেলা ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা

আইনশৃঙ্খলা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ডিএমপির সমন্বয় সভায় তিনি এ কথা বলেন। ডিএমপি কমিশনার বলেন, প্রতি বছরই অমর একুশে বইমেলার আয়োজন করে বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ। ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে চলবে অমর একুশে বইমেলা। এই বইমেলাকে ঘিরে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। বইমেলায় নেওয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, বইমেলার ভেতরে ও বাইরে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ সাদা পোশাকে ও ইউনিফর্মে ডিউটিতে নিয়োজিত থাকবেন। সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে মেলার ভেতরে ও চারপাশে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হবে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিতে থাকবে ওয়াচ টাওয়ার, ফায়ার টেন্ডার। থাকবে প্রাথমিক চিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। অন্যান্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে অনুষ্ঠানস্থলগুলো সুইপিং করা, সাদা পোশাকে বিশেষ টিম মোতায়েন, বিলবোর্ড, ব্যানার ও মাইকিং করে দিকনির্দেশনা প্রদান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মনিটরিং, মেলা প্রাঙ্গণ ড্রোন দিয়ে মনিটরিং এবং সোয়াট ও বোম্ব ডিসপোজাল টিম স্ট্যান্ডবাই রাখা হবে। শেখ মো. সাজ্জাত আলী আরও বলেন, প্রত্যেক দর্শনার্থীকে আর্চওয়ে দিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে হবে। বড় ব্যাগ, কার্টুন, দাহ্য পদার্থ নিয়ে কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না। প্রতিবারের মতো মেলায় থাকবে লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড সেন্টার, হেল্প ডেস্ক ও শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র। আলো থাকলে মানুষ নিরাপত্তাবোধ করে, এজন্য সার্বক্ষণিক আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। মেলার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং আগত দর্শনার্থীদের সুস্বাস্থ্য রক্ষার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন তিনি। সবার সহযোগিতা ও সমন্বয়ে একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশে এবারের বইমেলা সম্পন্ন হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন ডিএমপি কমিশনার। ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিকস, ফিন্যান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট) হাসান মো. শওকত আলীসহ সরকারের বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ডিএমপির সব যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, উপ-পুলিশ কমিশনার এবং বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আগে সংসদ নির্বাচন নিয়ে ভাবছে

আরও বলেন, ভোটার তালিকা হালনাগাদের বিষয়ে দেশজুড়ে ৩৫ হাজার তথ্য সংগ্রহকারী কাজ করছেন। এ বিষয়ে যারা তথ্য সংগ্রহ করছেন তাদেরকে আরও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। তিনি বলেন, ভুয়া ভোটার কর্তন করা হবে প্রমাণ সাপেক্ষে। সে ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। অতীতে কিছু ভুল হয়েছে। সেই ভুল সংশোধন করতে গিয়ে নির্বাচন কর্মকর্তারা হিমশিম খাচ্ছেন। এ কারণে প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছেন না। সব ভুলত্রুটি থেকে রক্ষা পেতে এখন যে হালনাগাদ শুরু হয়েছে তাতে যাতে করে কোনও ধরনের ভুল না হয় সে জন্য তথ্য সংগ্রহকারীর সঙ্গে সঙ্গে যিনি তথ্য দেবেন তাকেও সতর্ক হতে হবে। বরিশাল আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা আনিছুর রহমানের সভাপতিত্বে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ওয়াহিদুজ্জামানসহ জেলার ১০ উপজেলার নির্বাচন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নতুন মামলায় কামাল মজুমদারসহ

থানার একটি হত্যা মামলায় পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। আর মিরপুর থানার দুই হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাবেক প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারকে। ডিবির রমনা জোনের সাবেক দুই ডিসি মো. মশিউর রহমান ও মো. জুয়েল রানাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে ধানমন্ডি থানার এক হত্যা মামলায় এবং পল্টন থানার যুবদল নেতা শামীম হত্যা মামলায় ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার সভাপতি মনিরুজ্জামানকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত।

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার

পর্যালোচনা করেছেন। আরও দুজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আগামী দুই-একদিনের মধ্যে ওনাকে দেখবেন। ম্যাডামকে এখন ওষুধ দিয়ে লিভার, কিডনি, ডায়াবেটিস, প্রেশার, আর্থরাইটিস ও হার্টের জন্য চিকিৎসা করা হচ্ছে। ওষুধের বাইরে বয়স ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে আর কীভাবে একই ছাদের নিচে ওনার শারীরিক অবস্থার উন্নতির জন্য সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা দেওয়া যায়ড় সেটি করার ওনারা উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। তার আগে মেডিকেল বোর্ডের কয়েকজন এক্সটেন্ডেড মেম্বার আছেন, তারাও মতামত দেবেন। সে অনুযায়ী ওনার চিকিৎসা চলবে। ম্যাডাম বন্দি থাকার কারণে, সুচিকিৎসা কম পাওয়ার কারণে, বাইরে নিতে না পারার জন্য যা হয়েছে সবকিছু বিবেচনায় রেখেই সেখানকার চিকিৎসকরা পরিকল্পনা করছেন বলে জানান খালেদা জিয়ার চিকিৎসক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন। এসময় যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

আবাসন পরিদফতরের উচ্চমান

নেতৃত্বে একটি এনফোর্সমেন্ট টিম সচিবালয়ে তার কর্মস্থল থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে সংস্থার উপ-সহকারী পরিচালক মো. রোকনুজ্জামান বাদী হয়ে সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ একটি মামলা দায়ের করেছেন। দুদক জানিয়েছে, প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন কর্মকর্তার সই জাল করে প্লট বরাদ্দসহ বিভিন্ন অবৈধ কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত রয়েছেন তৈয়বুর রহমান।

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের

লিখেছেন, জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে আমি নেই। এ ফাউন্ডেশনের গতি তরান্বিত করার জন্য ফাউন্ডেশনের গঠনতন্ত্র, কাঠামো ও কাজের প্রক্রিয়াতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে এক্সিকিউটিভ কমিটি পুরো অফিসের সার্বিক বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) সেখানে অফিসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ বর্তমানে সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। 'গভর্নিং বডি' ফাউন্ডেশনের পলিসি মেকিংয়ে কাজ করবে উল্লেখ করে তিনি জানান, গভর্নিং বডিতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, স্থানীয় সরকার ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টারা রয়েছেন। ফাউন্ডেশনে 'সাধারণ সম্পাদক' নামে কোনও পদ আর নেই বলেও উল্লেখ করেন সারজিস আলম। তিনি বলেন, এ ফাউন্ডেশন প্রথম আর্থিক সহযোগিতা শুরু করে ১ অক্টোবর, অফিস চালু হয় ১৫ অক্টোবর থেকে। আমি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি ২১ অক্টোবর। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ২ মাস ১০ দিন আমি দায়িত্ব পালন করি। এরপর আমি দায়িত্ব থেকে সরে আসি। ফাইনালি আমার সাইনিং অথোরিটি ৭ জানুয়ারি হস্তান্তর হয় এবং অফিসিয়ালি আমার দায়িত্ব শেষ করি। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভ্যারিফায়েড ৮২৬ জন শহীদ পরিবারের মধ্যে ৬২৮ জনকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। পাশাপাশি প্রায় ১১ হাজার ভ্যারিফায়েড আহতের মধ্যে প্রায় ২ হাজার আহতকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। সারজিস আলম বলেন, যতদিন পর্যন্ত আমি আমার সর্বোচ্চ সময় ফাউন্ডেশনে দিতে পেরেছি, ততদিন আমি দায়িত্ব পালন করেছি। যখন মনে হয়েছে এখন থেকে ফাউন্ডেশনের প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া আমার জন্য সম্ভব হবে না, তখন আমি দায়িত্ব থেকে সরে এসেছি। আমার কাছে নিজের সীমাবদ্ধতা অ্যাড্রেস করা এবং সে অনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহণ বা ত্যাগ করা কোনও দুর্বলতা নয়, বরং এটাতে সৎ সাহস লাগে। আমি চেষ্টা করেছি আমার চেয়ারের দায়িত্বের সঙ্গে সৎ থাকতে।

ট্রাইব্যুনালের বিচারের এখতিয়ার

করা হয়। সাংবিধানিকভাবে এক্ষেত্রে সুরক্ষা দেওয়া আছে। এছাড়া ট্রাইব্যুনালের সংশোধিত আইনে গুম বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে, যেটি তারা চ্যালেঞ্জ করেছে।'' আমরা দেখিয়েছি, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনে এটি বিচারের সুযোগ আছে। সেটি আগে বা পরে যখনই হোক না কেন। সর্বোপরি মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার চ্যালেঞ্জ করে আসামি খালাস চেয়ে তারা আবেদন করেছিলেন। আমরা সে আবেদন সরাসরি খারিজের প্রার্থনা করি এ ধরনের আবেদন করায় তাদের (কস্ট) জরিমানা করার আবেদন জানিয়েছি', বলেন তাজুল ইসলাম। প্রসঙ্গত, গত জুলাই-আগস্টে ঘটে যাওয়া ছাত্র-জনতার আন্দোলন নির্মূলে আওয়ামী লীগ সরকার, দলীয় ক্যাডার ও সরকারের অনুগত প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি অংশ গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ তোলা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পুনর্গঠিত করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।

রংপুর বিভাগে আবারও শৈত্যপ্রবাহ,

অভাবে মানবেতর দিন কাটছে তাদের। অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়ায় পরিবার-পরিজন নিয়ে অর্ধাহারে দিন কাটছে। এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে শীতবস্ত্র বিতরণের তেমন কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে শীতার্ত মানুষদের অভিযোগ। এদিকে, শীতজনিত নানান রোগবালাই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শত শত শিশুকে নিয়ে স্বজনরা ভিড় করছেন। অধিকাংশই জ্বর, সর্দি, নিউমোনিয়া আর কোল্ড ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিতে আসছে রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যেহেতু বিভাগে বেড খালি নেই সে কারণে মুমূর্ষু রোগী ছাড়া ভর্তি নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম জানিয়েছেন, শীতের তীব্রতা বাড়ায় শিশু ও বয়স্কদের ঘরের বাইরে বের না হবার আহবান জানিয়েছেন।

পাকিস্তান থেকে খেজুর-কমলাসহ ফল

সভায় সভাপতিত্ব করেন এফবিসিসিআই-এর প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বলেন, রমজান মাসে বাংলাদেশে খেজুরের প্রচুর চাহিদা থাকে। পাশাপাশি অন্যান্য ফলের চাহিদাও এসময় বেড়ে যায়। এছাড়া বছরজুড়েই পাকিস্তানি সুস্বাদু কিনুর বাজারে দেশি-বিদেশি ফলের বেশ চাহিদা থাকে। বাংলাদেশের জন্য ফল ও কৃষিপণ্যের সাশ্রয়ী এবং সহজলভ্য উৎস হতে পারে পাকিস্তান। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়ে মো. হাফিজুর রহমান বলেন, বেসরকারি খাতে যৌথ উদ্যোগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। সেইসঙ্গে বাংলাদেশ-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের বিষয়েও গুরুত্ব দেন তিনি। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ এবং সম্প্রসারণের জন্য লজিস্টিক্স, সাপ্লাই চেইন, কোল্ড স্টোরেজ, প্যাকেজিং এবং পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে জোর দেন উভয় দেশের ব্যবসায়ীরা। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের হাই-কমিশনের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এটাচে জাইন আজিজ, এফবিসিসিআইএর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের প্রধান মো. জাফর ইকবাল ও সংগঠনটির নেতারা, পাকিস্তানের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের সদস্য এবং বাংলাদেশ ফ্রেশ ফ্রুটস ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা।

নবীন কর্মকর্তাদের নিয়মনীতি

কর্মকর্তাদের জনগণের কল্যাণে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, জনগণের মনের কাছে পৌঁছাতে হলে সরকারি কর্মকর্তাদের ইতিবাচক গুণাবলি অর্জন করতে হবে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সততা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি নবীন কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। পাঁচ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতার প্রশংসা করে সচিব বলেন, নবীন কর্মকর্তাদের হাত ধরেই তথ্য সার্ভিস সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। তিনি নবীন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সরকারি দপ্তরগুলোর পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাবিব শামী, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক মো. মাহবুবুল আলম, গণযোগাযোগ অধিদফতরের মহাপরিচালক ফায়জুল হক, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদা বেগম, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মো. আবদুল জলিল, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের প্রধান নির্বাহী আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন ও বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে নবীন কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে অনুভূতি ব্যক্ত করেন তথ্য অফিসার তাবাসসুম ও মো. সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শেষভাগে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়। পাঁচ দিনব্যাপী এই ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণের মূল্যায়নে সহকারী বেতার প্রকৌশলী সাজিদ বিন আলমগীর প্রথম স্থান অর্জন করেন। উল্লেখ্য, গত ১৫ জানুয়ারি ৪৩তম বিসিএস থেকে তথ্য সাধারণ ক্যাডারে ২১ জন এবং তথ্য প্রকৌশল ক্যাডারে ১৪ জন কর্মকর্তা যোগ দেন।

ওষুধসহ অর্ধডজন পণ্য-সেবায় ভ্যাট

পূর্বের মূল্যেই এসব রেস্টুরেন্টে খাবার গ্রহণ করতে পারবেন। মোটর গাড়ির গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ সেবার ক্ষেত্রে বৃদ্ধিকৃত ভ্যাটের হার সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে। অতিরিক্ত আরোপিত ভ্যাট সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের ফলে এ সংশ্লিষ্ট সেবা মূল্য বৃদ্ধি পাবে না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে এনবিআর। একই বিবেচনায় নিজস্ব ব্র্যান্ডের তৈরি পোশাক ছাড়া অন্য পোশাক বিপণনের ওপর অতিরিক্ত আরোপিত ভ্যাট সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়া, নন এসি হোটেল, মিষ্টান্ন ভান্ডার, ও নিজস্ব ব্র্যান্ডের তৈরি পোশাক বিপণন এর ক্ষেত্রে সেবার ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে এনবিআর। উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে ভোজ্য তেল, চিনি, আলু, ডিম, পেঁয়াজ, চাল, খেজুর এবং কীটনাশকের ওপর আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি, অগ্রিম আয়কর এবং আগাম করের ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে কর ছাড় দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। একইসঙ্গে ই-বুক সেবায় স্থানীয় সরবরাহ ও আমদানি পর্যায়ে এবং মেট্রোরেল সেবার উপর ভ্যাট অব্যাহতি দিয়েছে সংস্থাটি। এছাড়া, হজ টিকিটের ওপর আরোপযোগ্য আবগারি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ফ্লাইটে বোমা হামলার হুমকি উদ্বেগ-

মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়া, নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলাম থেকে শুরু করে অন্তত দুই শতাধিক কর্মকর্তা-নিরাপত্তা কর্মীরা দুপুর ১২টার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। এর আগে সকাল থেকেই পুরো বিমানবন্দর এলাকা নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে কন্ট্রোল রুমে একটি বার্তা আসে। ওই বার্তায় বলা হয়- রোম থেকে আসা বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট বিজি ৩৫৬ এ বোমা রাখা আছে। যেকোনও সময় বোমাটি বিস্ফোরণ হবে। এমন অবস্থায় কন্ট্রোল রুম থেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করা হয়। খবর পাওয়ার পরপরই বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ারভাইস মার্শাল মঞ্জুর কবীর ভূঁইয়া, বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলামসহ সবাই বিমানবন্দরে ছুটে আসেন। শুরু হয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর তোড়জোড়। বিমান বাহিনীর একটি বোমা নিষ্ক্রিয় দল, কুইক রেসপন্স ফোর্স, ফায়ার সার্ভিসসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেন। এর আগে প্রায়শই এমন মহড়া হলেও বাস্তবে এমন ঘটনায় সবার মাঝে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তৈরি হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজেরা সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে থাকেন সবাই। অপেক্ষায় থাকেন কখন ফ্লাইটটি অবতরণ করবে। অবশেষে সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে ফ্লাইটটি জরুরি অবতরণের পরপরই ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলামের নেতৃত্বে শুরু হয় তৎপরতা। প্রথমে ফ্লাইটের ভেতর থেকে দুই শতাধিক যাত্রী, ক্রুসহ সবাইকে নিরাপদে বের করে সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। এ বিষয়ে এভসেক পরিচালক উইং কমান্ডার জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, শুরু থেকেই পুরো এলাকা নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দেওয়া হয়। আমরা বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়িয়েছি। আমাদের বোমা নিষ্ক্রিয়করণকারী দল ভেতরে তল্লাশি চালিয়েছে। জানা যায়, তল্লাশি চলাকালীন সময়ে ফ্লাইট সাত নম্বর পার্কিং এ রেখেছে। পাশাপাশি পুরো উড়োজাহাজটিতে তল্লাশি চালায়। দুটি ব্যাগ সন্দেহজনক মনে হলেও তাতেও কোনও কিছু পাওয়া যায়নি। সবশেষ ১২টার দিকে ফ্লাইটটিকে নিরাপদ ঘোষণা করে অভিযানে অংশ নেওয়া সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের নিরাপত্তা যে কত সুসংহত, সেটা আমরা আজ বুঝিয়ে দিয়েছি। আমাদের প্রতিটি সদস্য আন্তরিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। তিনি বলেন, এ ধরনের সংবাদ পাওয়ার পরপরই আমি নিজেসহ সব কর্মকর্তাকে সর্বোচ্চ সতর্কতার নির্দেশনা দিয়েছিলাম। কোনও কিছু না পাওয়া গেলেও আমরা প্রতিটি তথ্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করি। নিরাপত্তার প্রশ্নে আমরা সবসময়ই জিরো টলারেন্স।

মালয়েশিয়া গমনেচ্ছুদের আন্দোলন,

প্রতিনিধি দল প্রবাসী কল্যাণ সচিব মো. রুহুল আমিন এবং দুই সদস্য উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে দেখা করেন। আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি মাইন উদ্দিন বাবু বৈঠক শেষে জানান, আমরা উপদেষ্টাকে জানিয়েছি যে, আমাদের দাবিগুলো কত ন্যায্য ও যৌক্তিক। কারও ভিসা রয়েছে, আবার কেউ কেউ টিকিটের জন্য টাকা দিয়েছেন। উনি আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং আশ্বস্ত করেছেন। উপদেষ্টা বলেছেন, যাদের ম্যানপাওয়ার হয়েছে, ই-ভিসা হয়েছে, তাদেরকে আগামী মার্চের শেষে পর্যায়ক্রমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। যাদের ম্যানপাওয়ার হয়নি তাদেরকে পরবর্তী সময়ে পাঠানো হবে। এর বাইরে যারা টাকা দেওয়ার পরও কিছুই হয়নি, তাদের বিষয়ে বলেছেনড় যাদেরকে টাকা দেওয়া হয়েছে তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিতে। মন্ত্রণালয় তাদেরকে বোয়েসেলের মাধ্যমে অন্যকোনও দেশে পাঠাবে। মাইন উদ্দিন আরও বলেন, তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, মালয়েশিয়া যদি কেউ নাও যেতে পারেন, তাদেরকে অন্য দেশে পাঠানোর জন্য মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার দেবে। আমাদের কাছে মনে হয়েছে -উপদেষ্টা তার কথায় এবং কাজে মিল রাখবেন। তাই আমরা তার আশ্বাসের ভিত্তিতে আন্দোলন এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি। মন্ত্রণালয়ে প্রবেশের আগে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া মাইন উদ্দীন বলেন, আমাদের মধ্য থেকে চার জন উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করবো। সেখানে আমাদের দাবি তুলে ধরবো। এরপর আন্দোলন নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নেবো। ভিসা থাকার পরও মালয়েশিয়া যেতে না পারা ১৮ হাজার কর্মীকে আগামী মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে পাঠানোর চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব রুহুল আমিন। গতকাল বুধবার মন্ত্রণালয়ের নিজ কার্যালয়ে এ তথ্য জানান তিনি। সচিব বলেন, আমরা এখানে দুই ধরনের কাজ করছি। একটি হচ্ছে যারা যেতে পারেনি তাদেরকে আবার মালয়েশিয়াতে পাঠানোর একটা ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত যারা যেতে পারেনি, কিন্তু যেসব রিক্রুটিং এজেন্সি তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, সেগুলো পরিশোধ করা। সম্প্রতি আমাদের হাইকমিশন থেকে একটি টেকনিক্যাল কমিটি এবং মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের টেকনিক্যাল কমিটির সঙ্গে দুটি মিটিং করেছে। মিটিংগুলো ফলপ্রসূ হয়েছে। আমাদের কিছু দিক নির্দেশনা ঠিক করার আছে। অর্থাৎ কী পদ্ধতিতে তারা যাবেন, কর্মীদের যাতে আর কোনও হয়রানি না হয়, সেগুলো নিয়ে কথা চলছে। আমরা আশা করছি, ফেব্রুয়ারির শেষে আরেকটা মিটিং হবে, আমাদের পক্ষ থেকে যা যা তথ্য দেওয়া প্রয়োজন দেওয়া হয়েছে। আমরা যেভাবে তাদের কাছে গিয়েছি, ওনারা নীতিগতভাবে অনেক বিষয় মেনে নিয়েছেন, যাতে কর্মীদের জন্য আর কোনও নতুন বোঝা তৈরি না হয়। তারপরও আমরা প্রস্তাব দিয়েছিড় সেটি নিয়ে তারা তাদের মিনিস্ট্রি পর্যায়ে কথা বলবেন। তবে প্রাথমিকভাবে তারা একমত হয়েছেন, শুরু হবে হয়তো ধাপে ধাপে হবে। আমরা আশা করছি, যেভাবে আলোচনা চলছে খুব বেশি দেরি হবে না। সচিব বলেন, রিক্রুটিং এজেন্সির সঙ্গে আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছি। দুই-এক দিন আগ পর্যন্ত আমাদের কাছে আপডেট আছেড় ৮১ শতাংশ এজেন্সি টাকা ফেরত দিয়েছে। এরপরও যারা টাকা দিচ্ছে না, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে আমরা ব্যবস্থা নেবো। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে টাকা ফেরত নেওয়া। একইসঙ্গে কর্মীরা যাতে যেতে পারেন, সেই চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রসঙ্গত, গত বছরের ৩১ মে মালয়েশিয়া প্রবেশের শেষ সময়ের মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার কর্মী সেদেশে যেতে পারেনি। দীর্ঘদিন ধরে তারা মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য দাবি জানিয়ে আসছেন। এর মধ্যে অনেকেই টাকা ফেরত পাওয়ার কথা থাকলেও পাননি।

জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন থেকে পদত্যাগ করলেন ড. সীমা জামান

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন থেকে পদত্যাগ করেছেন অধ্যাপক ড. সীমা জামান। পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে তাকে কমিশনের সদস্য পদ থেকে রাষ্ট্রপতি অব্যাহতি দেওয়ার পর গত মঙ্গলবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ। সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. সীমা জামান রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে সইযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি তার পদত্যাগপত্র ১২ জানুয়ারি তারিখ থেকে ভূতাপেক্ষভাবে গ্রহণ করে তাকে কমিশনের সদস্য পদ হতে অব্যাহতি দেন।

লালমনিরহাটে শিয়ালের কামড়ে ৯ জন আহত

স্টাফ রিপোর্টার : লালমনিরহাটে একরাতে শিয়ালের কামড়ে ৯ জন আহত হয়েছেন। আহতদের একজনের অণ্ডকোষ ও একজনের কান কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। শহরের ব্যস্ততম এলাকা মিশন মোড়ের অদূরের সেনামৈত্রি মার্কেটে সোমবার রাত ৮টার পরে এসব ঘটনা ঘটেছে। আহতদের কারও কান, কারও অণ্ডকোষ ও শরীরের মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেছে বন্য শেয়াল। আহতদের লালমনিরহাট সদর হাসপাতালসহ রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। সাইদুল ইসলাম নামের প্রত্যক্ষদর্শী জানান, কিছু বোঝার আগেই হঠাৎ একজনকে কামড় দেয় একটি শেয়াল। চতুর শেয়ালটি কামড় দিয়েই সটকে পড়ে। আবার কামড়ে আবার সটকে পড়ে। এভাবে ৯ জনকে কামড়ে দিয়েছে শিয়াল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শচীন নামের এক শ্রমিক নেতার অণ্ডকোষ ও মোখলেস নামে এক মধ্যবয়সী লোকের কান কামড়ে নিয়ে গেছে শেয়ালটি। পরে তাদের হাসপাতাল নিয়ে গেলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের দুই জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শিয়ালের কামড়ে আহত শ্রমিক নেতা জেমস পিটার শচীন জানান, জেলা শহরের হাড়িভাঙ্গা থেকে পুলিশ লাইন্স ও সার্কিট হাউজের সামনে দিয়ে মিশন মোড় যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ কোথা থেকে একটি শিয়াল এসে তাকে আক্রমণ করে। এ সময় শিয়ালটি তার অণ্ডকোষের কিছু অংশ কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়। নিজেকে রক্ষা করতে শিয়ালের সঙ্গে অনেক সময় ধরে যুদ্ধ করতে হয় তাকে। পরে একজন পথচারী লাঠি নিয়ে এলে শিয়ালটি পালিয়ে যায়। এরমধ্যেই তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে কামড় বসিয়ে দেয়। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেনামৈত্রী বাজারের মোবাইল ব্যবসায়ী সাব্বির আহমেদ বলেন, আমরা কয়েকজন একত্রিত হয়ে শিয়ালটিকে মারতে গেলে আমাদেরকেও আক্রমণ করতে আসে। শিয়ালের কামড়ের ভয়ে ও হিংস্রতার কারণে সড়কের লোকজন ছোটাছুটি করে নিরাপদ স্থানে চলে যান। এরমধ্যেই শিয়ালটি একটি শিশুসহ একে একে শহরের অনেককে কামড়ে দেয়। লালমনিরহাট সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. সামিরা হোসেন চৌধুরী বলেন, শিয়ালের কামড়ে আহত অবস্থায় চার জন ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে আলিফ নামে এক শিশুও আছে। আহতদের চিকিৎসার পর ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শচীন ও মোখলেসকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বন বিভাগের কর্মকর্তা মাহবুবুল হক খাবার সঙ্কট এবং বাসস্থানের অভাবকে দায়ী করে বলেন, আমরা জানতে পেরেছি শিয়ালসহ কিছু বন্যপ্রাণী লোকালয়ে প্রবেশ করেছে। মানুষের নিরাপত্তার জন্য পুলিশকে জানিয়েছি। বেপরোয়া শিয়ালগুলোকে ধরার চেষ্টা চলছে।

ধর্ম নিয়ে দুই স্ত্রীর পাল্টাপাল্টি দাবি, ১০ বছর ধরে হিমঘরে স্বামীর লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : মৃতের ধর্ম নিয়ে দুই স্ত্রীর পাল্টাপাল্টি দাবিতে প্রায় ১০ বছর ধরে ঢাকা মেডিকেলের হিমঘরে থাকা খোকা চৌধুরীর মরদেহের বিষয়ে স্থিতাবস্থা জারি করেছেন হাইকোর্ট। মৃত এই ব্যক্তির 'রাজীব চৌধুরী', 'খোকন চৌধুরী', 'খোকন নন্দী' ও 'রনজিত নন্দী'সহ একাধিক নাম পাওয়া গেছে। গতকাল বুধবার মামলার আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী মৃতের দাফন হবে নাকি হিন্দুধর্ম মতে সৎকার হবে; এই নিয়ে শুরু হওয়া বিরোধের বিষয়টি ঢাকার আদালত হয়ে এখন হাইকোর্টে বিচারাধীন। বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ অধস্তন আদালতের রায় বাতিল প্রশ্নে গত মঙ্গলবার রুলসহ বিষয়বস্তুর ওপর স্থিতাবস্থার আদেশ দিয়েছেন। ওই আদেশের ফলে হাইকোর্টে রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মর্গের হিমঘরে থাকা লাশটি যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায়ই থাকবে বলে জানিয়েছেন দ্বিতীয় স্ত্রীর পক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ মিজানুল হক। আদালতে মৃতের দ্বিতীয় স্ত্রীর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির ও মোহাম্মদ মিজানুল হক। জানা গেছে, রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের সাবেক শিক্ষিকা হাবিবা আকতার খানমের দাবি, তার স্বামী খোকা চৌধুরী ১৯৮০ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মুসলমান হিসেবেই ২০১৪ সালে বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তবে প্রথম স্ত্রী মীরা নন্দীর দাবি, তার স্বামী কখনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। এমন পাল্টাপাল্টি দাবির পর ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী দাফন হবে নাকি হিন্দু ধর্ম মতে সৎকার হবে; এই নিয়ে দুপক্ষের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। তৎকালীন রমনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে এক পর্যায়ে বিষয়টি ঢাকার আদালত পর্যন্ত গড়ায়। দ্বিতীয় স্ত্রী হাবিবা খানম মামলা করলে ঢাকার সহকারী জজ আদালত ২০১৪ সালের ২৩ অক্টোবর লাশ বারডেম ব্যবস্থাপনায় ও তদারকিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে সংরক্ষণের আদেশ দেন। আইনি লড়াইয়ের এক পর্যায়ে বিষয়টি এখন হাইকোর্টে বিচারাধীন। আইনজীবীরা বলেন, দ্বিতীয় স্ত্রী হাবিবা খানমের ভাষ্য হচ্ছে, ১৯৮০ সালে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে এফিডেভিট করে রাজিব মুসলমান হয়ে খোকন চৌধুরী ওরফে খোকা চৌধুরী ওরফে রাজিব চৌধুরী নাম রাখেন। ১৯৮৪ সালের ১৫ জুলাই তাদের বিয়ে হয়। ধর্মান্তরিত হলেও ব্যবসার প্রয়োজনে তার স্বামী আগের নাম (খোকন নন্দী) ব্যবহার করতেন। অন্যদিকে, ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টিকেই জাল দাবি করেছেন প্রথম স্ত্রী মীরা নন্দী।

জুলাই-আগস্টে মানবতাবিরোধী অপরাধ: তদন্তে নড়াইল এবং যশোরে প্রসিকিউশন টিম

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সংঘটিত সহিংসতার তদন্তে নড়াইল এবং যশোর সফরে রয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের একটি প্রসিকিউশন টিম। গতকাল বুধবার প্রসিকিউটর বিএম সুলতান মাহমুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। জানা গেছে, টিমে প্রসিকিউটর বিএম সুলতান মাহমুদ ছাড়াও সংস্থাটির তদন্ত শাখার উপ-সহকারী পরিচালক মাসুদ পারভেজসহ কয়েকজন সদস্য রয়েছে। তাদের নেতৃত্বাধীন টিম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সংঘটিত সহিংসতার তদন্তে নড়াইল এবং যশোর সফরে রয়েছেন। তারা ২১ জানুয়ারি নড়াইলের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। গত মঙ্গলবার এবং গতকাল বুধবার তারা নড়াইলের লোহাগাড়া, সদর এবং নড়াগাতি থানার ৩০ জন সাক্ষী ও ভিকটিমের বক্তব্য রেকর্ড করেন। এ সময় তারা বিভিন্ন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। পরিদর্শনকালে তাদের সঙ্গে বিভিন্ন থানার ওসিগণ উপস্থিত ছিলেন। গতকাল বুধবার তারা যশোরের উদ্দেশে নড়াইল ত্যাগ করবেন। ২৪ জানুয়ারি তারা ঢাকায় ফিরে আসবেন বলেও জানা গেছে।

কুমিল্লার এক মামলা থেকে খালেদা জিয়াকে অব্যাহতি

স্টাফ রিপোর্টার : কুমিল্লায় নাশকতার এক মামলা থেকে বিএনপি চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়াকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত। সোমবার কুমিল্লার অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত-১ এর বিচারক আফরোজা শিউলি তাকে অব্যাহতি দেন। গতকাল বুধবার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে কুমিল্লার আদালতের পিপি কাইমুল হক রিংকু। কায়মুল হক রিংকু বলেন, ২০১৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম এলাকায় হরতালের সময় একটি কাভার্ডভ্যান ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে ২০ দলীয় সরকারের নেতাকর্মীরা। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা করে। এই মামলায় খালেদা জিয়াসহ ৩২ জনকে আসামি করা হয়। তিনি আরও বলেন, তিনি এই মামলার ৩২ নম্বর আসামি ছিলেন। ২০ জানুয়ারি খালেদা জিয়ার আইনজীবীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সবাইকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

খুলনা মেডিকেল থেকে ভুয়া চিকিৎসক আটক

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতাল থেকে এস এম মেহেদী হাসান নামে এক ভুয়া চিকিৎসককে আটক করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার দিনগত রাত ৯টায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে আটক করে। পরে তাকে সোনাডাঙ্গা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়। জানা গেছে, রাত ৯টার দিকে মেহেদী হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে ঘোরাফেরা করছিলেন। তাকে দেখে হাসপাতালের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্দেহ হয়। একপর্যায়ে তাকে অহেতুক ঘোরাফেরার কারণ জানতে চাইলে তিনি নিজেকে চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দেন। পরে পরিচয়পত্র দেখাতে ব্যর্থ হলে তাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আটকে রাখে। এ সময়ে তার কাছ থেকে একটি ভুয়া আইডি কার্ড উদ্ধার হয়। সোনাডাঙ্গা থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, রাত পৌনে ১১টার দিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মেহেদী নামে একজনকে থানায় সোপর্দ করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ দিলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আটক মেহেদী সোনাডাঙ্গা থানাধীন ছোট বয়রা এলাকার হাসানুর রহমানের ছেলে।

গুলশানে মানি এক্সচেঞ্জের দুজনকে কুপিয়ে কোটি টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর গুলশান-২ ডিসিসি মার্কেটের সামনে বরুন বর্মন মার্কেটের 'সিটি মানিটারি এক্সচেঞ্জ' মানি এক্সচেঞ্জের মালিকসহ দুজনকে কুপিয়ে-পিটিয়ে আহত করে তাদের কাছে থাকা কোটি টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হচ্ছেন, মানি এক্সচেঞ্জের মালিক আ. কাদের শিকদার (৩৫) ও তার শ্যালক আমির হামজা (২৫)। আহত কাদের শিকদারের ছোট ভাই মিন্টু শিকদার বলেন, বড় ভাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (সিটি মানিটারি এক্সচেঞ্জ) বন্ধ করে আমির হামজাকে সঙ্গে করে মোটরসাইকেলে করে গুলশান-১ বাসায় ফিরছিলেন। তারা সেখান থেকে কিছুদূর যেতেই ডিসিসি মার্কেটের সামনে ১৫ থেকে ২০ জন তাদের মোটরসাইকেলটির গতিরোধ করে প্রথমে রড দিয়ে আঘাত করে ফেলে দেয়। পরে হেলমেট ও ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে। এক পর্যায়ে তাদের কুপিয়ে আহত করে। এসময় তাদের কাছে থাকা নগদ প্রায় কোটি টাকাসহ ব্যাগটি নিয়ে যায়। পরে খবর পেয়ে আহত অবস্থায় তাদের সেখান থেকে উদ্ধার করে রাতেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। আহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, তিনি গতরাতে আহত অবস্থায় ঢামেক হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসেছেন। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে। কাদের শিকদার নড়াইল জেলার নরাঘাতি উপজেলার খাশিয়াল গ্রামের মোস্তফা শিকদারের ছেলে। মিন্টু শিকদার অভিযোগ করে আরও বলেন, গত ৪ মাস আগে ইয়াসিন শিকদার নামে এক সন্ত্রাসী ও তার লোকজন আমাকে অপহরণ করেছিল। ওই সময়ে তারা ৭৯ লাখ টাকা নিয়ে গিয়েছিল। ওই ঘটনায় বড় ভাই বাদী হয়ে মামলা করেছিলেন। এ মামলায় ইয়াসিন কারাগারে বন্দী ছিল। সম্প্রতি সে জামিনে মুক্ত পায়, মামলাটি তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছিল। তার ধারণা, ইয়াসিন শিকদারই লোকজন দিয়ে এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে।

খুলনায় বালু ভর্তি ডাম্প ট্রাকের চাপায় নিহত ১

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনায় বালু ভর্তি ডাম্প ট্রাকের চাপায় তারেক রেজওয়ান নামে এক মোটরসাইকেল আরোহীর নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রূপসা ব্রিজের নিচে আছিয়া সি ফুডের সামনে ঘটনাটি ঘটে। তিনি ছাত্রদল কর্মী বলে জানা গেছে। লবণচরা থানার ওসি তৌহিদুজ্জামান বলেন, রূপসা ব্রিজের নিচ থেকে রেজওয়ান মোটরসাইকেল যোগে পুটিমারীর দিকে যাচ্ছিল। আছিয়া সি ফুডসের সামনে বালু ভর্তি ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায় ওই মোটরসাইকেল। এরপর মোটরসাইকেলটি ডাম্প ট্রাকের নিচে চলে যায় এবং আরোহী তারেক রেজওয়ান চাপা পড়ে নিহত হন। তিনি আরও জানান, ড্রাইভার ট্রাক নিয়ে পালিয়ে যয়ে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

কক্সবাজারে সাড়ে ৪ লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারে টেকনাফ উপজেলার নাফ নদে সীমান্তে অভিযান চালিয়ে সাড়ে চার লাখ ইয়াবা উদ্ধার করেছে বিজিবি। গতকাল বুধবার সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিজিবির টেকনাফ ২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেনেন্ট কর্নেল আশিকুর রহমান। তিনি বলেন, গত মঙ্গলবার মধ্যরাতে টেকনাফের হ্নীলা ইউনিয়নের লেদা সীমান্তের নাফ নদের মেম্বার পোস্ট এলাকা দিয়ে মিয়ানমার থেকে মাদকের বড় একটি চালান পাচারের খবরে বিজিবির পৃথক দুটি দল অভিযান চালায়। এক পর্যায়ে নদের তীরে সন্দেহজনক কয়েকজন ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে বিজিবির সদস্যরা থামার জন্য সংকেত দেন। এতে বিজিবির সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা সঙ্গে থাকা দুটি বস্তা ফেলে নদ সাঁতরে মিয়ানমার দিকে পালিয়ে যায়। বিজিবির এই কর্মকর্তা বলেন, অভিযানের এ পরিস্থিতিতে পাচারকারিদের আরও কয়েকজন আলিখালের দিকে যেতে দেখে বিজিবির সদস্যরা ধাওয়া দেয়। পরে লোকগুলো নদী সাঁতরে খরেরদ্বীপ হয়ে মিয়ানমার অভ্যন্তরে পালিয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে পাচারকারিদের বিভিন্ন স্থানে ফেলে যাওয়া পাঁচটি বস্তা উদ্ধার করা হয়। বস্তাগুলো খুলে পাওয়া যায় চার লাখ ৫০ হাজার ইয়াবা। উদ্ধার করা মাদকের চালান পাচারের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে বিজিবির তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। উদ্ধার করা মাদকগুলো বিজিবির ব্যাটালিয়ন দফতরে রাখা হয়েছে।

আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে আ. লীগের জয়জয়কার, বিএনপির আরও ২ নেতাকে শোকজ

স্টাফ রিপোর্টার : সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে ফলাফল বিপর্যয়ের কারণে বিএনপিপন্থি আইনজীবীদের সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কমিটি বিলুপ্তির পর তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। এ নিয়ে এবার শোকজ পেলেন সিলেট মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েছ লোদী ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী। গত মঙ্গলবার দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, সম্প্রতি সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী প্যানেলকে বিজয়ী করার জন্য সিলেট মহানগর বিএনপি যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উদাসীন এবং নির্বিকার ভূমিকার জন্য জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী প্যানেলের বিপর্যয় ঘটে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এমন দায়িত্বহীনতার কারণে কেন মহানগর বিএনপির এই দুই নেতার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তার যথাযথ কারণ উল্লেখ করে একটি লিখিত জবাব ৩৬ (ছত্রিশ) ঘণ্টার মধ্যে নয়াপল্টনের বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। জানা গেছে, নির্বাচনে প্রায় প্রতিটি পদেই বিএনপিপন্থি আইনজীবীরা অংশ নেন। তবে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে বিএনপিপন্থি আইনজীবীরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না। অনেকেই দলীয় প্রার্থীর পরিবর্তে আওয়ামী লীগপন্থি প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করেন। তাদের জেতাতে বিএনপি ঘরানার ভোটাররাও সক্রিয় ছিলেন। এ অবস্থায় বিএনপিপন্থি বেশিরভাগ আইনজীবী নির্বাচনে পরাজিত হন। উল্লেখ্য, ৬ জানুয়ারি সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৬টি পদের মধ্যে সভাপতি-সম্পাদকসহ ১২টিতে আওয়ামী লীগপন্থি আইনজীবীরা জয় পান। এ ছাড়া বিএনপিপন্থি ছয় ও জামায়াতপন্থি পাঁচ জন জয় পেয়েছেন। বাকিদের মধ্যে একজন জাসদপন্থি এবং দুই জনের দলীয় পরিচয় জানা যায়নি।

সিলেটে সড়ক দুর্ঘটনায় কলেজছাত্র নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : সিলেটের গোয়াইনঘাটে সড়ক দুর্ঘটনায় রিফাত আহমেদ কিবরিয়া (১৯) নামে এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। গোয়াইনঘাট থানার ওসি সরকার তোফায়েল আহমদ জানান, গতকাল বুধবার দুপুরে উপজেলার সতি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রিফাত আহমেদ কিবরিয়া উপজেলার বিছনাকান্দি ইউনিয়নের ভিতরগুল গ্রামের শফিকুর রহমানের ছেলে এবং গোয়াইনঘাট সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী। গুরুতর আহত হয়েছেন একই গ্রামের ফরিদ উদ্দিনের ছেলে আবু সুফিয়ান। জানা যায়, গতকাল বুধবার রিফাত ও সুফিয়ান গোয়াইনঘাট সরকারি কলেজে পরীক্ষা শেষে মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন।

সোনামসজিদে বিজেবি -

(৫৯ বিজিবি) এবং স্টাফ অফিসার এবং বিএসএফের পক্ষে ১১৯ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক সুরজ সিং এবং বিএসএফ এর স্টাফ অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন বলে জানায় ৫৯ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া সভায় উভয়পক্ষ সীমান্ত সম্পর্কিত বিষয়ে লিখিত আলোচনা করা হয় বলে জানাই বিজিবি। সিদ্ধান্তগুলি হচ্ছে সীমান্তের ১৫০ গজের মধ্যে বাংলাদেশী এবং ভারতীয় কৃষক ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করবে না।

সীমান্তে সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা বিজিবি এবং বিএসএফের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিতভাবে সমাধান করা হবে। দু'দেশের মিডিয়া কর্তৃক সীমান্ত সম্পর্কিত যেকোন ধরনের অপপ্রচার কিংবা গুজব ছড়ানো যাবে না।

উভয় দেশের স্থানীয় জনগণকে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও মাদক চোরাচালান ইত্যাদি হতে বিরত থাকতে ব্যবস্থা নিতে হবে।

সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সৌজন্য সাক্ষাৎ সম্পন্ন হয় বলে জানায় বিজিবি।

বিএনপি-খেলাফত মজলিসের বৈঠক,

আজকের মতবিনিময়ে বিএনপি ও খেলাফত মজলিস ৭টি বিষয়ের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেড় জাতীয় ঐক্য সুসংহত করার লক্ষ্যে আন্তঃদলীয় সংলাপ অব্যাহত রাখা; দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন করে ২০২৫ সালের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা; দ্রব্যমূল্য ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা; পতিত ফ্যাসিবাদ যাতে মাথাচাড়া দিতে না পারে, তার জন্য জাতীয় ঐক্য অটুট রাখা এবং আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আলেম-ওলামা ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের নামে দায়ের করা সব মিথ্যা মামলা দ্রুত প্রত্যাহার করা। তিনি জানান, মতবিনিময়ে দলের নায়েবে আমির মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন, অধ্যাপক আবদুল্লাহ ফরিদ, যুগ্ম-মহাসচিব এডভোকেট জাহাঙ্গীর হোসাইন, মুহাম্মদ মুনতাসির আলী, এবিএম সিরাজুল মামুন, ড. মোস্তাফিজুর রহমান ফয়সল ও অধ্যাপক আবদুল জলিল উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময়ের পর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান ও মজলিসের মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের সাংবাদিকদের সামনে কথা বলেন। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

শেখ হাসিনা ভারতে বসে সাক্ষীদের

দেখাচ্ছেন। বিচারকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য তিনি এসব করছেন। তিনি আরও বলেন, ট্রাইব্যুনালের আদেশ রয়েছে শেখ হাসিনার হেট স্পিচ প্রচার না করার। এরপরও দেখছি কিছু গণমাধ্যমে শেখ হাসিনার হেট স্পিচ প্রচার করছে। আমরা অনুরোধ করবো তার হেট স্পিচ প্রচার না করার। ট্রাইব্যুনালের বিচারকে প্রভাবিত করে, বাধাগ্রস্ত করে শেখ হাসিনার এমন বক্তব্য যদি প্রচার অব্যাহত রাখা হয় তাহলে আমরা পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাববো। এর আগে

২০২৪ সালের ৫ ডিসেম্বর জুলাই-আগস্ট

গণহত্যার অভিযোগে পরোয়ানাভুক্ত আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিন-ার 'বিদ্বেষমূলক' বক্তব্য প্রচারে নিষেধাজ্ঞাদেশ আরোপ করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। 'বিদ্বেষমূলক' বক্তব্য সংক্রান্ত দেশি-বিদেশি আইনের ওপর শুনানি নিয়ে ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। প্রসিকিউটর আব্দুল্লাহ আল নোমানের আবেদনের শুনানি নিয়ে তিনি (শেখ হাসিনা) যেসব বলছেন তা হেট স্পিচ। সেগুলো বন্ধেই এ আবেদন করা হয়। ওই আবেদনের ওপর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শুনানি হয়।

রেড অ্যালার্ট জারি করে অভিযান

এপিবিএন এর কাছে। সেখান থেকে অপারেশন কন্ট্রোল রুমে জানানো হলে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করি। আমি এয়ার চিফকে বিষয়টি অবহিত করার পরপরই সেখান থেকে সব ধরনের সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়াও অ্যাভসেকসহ বিমানবন্দরে কর্মরত অন্য সব সংস্থা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করেছে।' তিনি বলেন, 'যেকোনও ধরনের হুমকি এলে আমাদের এরকমই পদক্ষেপ নিতে হয়। আমাদের কাছে একজন যাত্রীর জীবন অনেক মূল্যবান। যদি ওই ফ্লাইটে একজনও যাত্রী থাকতো আমরা একই ধরনের পদক্ষেপ নিতাম। আমরা দীর্ঘ তল্লাশির পরও কোনও কিছুই পাওয়া যায়নি। প্রতিটি যাত্রী সহযোগিতা করেছেন। তাদের কোনও কিছু খোয়াও যায়নি। খুব সুন্দরভাবে এই কার্যক্রম আমরা পরিচালনা করেছি।' সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, 'এপিবিএন এর কন্ট্রোল রুমে পাকিস্তানি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে এই মেসেজ দেওয়া হয়।' এ বিষয়ে এয়ার ভাইস মার্শাল মঞ্জুর কবীর চৌধুরী আরও বলেন, 'এ ধরনের তথ্য দিয়ে আমাদের একদিকে ব্যস্ত রেখে অন্যদিকে কেউ যেন কোনও অঘটন ঘটাতে না পারে, সে কারণে পুরো বিমানবন্দরজুড়ে রেড অ্যালার্ট জারি ছিল। এ সময় ইমিগ্রেশন-কাস্টম সবকিছুই সচল ছিল। ওঠানামাও স্বাভাবিক ছিল।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা আমাদের এই বিমানবন্দরকে নিরাপদ রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যদিও কোনও কিছু পাওয়া যায়নি, তারপরও ঘটনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আমাদের ব্যবস্থা রাখবো।' প্রসঙ্গত, বুধবার (২২ জানুয়ারি) রোম থেকে আসা বাংলাদেশি এক ফ্লাইটে বিস্ফোরক দ্রব্য আছে বলে তথ্য আসে। পরে ফ্লাইটটি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে। পরবর্তীতে বিমানবন্দরে কর্মরত নিরাপত্তা সংস্থার কর্মকর্তারা যাত্রীদের নিরাপদে বের করে আনেন। সেই সঙ্গে বিমানে তল্লাশি চালানো হয়। দীর্ঘ প্রায় ছয় ঘণ্টা এই অভিযান চললেও কিছুই পাওয়া যায়নি।

দুদকের মামলায় আ. লীগ নেতা

দুদকের তদন্তে উঠে আসে, তার প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ ৫৬ লাখ ২৬ হাজার ২০০ টাকা। এর বাইরে ৩৮ লাখ ৩ হাজার ৬৮৫ টাকার সম্পদ গোপন করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ২০০৯ সালের ৫ জানুয়ারি তদন্ত শেষে দুদক তার বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। রায়ের দিন শাহীন চাকলাদার আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। তার বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা জারি করে আদালত। আসামিপক্ষের আইনজীবী ছিলেন যশোর জেলা আওয়ামী লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট গাজী আব্দুল কাদির।

বহুতল ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত সম্রাট পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার তারাবারিয়া গ্রামের মো. সবুর শেখের ছেলে। বর্তমানে মগবাজার বাটার গলিতে থাকতন।

নাফিজ শরাফাতের দুবাইয়ের সম্পদ

আদালত নাফিজ শরাফত, স্ত্রী আঞ্জুমান আরা শহীদ, ছেলে চৌধুরী রাহিব সাফওয়ান শরাফাতের রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় থাকা ১৮টি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দেন। ফ্ল্যাট বাদে নাফিজ শরাফত ও আঞ্জুমান আরা শহীদের নামে থাকা জমিসহ বাড়ি ও প্লটও ক্রোকের আদেশ দেওয়া হয়েছে। ক্রোক করা সম্পদের মধ্যে নাফিজ শরাফাতের নামে গুলশানে ২০ তলা একটি বাড়ি, গুলশানে একটি, ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট বাজারের চারটি, নিকুঞ্জ উত্তর আবাসিক এলাকায় একটি ও বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি ফ্ল্যাটের ৫০ শতাংশ, নিকুঞ্জের দুইটি প্লট, বাড্ডার কাঠালদিয়ার আড়াই কাটা, গাজীপুরের কালিয়াকৈরের দুই ভাগে ১০ কাঠা করে ২০ কাঠা, গাজীপুর সদরে ৮. ২৫ শতাংশ জমি, নিকুঞ্জরের জোয়ার সাহারায় ৪.৯৫ শতাংশ জমি, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের রাজউক পূর্বাচলে সাড়ে ৭ কাঠা জমি রয়েছে। আঞ্জুমান আরা শহীদের নামে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় সাড়ে সাত কাঠা জমির ওপর চারতলা বাড়িসহ জমি, পান্থপথে একটি, গুলশান লিংক রোডে একটি, মির-পুর ডিওএইচএস এ একটি, শাহজাদপুরে একটি ও বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় একটি ফ্ল্যাটের ৫০ শতাংশ, নিকুঞ্জে তিন কাঠা জমি, বাড্ডার কাঠালদিয়া আড়াই কাঠা নাল জমি ও গাজীপুর সদরে ৮.২৫ শতাংশ চালা জমি রয়েছে। রাহিব সাফওয়ান শরাফাতের নামে বনানীতে থাকা তিনটি ও বারিধারায় থাকা চারটি ফ্ল্যাট ক্রোকের আদেশ দেন আদালত।

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা থেকে আমার দেশ

মাসে মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে কুড়িগ্রাম আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেন কুড়িগ্রামের রাজিবপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট লুৎফর রহমান। মামলায় আসামির বিরুদ্ধে মানহা-নির অভিযোগও আনা হয়। বাদীপক্ষের আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট আহসান হাবীব নিলু। তৎকালীন আদালত মামলাটি গ্রহণ করে সদর থানা পুলিশকে তদন্তের নির্দেশ দেন। মামলার অভিযোগে বলা হয়, মাহমুদুর রহমান ২০১৭ সালের ১ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক কাউন্সিল (বিডিসি) আয়োজিত 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ, বাংলাদেশের সরকার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মিথ্যা ও অশালীন বক্তব্য রাখেন। জিআরও আনারুল ইসলাম বলেন, ২০১৭ সালে দায়ের হওয়া মামলাটির পুলিশ প্রতিবেদন আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে আসামির সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি বলে জানানো হয়েছে। আদালত প্রতিবেদনটি আমলে নিয়ে আসামি মাহমুদুর রহমানকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। একই সঙ্গে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গু সংক্রমণ

হচ্ছে। তবে মশক নিধন কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন নাগরিকরা। মহাখালীর আমতলীর একটি বহুতল ভবনের পঞ্চম তলায় পরিবার নিয়ে বাস করেন বাবর আলী। তিনি পোশাক ব্যবসায়ী। মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) সকাল ৮টায় বাসার সামনে একটি টং দোকানে চা খাচ্ছিলেন বাবর। তার সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন স্থানীয় আরও তিনজন বাসিন্দা। তাদের এ চায়ের আড্ডায় নগরে মশার উপদ্রব নিয়ে আলোচনা চলছিল। এ সময় আলাপকালে বাবর আলী বলেন, মশার উপদ্রব এতটাই বেড়েছে, পাঁচ তলার ওপরও মশা আসে। বাসায় দিন-রাত মশারি টানিয়ে রাখতে হয়। বিশেষ করে সন্ধ্যার সময় মৌমাছির মতো ঘিরে ধরে মশা। এখন সকাল বেলা ফুটপাতের টং দোকানে চা খেতে বসেও মশার উপদ্রবে শান্তি নেই। ডিএনসিসির মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করে সংস্থাটির স্বাস্থ্য বিভাগ। এই বিভাগ সূত্র জানায়, গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের আগ পর্যন্ত মশক নিধন কার্যক্রম ঠিকমতোই চলছিল। কারণ, ওই সময় সংস্থাটির মেয়র আতিকুল ইসলামের তৎপরতা চোখে পড়ার মতো ছিল। তাকে মেয়র পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পর থেকে ডিএনসিসির মশক নিধন কার্যক্রম ভেঙে পড়ে। এখন যারা মশার ওষুধ ছিটান, তাদের তেমন কোনো জবাবদিহি নেই। ফলে ডেঙ্গুর পর কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আগে মশা নিধনে জনসচেতনতা তৈরিতে ডিএনসিসির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) ও জাতীয় স্কাউট দল। মূলত তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মশক নিধন কার্যক্রম ও জনসচেতনতা সৃষ্টির কাজ করেছে। এছাড়া যেসব ভবনে এডিসের লার্ভা পাওয়া যাচ্ছিল তাদের জরিমানাও করছিলেন ডিএনসিসির ভ্রাম্যমাণ আদালত। পরিত্যক্ত পণ্য কেনার একটি প্রকল্পও চলমান ছিল। এখন কোনো কর্মসূচিই নেই। এত কর্মসূচি বা উদ্যোগের পরও ঢাকা শহরে মশার প্রাদুর্ভাব কমেনি না বলে অভিযোগ নাগরিকদের। মোহাম্মদপুরের জাপান গার্ডেন সিটির বাসিন্দা নিজামুল হক বলেন, আগে শুষ্ক মৌসুমে মশার আতঙ্ক ছিল। এখন সারা বছরই এডিস ও কিউলেক্স মশার আতঙ্কে থাকতে হয়। বিশেষত, সন্ধ্যায় দরজা-জানালা বন্ধ রাখলেও মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হতে হয়। ২০২৩ সালের ২৩ জুলাই মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে গবেষণার জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করেছিল ডিএনসিসি। সমঝোতার আওতায় ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কীটনাশকের কার্যকারিতা এবং মশার ঘনত্ব ও প্রজাতি বিশ্ববিদ্যালয়টির ল্যাবে পরীক্ষা করার কথা। আর পরীক্ষার মাধ্যমেই মশা নিধনে কীটনাশক প্রয়োগ ও যে কোনো ডিভাইসের ব্যবহার করে মশা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হবে বলে গণমাধ্যমকে জানানো হয়েছিল। এখন ওই কার্যক্রম চলছে নামমাত্র। জানতে চাইলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার বলেন, আমাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারকে বেশ কয়েকটি শর্ত ছিল। যার অধিকাংশই সিটি করপোরেশন পূরণ করেনি। শুধু একটি শর্ত তারা পালন করছে। সেটি হলো, ডিএনসিসির পাঁচটা জোনে শুধু গবেষণা কাজ করা। অর্থাৎ, ওয়ার্ডগুলো মশার লার্ভা কেমন আছে, কোনটাতে বেশি বা কোনটাতে কম, কোন ওয়ার্ডে বেশি ওষুধ ছিটাতে হবে বা কোন ধরনের ওধুষ ছিটাতে হবে তা নিয়ে আমরা কাজ করছি। প্রতি সপ্তাহে এ রিপোর্ট ডিএনসিসিতে পাঠাচ্ছি। কিন্তু তারা কোনো কাজ করছে কি না, তা জানি না।' জানতে চাইলে ডিএনসিসির উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মো. ইমদাদুল হক বলেন, 'মশক নিধনে আমাদের নিয়মিত কার্যক্রম চলছে। সোমবার (২০ জানুয়ারি) প্রশাসক সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। সবাইকে মশক নিধনে গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।' ডিএসসিসি : ডিএসসিসিতে বরাবরই মশক নিধন কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নগরবাসী। কিন্তু এ সেবা কার্যক্রমে তেমন পরিবর্তন হয়নি। তারপরও চলতি অর্থবছর ৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে ডিএসসিসি। নাগরিকদের অভিযোগ, বর্ষা মৌসুমে যখন এডিস মশার উপদ্রবে দিনে হাজারো মানুষ আক্রান্ত হচ্ছিল, তখনও ডিএসসিসি ঠিকমতো মশার ওষুধ ছিটাতো না। আবার এখন শুষ্ক মৌসুমেও তাদের কার্যক্রম নেই বললেই চলে। ফলে ডিএসসিসির নতুন ওয়ার্ড তথা, জুরাইন, ধনিয়া, শ্যামপুর, মাতুয়াইল, ডেমরা এলাকায় মশার যন্ত্রণায় মানুষ অতিষ্ঠ। ডেমরার কোনাপাড়ার বাসিন্দা মির্জা গালিব। আলাপকালে তিনি বলেন, ডেমরা থানা এলাকায় হাজারো খাল, বিল, ঝিল, ডোবা, নালা রয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে এসব জায়গায় পানি কমে যায়। ফলে এডিস মশার উপদ্রব বাড়ে। এখন সন্ধ্যায় বাসা থেকে বের হয়ে রাস্তা বা গলিতে দাঁড়ালে মনে হবে, মশা উড়িয়ে নিয়ে যাবে। মৌমাছির মতো চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। খিলগাঁওয়ের নন্দিপাড়া এলাকাটি ডিএসসিসির ৭৫ নম্বর ওয়ার্ডে পড়েছে। নন্দিপাড়ার বাসিন্দা নজরুল ইসলাম বলেন, আগে মশক নিধন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে তদারকি করতেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলররা। ৫ আগস্টের পর ডিএসসিসির সব ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এখন মশার উপদ্রব নিয়ে কারও কোনো জবাবদিহি নেই। জুরাইন এলাকায় জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট নাগরিক আন্দোলনে যুক্ত মিজানুর রহমান। তিনি সম্প্রতি বলেন, জুরাইনে মশা নিধনে সিটি করপোরেশনের কার্যক্রম সব সময়ই প্রশ্নবিদ্ধ। এখানে সিটি করপোরেশনের লোকজন তেমন কাজ করে না। মশার উপদ্রবে এ এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ। তবে নাগরিকদের অভিযোগ অস্বীকার করে ডিএসসিসি এলাকায় সব সময় মশা নিধনে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিশাত পারভীন। তিনি বলেন, 'ডিএসসিসি এডিস ও কিউলেক্স নিয়ন্ত্রণে বছরব্যাপী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলছে। তবে এখন কিউলেক্স মশা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এজন্য ২৭ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত ক্র্যাশ প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি। আমরা প্রতিটি ওয়ার্ডে একযোগে এই কর্মসূচি পালন করবো। এসময় মশক নিধনে কীটনাশকের পরিমাণ বাড়ানো হবে।'

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মারামারি আইনি

মঙ্গলবার) সমন্বয়কদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বার হামলা করা হয়। তাদের মধ্যে ছাত্রলীগের প্রেতাত্মা ভর করেছে। তারা তাদের বাইরে কোনও ভিন্ন মত নিতে পারছে না। আওয়ামী লীগের জায়গায় তারা তাদের রিপ্লেস করতে চায় কিনা সেটা তাদের পরিষ্কার করতে হবে। মনে রাখতে হবে বৈষম্যবিরোধী প্ল্যাটফর্ম কারও বাপের না। যদি সেটা মনে করেন, তাহলে বুঝতে হবে আপনারাও টিকতে পারবেন না। এই শিক্ষার্থী বলেন, জুলাই আন্দোলনের পেছনে দাঁড়িয়ে জুলাই আন্দোলনের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। আমাদের ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, শিবির, ছাত্র অধিকার পরিষদের ট্যাগ লাগানো হচ্ছে। আমরা নাকি সেখানে (কেন্দ্রীয় কার্যালয়) হামলা করতে গিয়েছি। গতকাল (গত মঙ্গলবার) আমরা হাসপাতালে প্রেস ব্রিফিং করার পর আমাদের সঙ্গে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অনেকে অনেকভাবে যোগাযোগ করে। আমাদের বলা হয় যাতে মামলা না করি। তানযীদ মোহাম্মদ সোহরাব রেজা আরও বলেন, আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিটিংয়ের জন্য বসতে বলা হয়। আমরা বোরহানউদ্দিন কলেজে বসতে চেয়েছি। তারা জানায়, রাত ১১টার সময় বোরহানউদ্দিন কলেজে আসবে। পরে তারা রাত ১২টার দিকে আসে। ওই বৈঠকে আসার কথা কেন্দ্রীয় সমন্বয়কদের। কিন্তু এসেছিলেন আন্দোলনের সেল সম্পাদক জাহিদ, স্বাস্থ্য কমিটির তরিকুল, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী কমিটির মুন্না। পরে আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে নারাজ হই এবং সেই বৈঠক হয়নি। আমরা এখন আইনিভাবে লড়াই করে যাবো। ছাত্র অধিকার পরিষদের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ সভাপতি ও বৈষমবিরোধী আন্দোলনের সহযোদ্ধা অর্নব হোসেন বলেন, আমরা প্রধান উপদেষ্টার কাছে বিচার চাইবো না। থানায় গিয়ে মামলা করবো। থানা যদি মামলা না নেয় দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবো। ঘটনায় আহত মাসুদুর রহমান বলেন, গতকাল (গত মঙ্গলবার) তারা আমাকে রিকশা থেকে নামিয়ে আমার দাঁড়িতে আঘাত করেছে এবং জঙ্গি বলে অভিহিত করেছে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঘটনায় আহত আন্তা মীম, হাসিব মল্লিক, আল-আমীন তালুকদার প্রমুখ।

সাবেক মেয়র আতিক আবারও রিমান্ডে

হত্যা মামলায় জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। এরপর বকুল মিয়া হত্যা মামলায় গত ১৩ নভেম্বর তার পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। রিমান্ড শেষে গত ২৩ নভেম্বর তাকে কারাগারে পাঠায় আদালত। মামলার সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ছাত্র জনতার সঙ্গে গত ৫ আগস্ট অংশ নেন মো. ফজলুল করিম। বিকালে আসামিদের ছোড়া গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। রাতে আইসিইউতে নেয়ার পর ডাক্তার মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনায় নিহতের ভাই আনোয়ার হোসেন আয়নাল গত ২১ আগস্ট উত্তরা পূর্ব থানায় মামলা করে।

কোন আইনে চলছে ব্যাটারিচালিত

বেপরোয়া গতিতে চলাচল করছে। দিন দিন এই রিকশার সংখ্যা বাড়ছে, যা সড়কে যানজট ও দুর্ঘটনা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাত্রী কল্যাণ সমিতির এক সমীক্ষা বলছে, গত এক বছরে সড়ক দুর্ঘটনার ১৩ শতাংশের জন্য এই ব্যাটারিচালিত রিকশা দায়ী। সড়কে এই অটোরিকশার দৌরাত্ম্যের কারণে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। অনেকে পঙ্গুত্ববরণ করছেন, এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে।

হাইকোর্টের নির্দেশনা ও বাস্তবায়নের ব্যর্থতা ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা বন্ধের জন্য হাইকোর্ট থেকে একাধিকবার নির্দেশনা এসেছে। কিন্তু চালক ও শ্রমিক সংগঠনের বিরোধিতার কারণে এই নির্দেশনা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। বরং সরকারের উদ্যোগের অভাবে এই রিকশার সংখ্যা ও কার্যক্রম দিন দিন আরও বেড়ে চলছে। কেবল হাইকোর্টের নির্দেশনা অমান্যই নয়, ট্রাফিক আইনেরও তোয়াক্কা করছেন না এই অটোরিকশার চালকরা। এ নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই রাজধানীবাসীর। তারা বলছেন, অটোরিকশা মন্দ না। তবে অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলার কারণে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে। পাড়ামহল্লার অলিগলিতেও এদের কারণে সাবলীল চলাচল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে মিরপুরের স্থানীয় বাসিন্দা কামরুল ইসলাম বলেন, 'এসব রিকশা এখন বিরক্তির কারণ। আগে রিকশা ডেকে পাওয়া যেতো না। এখন এদের সংখ্যা এত বেড়েছে যে এক জায়গায় দুই মিনিট দাঁড়ালে অন্তত পাঁচটা রিকশা এসে জিজ্ঞাসা করে যাবো কিনা। যাত্রীর চেয়ে এখন রিকশা অনেক বেশি।' 'হাঁটার মতো পরিস্থিতিও নেই' জানিয়ে মালিবাগ এলাকার বাসিন্দা রুকাইয়া রহমান বলেন, 'হাঁটাহাঁটির অভ্যাস ছিল। বর্তমানে ব্যাটারিচালিত রিকশা এমনভাবে চলে, মনে হয় গায়ের ওপর এসে পড়বে। বুক কেঁপে ওঠে। হাঁটার সময় সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু কতদিন? প্রায়ই তো দুর্ঘটনার খবর পাই।' নতুন নীতিমালার প্রতিশ্রুতি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা এই অটোরিকশার জন্য নতুন নীতিমালা তৈরির কাজ শুরু করেছে। তবে এখনও কোনও সুনির্দিষ্ট কাঠামো নির্ধারণ হয়নি। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. সালাউদ্দিন বলেন, 'ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে শিগগিরই বৈঠক হবে। এই পরিবহন নিয়ে কোনও আইন বা নীতিমালা করা হবে কিনা, এ বিষয়ে আলোচনা হবে।'

দুর্নীতির মামলার জি কে শামীম ও

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১-এ সংস্থাটির উপ-পরিচালক মো. সালাহউদ্দিন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। ২০২১ সালের ১৭ জানুয়ারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপ-পরিচালক মো. সালাহউদ্দিন আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন। ২০২২ সালের ১৮ অক্টোবর তাদের বিরুদ্ধে চার্জগঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত।

হত্যাচেষ্টা মামলায়

পক্ষে অবস্থান নেন। শুনানি শেষে বিচারক ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মামলার সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ১৯ জুলাই মোহাম্মদপুর থানাধীন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ভ্যান চালক ইনছান আলী ভ্যান নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আসামিদের ছোড়া গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর মা গত ১৩ নভেম্বর মোহাম্মদপুর থানায় ২৬৬ জনকে আসামি করে হত্যাচেষ্টা মামলা করেন।

এলাকার গাছ থেকে ঝুলন্ত লাশ

জিমনেসিয়াম এলাকায় গাছে ঝুলে থাকা অজ্ঞাত লাশটি কোনও ভবঘুরে মানুষের। তার বয়স ৫০ এর কাছাকাছি। তবে নাম-পরিচয় জানা যায়নি। লাশ নামিয়ে ঢামেক মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. সাইফুদ্দিন আহমদ বলেন, মৃত্যুর কারণ জানতে লাশের পোস্টমর্টেম করা হবে। এখানে আমাদের কোনও কাজ নেই। তবুও আমি ওসিকে বলেছি, পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট ও নিহতের নাম-পরিচয় আমাদের জানিয়ে রাখতে। এ বিষয়ে শাহবাগ থানার ওসি মনসুর খালিদ বলেন, কিছুক্ষণ আগেই লাশটি ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় গাছ থেকে নামানো হয়েছে। আপাতত লাশটি মর্গে পোস্টমর্টেমের জন্য নেওয়া হয়েছে।

আকাশপথের টিকিটের দাম

ক্ষত তৈরি করবে। দেশীয় বিমান প্রতিষ্ঠানগুলো আশপাশের দেশ ও মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট পরিচালনা করে। আর শীতের মৌসুমে পর্যটনের চাহিদা বেশি থাকে। স্বাভাবিক সময়ে শীত মৌসুমে ভারতে প্রচুর পর্যটক যায়; কিন্তু বর্তমানে দেশটিতে পর্যটন ভিসা বন্ধ থাকায় যাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। সেজন্য এয়ারলাইনসগুলো ধুঁকছে। তাছাড়া বর্তমানে ডলারের দাম আগের তুলনায় বেশি। ফলে নতুন করে শুল্ক বাড়ানোর কারণে টিকিটের দাম আরো বেড়েছে। শেষ পর্যন্ত ভুক্তভোগী হচ্ছে ভোক্তারা। এ প্রসঙ্গে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক মো. কামরুল ইসলাম জানান, দেশীয় বিমান সংস্থাগুলো সাধারণত জুলাই মাস (অর্থবছর) ধরে ব্যবসার পরিকল্পনা সাজায়। কিন্তু বছরের মাঝপথে হুট করে আবগারি শুল্ক বাড়ানোয় ব্যবসা ও ভোক্তা পর্যায়ে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। পর্যটনের ভরা মৌসুমে পর্যাপ্ত যাত্রী থাকায় এখনই হয়তো বিমান সংস্থাগুলো ওই প্রভাব টের পাবে না। তবে প্রতিষ্ঠানগুলো অফ সিজনে শুল্ক বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব বেশি টের পাবে।

অভিযান চালাতে গিয়ে স্থানীয়দের হামলায় ৩ ডিবি পুলিশ আহত

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরের মধুখালীতে ডিবি (গোয়েন্দা) পুলিশের অভিযান পরিচালনাকালে স্থানীয়দের হামলায় আহত হয়েছেন তিন কর্মকর্তা। বেশি আহত তিন ডিবি পুলিশকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়াও আরও ৪/৫ জন আহত হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার ডুমাইন বাজারে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে রয়েছেন- এসআই জব্বার হোসেন (৪৫) ও দেওয়ান মুহাম্মদ সবুর (৩৮) এবং এএসআই শফিকুল ইসলাম (৪০)। এ ছাড়া আরও ৪ থেকে ৫ জন আহত হয়েছেন, তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তৌসিফ সরকার বলেন, আহতদের মধ্যে জব্বারের মাথায় তিনটি ক্ষতের আঘাত রয়েছে। অপর দুই জনকে পিটিয়ে জখম করা হয়েছে। তবে কারও গুরুতর আঘাত নেই, সবাই আশঙ্কামুক্ত। খবর পেয়ে রাত ১২টার দিকে হাসপাতালে ছুটে আসেন জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) শৈলেন চাকমা জানান, রাতে ডুমাইন বাজারে মাদক ও জুয়ার আসরের খবর পেয়ে অভিযানে যায় ডিবি পুলিশের ৭ থেকে ৮ সদস্যের একটি দল। এ সময় দুই জনকে মাদকসহ আটক করা হয়। তখন জুয়ার আসর থেকে টাকাসহ অন্য সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। এরপর জব্দ করা মালামাল আনার ক্ষেত্রে স্থানীয়দের সাক্ষীর জন্য বাজার কমিটির সভাপতিকে ডাকা হয়। তিনি আরও জানান, তিনি আসার আগেই মাদক ব্যবসায়ী, জুয়াড়ি ও স্থানী-য়রা মিলে অতর্কিতভাবে হামলা চালায়। এ সময় তিন জন গুরুতর ও অন্যরা কমবেশি আহত হন। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হবে। এ ছাড়া মাদকসহ দুই জনকে আটক করে নিয়ে আসা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাজারের একটি দোকানে নিয়মিত জুয়ার আসর বসিয়ে তাস খেলা হয়। সেখানে মাদকেরও রমরমা ব্যবসা। এ ছাড়া ওই এলাকার বিভিন্ন জায়গা নিয়মিত জুয়ার আসর বসে থাকে।

সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকা থেকে অস্ত্র-ককটেলসহ দুই সন্ত্রাসী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : সুন্দরবন সংলগ্ন সাতক্ষীরার শ্যামনগর থেকে দুটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, দুটি ককটেল ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামাদিসহ দুই সন্ত্রাসীকে আটক করেছেন বাগেরহাটের মোংলা কোস্ট গার্ড। গত মঙ্গলবার রাতে তাদেরকে আটক করা হয়। তারা হলেন- মাসুম বিল্লাহ (৪৫) ও শফিউল্লাহ খাঁ (৩০)। তাদের বাড়ি সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানার ঘাগরামারি গ্রামে। কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন (মোংলা সদরদফতর) মিডিয়া কর্মকর্তা লে. কমান্ডার মুনতাসির ইবনে মহসিন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে কয়রা কোস্ট গার্ড ও পুলিশ সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানার গাগরামারি এলাকায় যৌথ অভিযান চালায়। ওই সময় অভিযানকারীরা ঘটনাস্থল থেকে দুটি অবৈধ দেশীয় একনলা পাইপ গান, দুটি ককটেল, একটি দেশীয় অস্ত্র ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামসহ দুই সন্ত্রাসীকে আটক করেন। তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জব্দ করা অস্ত্র-গোলাবারুদসহ আটক সন্ত্রাসীদের সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

চট্টগ্রামের সাবেক এমপি নদভী ৪ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীকে পৃথক দুই মামলায় দুদিন করে মোট চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার চট্টগ্রাম সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মুমিনুন্নিসা খানম শুনানি শেষে এই আদেশ দেন। এর আগে গতকাল বুধবার সকালে চট্টগ্রাম জেলা কারাগার থেকে কড়া নিরাপত্তায় সাবেক এই এমপি'কে আদালতে হাজির করা হয়। চট্টগ্রাম জেলা কোর্ট পুলিশের পরিদর্শক হাবিবুর রহমান বলেন, সকালে সাবেক এমপি আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভীকে আদালতে হাজির করা হয়। লোহাগাড়া ও সাতকানিয়া থানায় দায়ের করা বিস্ফোরক আইনের পৃথক দুই মামলায় পুলিশ তিন দিন করে রিমান্ড আবেদন করেছিল। শুনানি শেষে আদালত প্রত্যেক মামলায় দুদিন করে মোট চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত ১৫ ডিসেম্বর ঢাকার উত্তরা এলাকা থেকে নদভীকে গ্রেপ্তার করেছিল মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। ঢাকায় শিক্ষার্থী খালিদ হাসান হত্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে একদিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। ১৭ ডিসেম্বর রিমান্ড শেষে নদভীকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত। ১৫ জানুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী ২০১৪ সালের দশম এবং ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে চট্টগ্রাম-১৫ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ মোতালেবের কাছে পরাজিত হন।

বিএনপির এক পক্ষের মানববন্ধনে অন্য পক্ষের হামলা, আহত ১০

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীতে বিএনপির এক পক্ষের ঠিকাদারি কাজে বাধা, হামলা-ভাঙচুরের প্রতিবাদে আয়োজিত মানববন্ধন-সমাবেশে অন্য পক্ষের হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় পথচারী-সাংবাদিকসহ কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নোয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে হামলার এ ঘটনা ঘটে। এ সময় হামলাকারীরা গণমাধ্যমকর্মীদের লক্ষ্য করে এবং নোয়াখালী প্রেসক্লাবে ব্যাপক ইটপাটকেল মারতে থাকে। সড়কে থাকা একটি যাত্রীবাহী মাইক্রোবাসও ভাঙচুর করে তারা। জানা যায়, দুপুর ১২টার দিকে নোয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে বিএনপি নেতা ও ঠিকাদার আবদুল করিম মুক্তার আয়োজনে একটি মানববন্ধন চলছিল। নোয়াখালী শহর বিএনপির সভাপতি আবু নাছের ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে মুক্তার ঠিকাদারি কাজে বাধা, এক্সকাভেটর মেশিন ভাঙচুর ও শ্রমিকদের কুপিয়ে আহত করার প্রতিবাদে মানববন্ধনটির আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনের শেষ মুহূর্তে হঠাৎ করে শহর বিএনপির সভাপতি আবু নাছেরের ছোট ভাই জুয়েলের নেতৃত্বে ২০-২৫ জন লাঠিসোঁটা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে মানববন্ধনে হামলা চালায়। এ সময় হামলাকারীদের ইটপাটকেলের আঘাতে পথচারী সাংবাদিকসহ কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়। ভাঙচুর করা হয় যাত্রীবাহী একটি মাইক্রোবাস। খবর পেয়ে সুধারাম মডেল থানা পুলিশ ও সেনবাহিনীর একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। মানববন্ধনের আয়োজক বিএনপি নেতা আবদুল করিম মুক্তা বলেন, আবু নাছেরের লোকজন গতকাল (গত মঙ্গলবার) আমার লোকজনের ওপর হামলা করে তাদের আহত করে। আমার মাটি কাটার মেশিন ভাঙচুর করে। তার প্রতিবাদে আমি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে লিখিত দিয়েছি এবং মানববন্ধনের আয়োজন করেছি। তারা সেখানেও হামলা চালায় এবং গাড়ি ভাঙচুর করে। আমি এর বিচার চাই। শহর বিএনপির সভাপতি আবু নাছের বলেন, ঠিকাদারি কাজে বাধা, হামলা কিংবা মানববন্ধনে হামলা দুটোর কোনোটাই আমি জানি না। সাংবাদিকদের ওপর যারা হামলা করেছে তারা নিন্দনীয় কাজ করেছে। এটা চরম অন্যায় করেছে। আমার ভাই সেখানে উপস্থিত ছিল কিনা তা আমার জানা নেই। বিষয়টি আমি খোঁজ নিচ্ছি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামিম বলেন, সাংবাদিকদের ওপর হামলার বিষয়টি দুঃখজনক। আমি বিষয়টি খোঁজ নিচ্ছি। আমাদের দলীয় কোনও নেতা যদি এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকে তবে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে জানতে সুধারাম মডেল থানার ওসি কামরুল ইসলামের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি তা রিসিভ করেননি।

ভ্যাট মামলা ও বকেয়ায় আটক হাজার হাজার কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ভ্যাট মামলা ও বকেয়ায় আটকে রয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা। ওই টাকা আদায়ে এনবিআরের তেমন নজর নেই। তারচেয়ে সাধারণ মানুষের ওপর করের বোঝা চাপাতেই সংস্থাটি বেশি আগ্রহী। প্রায় সাড়ে ৩ হাজার ভ্যাট-সংক্রান্ত মামলায় ৩১ হাজার কোটি টাকা আটকে আছে। আর সরকারি প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলার কাছেই ২০ হাজার কোটি টাকা বকেয়া পড়ে আছে। তাছাড়া বড় বড় অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছেও আটকে আছে ভ্যাটের টাকা। কিন্তু ওই টাকা আদায়ে এনবিআরের গতি নেই। বরং নতুন ভ্যাট আরোপ করে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। এনবিআর সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে বর্তমানে চলমান রয়েছে ভ্যাট সংক্রান্ত ৩ হাজার ৫৪৯টি মামলা। ওইই মামলায় এনবিআরের ৩১ হাজার ৪২৭ কোটি টাকা আটকে আছে। এর মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে ৩ হাজার ৩৯১টি মামলা চলমান রয়েছে। আর হাইকোর্টের ওসব মামলায় জড়িত ভ্যাটের পরিমাণ ২৮ হাজার ১৫৩ কোটি টাকা। আর আপিল বিভাগের ১৫৮টি মামলায় এনবিআরের ৩ হাজার ২৭৪ কোটি টাকা আটকে আছে। সূত্র জানায়, সারা দেশে ভ্যাটের সিংহভাগ এনবিআরের আওতাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট, এলটিইউ (ভ্যাট)আদায় করে। দেশের বড় প্রতিষ্ঠানগুলো ওই কমিশনারেটে ভ্যাট দিয়ে থাকে। যেসব প্রতিষ্ঠান ১০ কোটি টাকার বেশি ভ্যাট দেয়, সেসব প্রতিষ্ঠান এলটিইউ ভ্যাটের তালিকাভুক্ত। বর্তমানে এলটিইউ ভ্যাটে ১০৯টি প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত রয়েছে। ওসব প্রতিষ্ঠানের কাছে মামলা-সংক্রান্ত জটিলতায় প্রায় ১২ হাজার ২০০ কোটি টাকা আটকে আছে। সেগুলোর মধ্যে টোব্যাকো কোম্পানিতে আড়াই হাজার কোটি টাকা, মোবাইল অপারেটর কোম্পানিতে ১ হাজার ৭৫ কোটি টাকা, ফার্মাসিটিউক্যালসে ১৪০ কোটি টাকা এবং সিমেন্ট কোম্পানিতে ১০ কোটি টাকা রয়েছে। আর রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলার কাছে এনবিআরের সবচেয়ে বেশি ভ্যাটের বকেয়া রয়েছে। এর পরিমাণ ২০ হাজার কোটি টাকা। দীর্ঘদিন ধরে চিঠি চালাচালির পর বকেয়া আদায়ে একটি সিদ্ধান্তে এসেছিল এনবিআর। এক্ষেত্রে প্রতি বছর পেট্রোবাংলা ৫ হাজার কোটি টাকা করে এনবিআরকে পরিশোধ করবে। ওই হিসাবে গত অর্থবছরও ৫ হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করেছে পেট্রোবাংলা। তবু প্রতিষ্ঠানটির কাছে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাবদ বকেয়া ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে ২০১৭ সালের মার্চ পর্যন্ত বকেয়ার পরিমাণ ১৩ হাজার ২৭৮ কোটি টাকা। আর ভ্যাটের বাইরে আয়কর ও আমদানি শুল্ক বাবদ পাওনা রয়েছে আরো ১৪ হাজার ৯৬৫ কোটি টাকা। আর এলএনজি আমদানির শুল্ক হিসেবে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস পেট্রোবাংলার কাছে পাবে ১৪ হাজার ৭১৩ কোটি টাকা। সূত্র আরো জানায়, ভ্যাট আদায় এবং নতুন করে রাজস্ব ফাঁকি উদ্ঘাটনে এনবিআরে গতি নেই। বরং প্রায় বন্ধ রয়েছে রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটনে এনবিআরের অডিট ও প্রিভেন্টিভ। নতুন করে অডিট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর ভ্যাট ফাঁকি উদ্ঘাটনে প্রিভেন্টিভের গতি কমায় ভ্যাট আদায়ের গতিও ঠেকেছে তলানিতে। এরেই মধ্যে রাজস্ব ঘাটতি ঠেকেছে প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকায়। এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত রাজস্ব আহরণ বাড়াতে নতুন করে উচ্চমূল্যের পণ্যে আরো ভ্যাটের হার বাড়ানো হয়েছে। রান্নার গ্যাস থেকে শুরু করে জীবনরক্ষাকারী ওষুধেও ভ্যাট আরোপ করেছে এনবিআর। চলতি অর্থবছরে প্রথম দফায় কর বাড়ানোর পর অতিসম্প্রতি আবারো কর বাড়ানো সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলবে। এদিকে অর্থনীতিবিদরা বছরের মাঝপথে ভ্যাট বাড়ানোকে অযৌক্তিক বলেছেন। তাছাড়া ভ্যাট বাড়ানো নিয়ে নানা মহল থেকেও ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে বর্তমান সরকার। শতাধিক পণ্যের ওপর ভ্যাট আরোপকে সরকারের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত মনে করছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও। তারা দ্রুত সরকারকে এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার আহ্বান জানিয়েছে। ব্যবসায়ী মহল থেকেও প্রতিবাদ এসেছে। এর ফলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এবং ব্যবসা বাধাগ্রস্ত হবে। অন্যদিকে এ বিষয়ে এনবিআরের ভ্যাট বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য ড. আব্দুর রউফ জানান, বর্তমান অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে যেসব কৌশল নেয়া হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো বকেয়া আদায়। যেসব বকেয়া নিরঙ্কুশ অর্থাৎ আইনের সব কার্যক্রম শেষ করে যেসব বকেয়ার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো আদায় করার জন্য প্রতিটা কমিশনারেটে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বকেয়া আদায়ে ভ্যাট আইনে যেসব পদক্ষেপ রয়েছে, সেগুলো প্রয়োগ করা হচ্ছে। তবে এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের কাছে বকেয়া রয়েছে, বর্তমানে যার কোনো অস্তিত্বই নেই। সেসব ক্ষেত্রে বকেয়া আদায় করার কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে থাকা বকেয়ার ক্ষেত্রে আইনের কঠোর প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না।

সম্পাদকীয়

চলনবিলে পাখিদের দুর্দিন দূর হোক

সাদা বক, মাছরাঙা, ভারই, ঘুঘু, বালি হাঁস, রাতচোঁরাসহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখির দেখা মিলছে চলনবিলে। একশ্রেণির শিকারিরা রাতে এবং কুয়াশার ভোরে এসব পাখি শিকার করছেন। শিকার করা পাখি হাট-বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে হরহামেশাই। আইনের তোয়াক্কা না করে এভাবে নির্বিচারে পাখি শিকার করে এক শ্রেণির অসাধু শিকারিরা স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রিও করছেন। অথচ বন বিভাগের কার্যকরী পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। ১৯৮০ থেকে '৯০ দশকের শুরু পর্যন্ত চলনবিলে পাখির ব্যাপক আনাগোনা ছিল। বিশেষ করে শীত মৌসুমে দেশীয় এবং অতিথি পাখির কলকাকলি, ওড়াউড়ি, প্রকাণ্ড তেঁতুল, বট-পাকুড়, বাঁশঝাড় বা অন্য কোনো গাছে পাখির ডানা ঝাপটানোর দৃশ্য উপভোগ্য ছিল বৈ কি। শীতের মৌসুমে পাখি ছিল বলেই চলনবিলের বিল-জলাশয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও ছিল ওই সময়ে দেখার মতো। '৯০ দশকের মাঝামাঝি অল্পস্বল্প পাখি শিকার ছিল ভয়ংকর বিষয়। অথচ বর্তমানে চলনবিলের পাখি শিকার যেন মামুলি ব্যাপার। শিকারির বিষটোপ, জাল, ফাঁদ পাখির জীবন ও নিরাপত্তাকে বিষিয়ে তুলছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাখির আগমনের হার কমেছে বটে। তারপরও সংখ্যায় বেশি না হলেও পাখির আগমনের ব্যত্যয় ঘটেনি এ বছরও। সেই সঙ্গে বিলে আসতে না আসতেই দেশীয় ও অতিথি পাখি নির্মম লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে। চলছে নির্বিচারে নিধনযজ্ঞ। সাধারণত দিনের বেলায় বিলের কাদা-মাটিতে পাখির পায়ের ছাপ বা চিহ্ন দেখে রাখেন ভয়ংকর শিকারিরা। সন্ধ্যায় সেসব স্থানে শিকারিরা তিন-চারজনে দল বেঁধে বিলে বিষটোপ, বড় দৈর্ঘ্যের অসংখ্য সূক্ষ্ম জাল, হাতে বোনা বিশেষ জাল বা নিজেদের তৈরি নানা ধরনের পাখি শিকারের ফাঁদ পেতে রাখে। রাতে যখন পাখি খাবার খেতে আসে তখন অনায়াসে শিকারিদের পাতা জাল বা ফাঁদে আটকে যায় শত শত নিরীহ পাখি। পরে শিকার হওয়া পাখি ২০০ থেকে ৪০০ টাকায় বিক্রি করা হয়। প্রথমে ১৯৭৪ সালে বন্যপ্রাণী রক্ষা আইন হয়। এরপর ২০১২ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনে শিকারিদের দণ্ডের বিধান হয়েছে। আইনে, পাখি নিধনের সর্বোচ্চ শাস্তি হয়েছে এক বছর জেল, এক লাখ টাকা দণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান। কেউ যদি বার বার পাখি শিকার করেন তাহলে অপরাধীর দুই বছরের জেল, দুই লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এই আইনের কোনো প্রয়োগ হচ্ছে না। আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে গত দেড় দশকে চলনবিলে শীত মৌসুমে পাখি শিকারিদের হাতের মুঠোয় চলে যাচ্ছে পাখির জীবন। এ জন্য আইনি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি জনসচেতনতা জরুরি। কেউ যেন পাখি শিকার এবং পাখি হাট-বাজারে বিক্রি করতে না পারে, এ জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

শিকারির বিষটোপ, জাল, ফাঁদ পাখির জীবন ও নিরাপত্তাকে বিষিয়ে তুলছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাখির আগমনের হার কমেছে বটে। তারপরও সংখ্যায় বেশি না হলেও পাখির আগমনের ব্যত্যয় ঘটেনি এ বছরও। সেই সঙ্গে বিলে আসতে না আসতেই দেশীয় ও অতিথি পাখি নির্মম লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে। চলছে নির্বিচারে নিধনযজ্ঞ

হজ ব্যবস্থাপনায় জটিলতা
সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নিন

২০২৫ সালের হজ ব্যবস্থাপনায় জটিলতা দেখা গেছে। হজ এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (হাব) জানায়, ইতোমধ্যে কোটা সংকট পুরো হজ ব্যবস্থাপনাকে সংকটে ফেলেছে। গত বছর এজেন্সিপ্রতি ২৫০ জনের কোটা ছিল, যা এ বছর ৫০০ করা হয়। সৌদি সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশনায় এটি এক হাজারে উন্নীত করা হয়েছে। তবে হজ নিবন্ধনে সাড়া না মেলায় এ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন এজেন্সি ও হজযাত্রীদের জন্য গুরুতর সংকট তৈরি করবে। এ সময় তারা অনলাইনে হজের নিবন্ধনের সময়সীমা ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চালু রাখারও দাবি জানান। এদিকে সরকার বলছে, সেবাদানকারী কোম্পানি নির্বাচন, তাঁবুর এলাকা সংরক্ষণ, মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়া, ক্যাটারিং কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির সময়সীমা আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে যাবে, অথচ হজ এজেন্সিগুলো এখনো চুক্তিই শুরু করতে পারেনি। এর মধ্যে সরকার হজ এজেন্সির কোটা নিয়ে বারবার সৌদি সরকারের কাছে অনুরোধ করার কারণে বিরক্তিও প্রকাশ করেছে তারা। উল্লেখ্য, গেল বছর সৌদি আরব হজের পূর্ব কোটা পূরণ না হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে যাওয়া হজযাত্রীদের জন্য ইমিগ্রেশনের কাজ অনেক সহজ করে দেয়। হজযাত্রীদের জন্য কষ্ট লাঘবের এত উদ্যোগ সত্ত্বেও সরকারি ও বেসরকারিভাবে হজের নিবন্ধনে এ বছর আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সৌদি সরকার তাদের নীতিমালা অনুযায়ী হজ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আমাদের দেশের সরকারও রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধিবিধান অনুযায়ী হজ কার্যক্রম পরিচালনার পদক্ষেপ নেয়। সেক্ষেত্রে সৌদি সরকারের কোনো পদক্ষেপ যদি আমাদের আইন-কানুনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে তা সমাধান করা সরকারেরই দায়িত্ব। ভুলে গেলে চলবে না, প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানের সারা জীবনের লালিত স্বপ্ন হজ, একবারের জন্য হলেও হজ পালন করা। তারা এ মহান কাজটির জন্য বিভিন্ন এজেন্সি মালিক এবং সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের সহযোগিতার ওপর নির্ভর করেন। কাজেই তারা যেন হজ সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারেন, সেজন্য এজেন্সিসহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের আন্তরিক সহযোগিতা জরুরি। আমরা আশা করি, সরকার এ সমস্যা নিরসনে ফলপ্রসূ উদ্যোগ নেবে।

ফসল রক্ষা বাঁধে অনিয়ম কাম্য নয়

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারে ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম এবং দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্টদের অবহেলা আবারও দেশের কৃষকদের বিপন্ন অবস্থার চিত্র স্পষ্ট করেছে। খাসিয়ামারা নদীর বাম তীরে বালি দিয়ে বাঁধ নির্মাণ, স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, এবং পিআইসি সংশ্লিষ্টদের স্বেচ্ছাচারিতার ঘটনাগুলো প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কৃষকরা জানান, বাঁধ নির্মাণের শুরুতেই নীতিমালা অমান্য করে ধুলোমিশ্রিত বালিতে বাঁধ তৈরি করা হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগের পর কাজ বন্ধ করা হলেও পরবর্তীতে সেই বালির উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে আবার কাজ শুরু হয়। স্থানীয় কৃষকরা আশঙ্কা করছেন, বর্ষার সময় পাহাড়ি ঢলে এই অস্থায়ী ও দুর্বল বাঁধ কোনোভাবেই ফসল রক্ষা করতে পারবে না। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)-এর দায়িত্বশীলরা কীভাবে এই স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। পাউবোর (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড) ইঞ্জিনিয়ারদের দায়িত্ব ছিল এই প্রকল্পের গুণগত মান নিশ্চিত করা। তারা বালির বাঁধের কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেও পিআইসি সংশ্লিষ্টরা সেই নির্দেশ অমান্য করে নিজেদের ইচ্ছেমতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। উপরন্তু, যেসব ব্যক্তিরা পিআইসির দায়িত্ব পেয়েছেন, তাদের অনেকেরই ফসল রক্ষা বাঁধসংলগ্ন কোনো জমি নেই। এ থেকেই বোঝা যায়, প্রকল্প বাস্তবায়নের পুরো প্রক্রিয়া কতটা স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মে আচ্ছন্ন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, পিআইসির অন্তরালে থাকা প্রভাবশালী একটি সিন্ডিকেট পুরো প্রকল্পটি নিয়ন্ত্রণ করছে। ৮ লাখ ২২ হাজার টাকা বরাদ্দকৃত এই প্রকল্পে দায়সারা কাজ করে ফসল রক্ষা বাঁধের কার্যকারিতা নষ্ট করা হচ্ছে। ফলে শুধু অর্থ অপচয়ই হচ্ছে না, বরং কৃষকদের জীবন ও জীবিকার ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেছেন, বালির বাঁধ নির্মাণ অব্যাহত থাকলে পিআইসি বাতিল করা হবে, একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে এ ধরনের হুঁশিয়ারি শুধু মুখে নয়, তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্যকর করতে হবে। পিআইসি বাতিল করে প্রকল্পটি নতুনভাবে নীতিমালানুযায়ী বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি পাউবোর ইঞ্জিনিয়ারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের কৃষকদের জীবনযাত্রা ও ফসলের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। কিন্তু সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারের এই প্রকল্পের ঘটনাগুলো দেখায়, কীভাবে সঠিক তদারকির অভাবে একটি মহৎ উদ্যোগ দুর্নীতিগ্রস্ত ও অকার্যকর হয়ে উঠতে পারে। প্রশাসনের উচিত এ ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কৃষকের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব, তা পালন করা শুধু প্রশাসনের নয়, বরং পুরো সমাজের নৈতিক দায়িত্ব।

সীমান্তে নির্ভীক প্রহরা, দেশের নতুন ভোর

রাজু আহমেদ

চোখে চোখ রেখে ন্যায্য কথা বলতে পারা এবং অধিকার আদায় করার যে মনোবল সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরীদের চোখে দেখছি তা অন্য এক অনন্য বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখায়। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের এক ইঞ্চি ভূমিও কেউ অন্যায়ভাবে দখল করতে পারবে না কিংবা বেদখল থাকবে না- সেজন্য সীমান্তের সব মানুষ দেশকে পাহারায় সজাগ থাকায় আমাদেরকে নতুন ভোরের স্বপ্ন বুনতে প্রেরণা দিচ্ছে। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে উঠে এবং সকল বিভেদ ভুলে গিয়ে দেশের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে সবার একাট্টা হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত আমাদের নির্ভয়তা শিখাচ্ছে। এককালের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির বেড়াজাল ছিন্ন করে বাংলাদেশ ন্যায্যতা ও সমতার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান চাইছে। সাহসের সাথে চোখে চোখ বলছে অধিকারের কথা। ফিরে পেতে চাইছে লুণ্ঠিত স্বাধীনতা। নির্ভয় শ্যেনদৃষ্টিতে সীমান্তে বিজিবির জওয়ানরা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের পেছনে প্রেরণা দিচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশের জনগণ- নারী, পুরুষ এবং শিশুরাও। দেশপ্রেমের এমন অজেয় নজির গতবছরের শীতেও সীমান্তে দেখা যায়নি। দেশপ্রেমিক নাবিকের বুকে এ যেন এক নতুন উষ্ণায়ন। চোখে চোখে নয় বরং চোখে চোখ রেখে ন্যায্য দাবি আদায়ের যে শক্তি দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতার বুকে তা শত্রুপক্ষকে পিছু হটিয়ে দখলদারিত্বের শৃঙ্খল ভাঙতে টনিকের ভূমিকা নেবে। কণ্ঠস্বর দরাজ করে গাইতে ইচ্ছা করছে, 'একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার, সারা বিশ্বের বিস্ময় তুমি আমার অহংকার।' ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী তথা বিএসএফ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিকদের সাথে কখনোই বন্ধুসুলভ আচরণ করেনি। বিএসএফের গুলিতে ফেলানী হত্যার দগদগে ক্ষত আমাদের বুক থেকে এখনো শুকায়নি। মস্তিষ্ক থেকে শোকের মাতম এখনো হারায়নি। ভারতের সাথে বাংলাদেশ ভিন্ন অন্যান্য যে সকল দেশের সীমান্ত সংযোগ আছে সে সকল দেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হত্যার সংখ্যা শূন্যের কাছাকাছি। এমনকি কোথাও কোথাও ফাঁকা আওয়াজ করতেও ভয় পায়! অথচ গত ১৫ বছরে বিএসএফের গুলিতে ভারত বাংলাদেশের ছয় শতাধিক মানুষকে সীমান্তে হত্যা করেছে। বিগত দেড় দশকে বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর! বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী তিপ্পান্ন বছরে এমন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অন্য সময়ের কখনোই ছিল না। দহরম মহরমের এমন নজির অতীতে কেউ কখনোই দেখেনি। তবুও সীমান্তে বাংলাদেশের মানুষকে পাখির মত গুলি করে মেরে সেই বন্ধুত্বের সম্পর্কের সাথে রঙ্গরসিকতা উদ্যাপন ও উপভোগ করা হয়েছে! দু'দেশের তরফেই মুখস্থ বয়ান হিসেবে নিহতদেরকে চোরাকারবারি, গরু পাচারকারী কিংবা নেশাজাত দ্রব্য বহনকারী হিসেবে তকমা দেওয়া হয়েছে! গুলিতে প্রাণ হারানো নিরীহ মানুষ, কৃষক কিংবা শ্রমিককে মিথ্যা অপবাদের দায় মাথায় নিয়ে কবরে শুইতে হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের তরফ থেকে ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী কর্তৃক হত্যাকাণ্ডকে জায়েজ করার জন্য সফল প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে! বানানো বয়ান পাঠানো হয়েছে পত্রিকায়। বন্ধুত্বের খোলসে যাতে দাগ না লাগে সেজন্য উপহার দেওয়া হয়েছে মাসুম মানুষের জীবন! ভারত তাদের স্বার্থে বাংলাদেশের সাথে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের রঙ্গলীলায় মেতে উঠেছিল। অতীতে তারা যা চেয়েছে তা উচ্চারণ করতে দেরি হয়েছে কিন্তু বুঝে পেতে দেরি হয়নি। তারা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারে অনুমতি চেয়ে পেয়েছে, স্থলপথ ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছে, রেল ট্রানজিট পেয়েছে। আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি চেয়েও তাদেরকে নিরাশ হতে হয়নি। বুয়েটের আবরার ফাহাদের জীবন কেবল ভারতের আধিপত্যকামীতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণেই নৃশংসভাবে উৎসর্গ করতে হয়েছে। ভারতের সাথে বাংলাদেশ এমন অনেক চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের কোন লাভ তো হয়ইনি বরং সার্বভৌমত্ব ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে। কোন কোন সরকার ভারতের মদদে ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশকে অলিখিতভাবে সিকিমের পরিণতিতে ঠেলে দিচ্ছিল। কেবল ক্ষমতার জন্য লেন্দুপ দর্জির ভূমিকা বরণ করতে তাদের বিবেকে দেশপ্রেম দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়নি। অথচ জনতাকে বোকা বানাতে তাদের বক্তৃতার দেশপ্রেমে অভিনেতার ডায়ালগ ছিল। বাস্তবতা ছিল চরমভাবে ভিন্নতর। নয়তো তিস্তার পানি বাংলাদেশের কাছে অধরা থাকার কথা নয়। পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই ফারাক্কা বাঁধ খুলে দিয়ে বাংলাদেশের ফসল নষ্ট করা, জনপদ তলিয়ে দেওয়া কিংবা মানুষ ও পশুপাখির জীবন বিপন্ন করা- এসব ক্ষতিপূরণ ছাড়া যেতে পারে না। ভারত কর্তৃক পরিচালিত এসব অনাচারের বিরুদ্ধে মতামত দেওয়ার স্বাধীনতাও স্বাধীন বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে রেখেছিল। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা প্রশ্নে জীবনবাজি ধরে সংগ্রাম করতে হবে। দশকের পর দশক বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তারা যে আগ্রাসী মনোভাব চালিয়েছে সেটা যে অন্যায়- তা ভারতকে বোঝাতে হবে। সব বদলানো যায় কিন্তু প্রতিবেশী পাল্টানো যায় না। চব্বিশের জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার যে গণ-অভ্যুত্থানের সফল প্রয়োগ হয়েছে তা মানুষের মধ্যে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন জুগিয়েছে। ভারতীয় সাধারণ নাগরিকদের সাথে বাংলাদেশের সাধারণ জনতার বিন্দুমাত্র শত্রুতা নাই। আমাদের মধ্যে ভারত বিরোধিতা নাই বরং ভারতের বর্তমান উগ্রপন্থি সরকারের বাংলাদেশ বিষয়ক নীতির বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ় অবস্থান। বৃহত্তর প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের সাথে সুসম্পর্ক আমাদের আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল কিন্তু সেই সম্পর্ক নির্মিত হতে হবে সমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে। সীমান্ত হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে। বাংলাদেশের অধিকারের ইস্যুগুলো ন্যায্যতার ভিত্তিতে সুরাহা করতে হবে। ভারত বাংলাদেশের নৌ, স্থল ও আকাশসীমা ব্যবহার করতে পারবে তবে সেটা বিশ্বস্ততার সাথে; কোন ধরনের মেনস রিয়া নিয়ে নয়। ভারতে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের বৃহৎ লাভজনক বাজার সমগ্র বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষকে কোন ধরনের হয়রানির উদ্দেশ্যে কিংবা ভোগান্তিতে ফেলতে আগাম ঘোষণা ছাড়া হঠাৎ পণ্য রফতানি বন্ধ করা যাবে না। এ বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি থাকা জরুরি। তিস্তাসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক কিংবা দু'দেশীয় মালিকানাধীন নদীর পানিতে বাংলাদেশের প্রাপ্য হিস্যা বুঝিয়ে দিতে হবে। কোনোক্রমেই কোন বাঁধ খুলে দিয়ে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলে কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি করে মানুষকে ভোগান্তির মধ্যে ফেলা যাবে না। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশ থেকে যা দাবি করেছে, কোন প্রকারের বাঁধা কিংবা প্রশ্নহীনভাবে তাই পেয়েছে। কিন্তু এখন তো ভিন্ন বাংলাদেশে। যে দেশের সরকার আদেশ করেছে, সীমান্তে সীমান্তরক্ষী বাহিনী আর পিঠ নয় বরং বুক দেখাবে! বাংলাদেশ জুড়ে ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান ও ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক বাংলাদেশের চেয়ে ভারতকে কম বেকায়দায় ফেলেনি কিংবা ফেলবে না। ভারতীয় ট্যুরিজমে এবং চিকিৎসাখাতে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশি ভারত ভ্রমণ করতো। হোটেল-মোটেল, যানবাহন কিংবা বিপণীবিতানসহ নানা খাতে বাংলাদেশি সফরকারীদের উপস্থিতি ভারতীয় ব্যবসায়ী কিংবা জীবিকা অন্বেষণকারীদের জন্য প্রাণ-প্রবাহতুল্য রসদ যোগাত। সম্পর্কের অবনতিতে বাংলাদেশের লাগোয়া ভারতের কয়েকটি রাজ্যে হাহাকার তৈরি হয়েছে। ভারতীয় কতিপয় গুজব প্রচারকারী গণমাধ্যমে ইতরামিতে ভারতীয় কৃষকেরা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদী হয়েছে। কেননা পিঁয়াজ-আলু কিংবা কাঁচামরিচের মত পচনশীল দ্রব্যের বাজার হিসেবে বাংলাদেশের মত লাভজনক বাজার দ্বিতীয়টি ভারতের নাগালে নাই। ভারত বাংলাদেশে গরু দেবে না এমন ঘোষণার পরেই বাংলাদেশের খামারিরা গবাদিপশু পালনে বিপ্লব ঘটিয়েছে- নিশ্চয়ই মনে আছে! ভারত যদি বাংলাদেশের সাথে শত্রুতার ঘনত্ব বৃদ্ধি করে তাতে বাংলাদেশের চেয়ে কম ক্ষতি তাদের কপালে ঘটবে না! ভারতের তুলনায় আকার-আকৃতি, অর্থনৈতিক গুরুত্বে বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র হতে পারে কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার তাবিজ! অন্যদিকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের শত্রুতা মানেই বাংলাদেশের সাথে চীন-পাকিস্তানের বন্ধুত্বের বন্ধন শক্তিশালী হওয়া। তখন নিশ্চয়ই স্বস্তি ও নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশও বিশ্বস্ত বন্ধুত্ব তালাশ করবে! স্বভাবে ভারতের চেয়ে খারাপ প্রতিবেশী সামলেও বিশ্বের বহুদেশ সম্মানের সাথে টিকে আছে!

লেখক : রাজু আহমেদ; প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

আমাদের মধ্যে ভারত বিরোধিতা নাই বরং ভারতের বর্তমান উগ্রপন্থি সরকারের বাংলাদেশ বিষয়ক নীতির বিরুদ্ধে আমাদের দৃঢ় অবস্থান। বৃহত্তর প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের সাথে সুসম্পর্ক আমাদের আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল কিন্তু সেই সম্পর্ক নির্মিত হতে হবে সমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে। সীমান্ত হত্যা শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে। বাংলাদেশের অধিকারের ইস্যুগুলো ন্যায্যতার ভিত্তিতে সুরাহা করতে হবে। ভারত বাংলাদেশের নৌ, স্থল ও আকাশসীমা ব্যবহার করতে পারবে তবে সেটা বিশ্বস্ততার সাথে; কোন ধরনের মেনস রিয়া নিয়ে নয়। ভারতে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের বৃহৎ লাভজনক বাজার সমগ্র বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষকে কোন ধরনের হয়রানির উদ্দেশ্যে কিংবা ভোগান্তিতে ফেলতে আগাম ঘোষণা ছাড়া হঠাৎ পণ্য রফতানি বন্ধ করা যাবে না। এ বিষয়ক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি থাকা জরুরি। তিস্তাসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক কিংবা দু'দেশীয় মালিকানাধীন নদীর পানিতে বাংলাদেশের প্রাপ্য হিস্যা বুঝিয়ে দিতে হবে। কোনোক্রমেই কোন বাঁধ খুলে দিয়ে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলে কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি করে মানুষকে ভোগান্তির মধ্যে ফেলা যাবে না। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশ থেকে যা দাবি করেছে, কোন প্রকারের বাঁধা কিংবা প্রশ্নহীনভাবে তাই পেয়েছে। কিন্তু এখন তো ভিন্ন বাংলাদেশে। যে দেশের সরকার আদেশ করেছে, সীমান্তে সীমান্তরক্ষী বাহিনী আর পিঠ নয় বরং বুক দেখাবে! বাংলাদেশ জুড়ে ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান ও ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক বাংলাদেশের চেয়ে ভারতকে কম বেকায়দায় ফেলেনি কিংবা ফেলবে না। ভারতীয় ট্যুরিজমে এবং চিকিৎসাখাতে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশি ভারত ভ্রমণ করতো। হোটেল-মোটেল, যানবাহন কিংবা বিপণীবিতানসহ নানা খাতে বাংলাদেশি সফরকারীদের উপস্থিতি ভারতীয় ব্যবসায়ী কিংবা জীবিকা অন্বেষণকারীদের জন্য প্রাণ-প্রবাহতুল্য রসদ যোগাত। সম্পর্কের অবনতিতে বাংলাদেশের লাগোয়া ভারতের কয়েকটি রাজ্যে হাহাকার তৈরি হয়েছে। ভারতীয় কতিপয় গুজব প্রচারকারী গণমাধ্যমে ইতরামিতে ভারতীয় কৃষকেরা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদী হয়েছে। কেননা পিঁয়াজ-আলু কিংবা কাঁচামরিচের মত পচনশীল দ্রব্যের বাজার হিসেবে বাংলাদেশের মত লাভজনক বাজার দ্বিতীয়টি ভারতের নাগালে নাই। ভারত বাংলাদেশে গরু দেবে না এমন ঘোষণার পরেই বাংলাদেশের খামারিরা গবাদিপশু পালনে বিপ্লব ঘটিয়েছে- নিশ্চয়ই মনে আছে! ভারত যদি বাংলাদেশের সাথে শত্রুতার ঘনত্ব বৃদ্ধি করে তাতে বাংলাদেশের চেয়ে কম ক্ষতি তাদের কপালে ঘটবে না! ভারতের তুলনায় আকার-আকৃতি, অর্থনৈতিক গুরুত্বে বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র হতে পারে কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার তাবিজ! অন্যদিকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের শত্রুতা মানেই বাংলাদেশের সাথে চীন-পাকিস্তানের বন্ধুত্বের বন্ধন শক্তিশালী হওয়া

কোথায় নাই কোটা?

মনিরুজ্জামান মনির

বাংলাদেশে কোন না কোন ইস্যুতে সরকারের পতন ঘটে; এবারও দেশে যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলো– তার পেছনে শুরুতে ছিল সরকারি চাকরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধার নাতি-পুতির 'কোটা' বাতিলের আন্দোলন। যদিও দেশের অধিকাংশ জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে কোটাবিরোধী আন্দোলন ছিল লোক দেখানো। আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচার সরকারের পতন। এই কোটাবিরোধী আন্দোলন প্রতাপশালী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মসনদ তছনছ করে ফেলল। প্রাণ বাঁচাতে তিনি আশ্রয় নিলেন ভারতে। এতদিন তার তেমন সমালোচনাও করা যায়নি। তবে তার নামের আগে একটা বিশেষণ যোগ হয়েছে 'ফ্যাসিস্ট' বা 'স্বৈরাচার'। দেশের ছাত্র সমাজের আড়ালে আওয়ামী লীগবিরোধী সব রাজনৈতিক শক্তি কৌশলে তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই স্বৈরাচার উপাধি দেয়। এর পেছনের গল্পটাও অবশ্য সবার জানা। তবে লেখার স্বার্থেই সেটা আবার সামনে আনতে চাই। সংবাদ সম্মেলনে কোটা আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন একজন সাংবাদিক। এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তেলে–বেগুনে জ্বলে ওঠেন শেখ হাসিনা। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন– মুক্তিযোদ্ধার নাতি–পুতিরা (চাকরি) পাবে না তো, রাজাকারের নাতি–পুতিরা পাবে? তার এ বক্তব্যে চরম ক্ষুব্ধ হন আন্দোলনরতরা। তারা রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন। তারা স্লোগান দেন- 'তুমি কে, আমি কে/ রাজাকার, রাজাকার/ কে বলেছে, কে বলেছে/ স্বৈরাচার, স্বৈরাচার।' অবস্থা বেগতিক দেখে নমনীয় হন শেখ হাসিনা। তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন। আদালত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নিয়োগে ৫৬ শতাংশ কোটা বাতিল করে মাত্র ৭ শতাংশ রেখেছিলেন। যদিও শিক্ষার্থীরা ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষণের পক্ষে ছিলেন; কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আন্দোলনের বারুদ জ্বলতে শুরু করেছে পুরোদমে। এরই মধ্যে পুলিশের গুলিতে রংপুরে মারা যান আবু সাঈদ নামে এক শিক্ষার্থী। আন্দোলন আরও বেগবান হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীও মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রায় সারাদেশেই আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। প্রায় হাজারখানেক তাজা প্রাণ ঝরে যায়। আহত ও পঙ্গু হয় বিপুল মানুষ। আন্দোলন চলাকালীন সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের এবং সরকারের নির্দেশে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বহু সরকারি কর্মচারীর তাজা প্রাণ ঝরে যায়। অবশেষে গদি ছেড়ে চলে যান শেখ হাসিনা। সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির নিয়োগে কোটা সুবিধা নিয়ে কখনই কোন প্রকার আন্দোলন সংগ্রাম হয়নি। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান নাতি-পুতিরা মামলা করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নিয়োগে কোটা চেয়ে মামলা করে রায় পেয়েছে। সেই রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রামের কারণে সরকার ৭% কোটা রেখে একটি পরিপত্র জারি করে; কিন্তু যে সব অধিদপ্তর পরিদপ্তরের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তানদের বিশেষ কোটা রয়েছে সেগুলো কোন পরিপত্র দ্বারা বাতিলের কোন সুযোগ নাই এবং সরকারের বিশেষায়িত কারিগরি প্রতিষ্ঠানসহ এমন কিছু বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন- সেনাবাহিনী, পুলিশ, বর্ডার গার্ড, ফায়ার সার্ভিস, নৌ বাহিনী, রেলওয়েসহ সব সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্মরত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তানের নিয়োগে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তির জন্য বিশেষ কোটা সুবিধা দীর্ঘদিনের। কর্মচারীরা যে সামান্য বেতন পায় তা দিয়ে তাদের সন্তানদের ভালো কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করানো প্রায় অসম্ভব। সেই কারণে সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে কর্মচারীর সন্তানদের কোটা সুবিধা দিয়ে পরিবারকে স্বাবলম্বী করে আসছে; কিন্তু নিয়োগ দুর্নীতিবাজ প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সিন্ডিকেট নিয়োগ বাণিজ্য করতেই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তানদের কোটার দিকে কালো বিড়াল চক্রের মতো থাবা বসিয়েছ। কোটাবিরোধী আন্দোলন করে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এবং পিএসসির নিয়োগ বাণিজ্য কোটার অবসান কি করতে পেরেছেন; বিষয়টি তেমন নয়। এখনও তাদের কোটা বহাল আছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল; বর্তমান সরকার এবং আন্তর্জাতিক পরিম-লে কোটা আছে এবং থাকবে। প্রতাপশালীদের এই কোটা কখনোই বাতিল হবে না আর কেউ তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করতেও সাহস পাবে না। উদাহরণ হিসেবে জনপ্রশাসনের কথাই বলি। সেখানে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। এর পেছনে রয়েছে সংস্কার কমিশন প্রধান মুয়ীদ চৌধুরীর একটি বক্তব্য। তিনি বলেছেন, উপসচিব পদে প্রশাসন ক্যাডারের পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৭৫% কোটা থেকে কমিয়ে ৫০% প্রশাসন এবং অন্যদের ২৫% থেকে বৃদ্ধি করে ৫০% কোটা নির্ধারণ করতে চান। তাদের এই বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা আন্দোলন শুরু করেছেন। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা মাঠের বাস্তবতা, অর্জিত জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারক ও রাজনীতিকদের সহায়তা করতে পারেন। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা মাঠপ্রশাসনের সামগ্রিক কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী জায়গা সচিবালয়ে আসেন। স্বাভাবিক কারণেই তাদের উপ–সচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৭৫% কোটা যৌক্তিক। তাছাড়া কোটাবিরোধী আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে গঠিত বর্তমান যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রয়েছেন; সেখানে কী কোটা নেই? অবশ্যই আছে। কেননা কোটাবিরোধী আন্দোলন থেকে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক নিপীড়ন নির্যাতন আর স্বৈরশাসনের কারণে অতিষ্ঠ জনগণের আবেগকে পুঁজি করে সরকার পতনের প্রকাশ্য নেতৃত্বে থাকা ছাত্র নেতাদের থেকে ছাত্র কোটায় তিনজন উপদেষ্টা রয়েছেন (ছাত্র)। তারা হলেন– নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও মাহফুজ। তারা কোটাবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাদের উপদেষ্টা করা হয়েছে। আবার ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন এনজিও কর্মকর্তাকেও উপদেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিশেষ পত্রিকার লেখক কলামিস্টকেও উপদেষ্টা করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার সাথে সুসম্পর্ক ও আঞ্চলিকতার কারণেও অনেকে উপদেষ্টা পরিষদে স্থান পেয়েছেন। তারাও কিন্তু কোটারই অংশ। অন্যদিকে সরকারি সকল নিয়োগে সচিব, মন্ত্রী, এমপি, প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের স্লিপে মেধা তালিকার নামে টাকার কোটায় তাদের পছন্দের লোকজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকা এবং তাদের কোটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কোটা। এই কোটা বাতিলের ক্ষমতা কারো নাই। পিএসসির নিয়োগ দুর্নীতির মাধ্যমে মেধা তালিকার কোটা তো অদৃশ্য প্রভাবশালী কোটা এবং ভয়ংকর কোটা। আবার আসি রাজনীতিতে। ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি তখন দেশের বাইরে ছিলেন। তার অনুপস্থিতিতেই তাকে দলের কা-ারি করা হয়। ওই সময় কী তার চেয়ে যোগ্য বিচক্ষণ ও পোড় খাওয়া নেতা ছিলেন না? তোফায়েল আহমেদ, আমির হোসেন আমু, আব্দুর রাজ্জাক, মতিয়া চৌধুরী, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী কী শেখ হাসিনার চেয়ে কম যোগ্যতা সম্পন্ন? না। তাহলে? তাকে দলের সভাপতি করা হয় বঙ্গবন্ধুর মেয়ে হিসেবে, নেত্রী হিসেবে নয়। এটাকেও কোটাই ধরে নিতে হবে। এবার আসি বিএনপির কথায়। দলটির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান শহীদ হওয়ার পর এক পর্যায়ে চেয়ারপারসন হন তার স্ত্রী খালেদা জিয়া। মওদুদ আহমেদ, বদরুদ্দৌজা চৌধুরীর মতো বর্ষীয়ান নেতা থাকতে তাকে কেন চেয়ারপারসন করা হলো? এটাও কী কোটা নয়? এখানেই শেষ নয়; খালেদা জিয়া দ-িত হওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করা হলো তার ছেলে তারেক রহমানকে। এখানেও কী কোটা অনুসরণ করা হয়নি? হয়েছে। কারণ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের মতো পোড়খাওয়া রাজনীতিককে কিন্তু দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করা হয়নি। জাতীয় পার্টিরও একই অবস্থা। দলটির প্রতিষ্ঠাতা হুসেই মুহম্মদ এরশাদের মৃত্যুর পর দলের চেয়ারম্যান (প্রথমে ভারপ্রাপ্ত ও পরে নির্বাচিত) হন তার ভাই জিএম কাদের। সেখানে কিন্তু অনেক যোগ্য ও ত্যাগী নেতা ছিলেন। তারপরও তাদের কপালে চেয়ারম্যানের চেয়ার জোটেনি। এমনকি জেলা উপজেলা ইউনিয়ন পর্যায়েও রাজনৈতিক দলের পারিবারিক এবং টাকার কোটায় নমিনেশন এবং নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। এবার দেশের বাইরে নজর দিতে চাই। ভারতের অন্যতম প্রতাপশালী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। তার দলের নাম কংগ্রেস। তিনি আততায়ীর গুলিতে মারা যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী হন তার ছেলে রাজীব গান্ধী; তখন তিনি টগবগে এক যুব। একই সঙ্গে তিনি দলেরও প্রধান হন। অথচ তখনও দলটিতে অনেক প্রবীণ নেতা ছিলেন। সেই রাজীব গান্ধীও আততায়ীর হাতে নিহত হন। পরে দলের প্রধান হন তার স্ত্রী সোনিয়া গান্ধী। কংগ্রেস বিজয়ী হলেও তিনি প্রধানমন্ত্রী হননি। কারণ তিনি বিদেশি (তার জন্ম ইতালিতে) বলে সমালোচনা হতে থাকে। এখনও দলের প্রধান তিনি এবং তার ছেলে রাহুল গান্ধী পার্লামেন্টের বিরোধীদলীয় নেতা। বিজেপির প্রভাবশালী নেতা অমিত শাহের ছেলে জয় শাহ যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বিসিসিআই প্রধান হয়েছেন। এমনকি সম্প্রতি তিনি আইসিসি প্রধানও হয়েছেন। এটাকেও কোটাই ধরে নিতে পারেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) প্রধান ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার মেয়ে বেনজীর ভুট্টো রাজনীতিতে নাম লেখান। তিনিও প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। আততায়ীর হাতে তিনিও নিহত হন। পরে তার স্বামী আসিফ আলী জারদারি দেশটির প্রেসিডেন্ট এবং তার ছেলে বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি এখন পিপিপি প্রধান। এটাকেও কোটা'ই বলা চলে। দেশটির আরেক সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের মেয়ে মরিয়ম নওয়াজ এখন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। নওয়াজের ভাই শাহবাজ শরীফ এখন প্রধানমন্ত্রী। এটাকেও কোটাই বলা চলে। কারণ দলটির অনেক যোগ্য নেতা থাকা সত্ত্বেও তারা প্রধানমন্ত্রী বা দলের প্রধান হতে পারেননি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রাজনীতির একই অবস্থা। সুতরাং চাইলেই কোটা থেকে বের হওয়া যাবে না এবং নিয়োগ দুর্নীতির মাধ্যমে মেধাতালিকা নির্বাচিতের কোটাও বন্ধ হবে না। সুষ্ঠু রেল পরিচালনায় বাংলাদেশ রেলওয়েসহ সকল বিশেষায়িত কারিগরি প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে পোষ্য কোটা সংরক্ষণ করতেই হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীর সন্তানদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে কোটার প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার বহাল রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে মত কারিগরি পরিবহন সংস্থায় নিয়োগ দিতে হবে নিয়োগ পাওয়ার পূর্বেই অর্ধেক প্রশিক্ষিত পোষ্যদের মধ্য থেকে। কারণ রেলওয়ে একটি বিশেষায়িত কারিগরি পরিবহন সংস্থা। রেলওয়ের দৈনন্দিন মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও অপারেশন, সিগন্যাল ব্যবস্থা ও রেলপথ সচল রাখা, কোচের মেকানিক্যাল ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ, ট্রেন পরিচালনা অপারেশন বিভাগসহ সকল বিভাগের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন জনবল প্রয়োজন। বর্তমানে রেলওয়েতে দক্ষ জনবলের অভাবে রেলওয়ে সুষ্ঠু পরিচালনা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। মেধা বাণিজ্যের মাধ্যমে চাকরি পাওয়ার পূর্বেই অর্ধেক প্রশিক্ষিত রেলওয়ে শ্রমিক–কর্মচারীর সন্তানদের সুকৌশলে তাদের চাকরি পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সরকারি সব প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগে পিএসসি মেধাবী নিয়োগের নামে যে নিয়োগ বাণিজ্যের কোটা দীর্ঘদিন থেকে বহাল রেখেছে সেই কোটা কি কখনও বন্ধ হবে? বাস্তবতা হচ্ছে তা কখনই বন্ধ হবে না। কোটা সুবিধা বাতিলের পূর্বে প্রতাপশালীদের কোটা বাতিল করতে হবে। মেধা না কোটা? মেধা, মেধা- এই স্লোগানটা হচ্ছে মূলত অসাধু নিয়োগ দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক ও কর্মকর্তাদের নিয়োগ বাণিজ্যের স্লোগান। সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ও সন্তানদের প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের চলমান আন্দোলন সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক দলের পারিবারিক কোটা প্রাপ্ত সুবিধা গ্রহণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হতে হবে।

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি]

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রাজনীতির একই অবস্থা। সুতরাং চাইলেই কোটা থেকে বের হওয়া যাবে না এবং নিয়োগ দুর্নীতির মাধ্যমে মেধাতালিকা নির্বাচিতের কোটাও বন্ধ হবে না। সুষ্ঠু রেল পরিচালনায় বাংলাদেশ রেলওয়েসহ সকল বিশেষায়িত কারিগরি প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে পোষ্য কোটা সংরক্ষণ করতেই হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীর সন্তানদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে কোটার প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার বহাল রাখতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে মত কারিগরি পরিবহন সংস্থায় নিয়োগ দিতে হবে নিয়োগ পাওয়ার পূর্বেই অর্ধেক প্রশিক্ষিত পোষ্যদের মধ্য থেকে। কারণ রেলওয়ে একটি বিশেষায়িত কারিগরি পরিবহন সংস্থা। রেলওয়ের দৈনন্দিন মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও অপারেশন, সিগন্যাল ব্যবস্থা ও রেলপথ সচল রাখা, কোচের মেকানিক্যাল ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ, ট্রেন পরিচালনা অপারেশন বিভাগসহ সকল বিভাগের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন জনবল প্রয়োজন। বর্তমানে রেলওয়েতে দক্ষ জনবলের অভাবে রেলওয়ে সুষ্ঠু পরিচালনা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। মেধা বাণিজ্যের মাধ্যমে চাকরি পাওয়ার পূর্বেই অর্ধেক প্রশিক্ষিত রেলওয়ে শ্রমিক–কর্মচারীর সন্তানদের সুকৌশলে তাদের চাকরি পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সরকারি সব প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগে পিএসসি মেধাবী নিয়োগের নামে যে নিয়োগ বাণিজ্যের কোটা দীর্ঘদিন থেকে বহাল রেখেছে সেই কোটা কি কখনও বন্ধ হবে? বাস্তবতা হচ্ছে তা কখনই বন্ধ হবে না। কোটা সুবিধা বাতিলের পূর্বে প্রতাপশালীদের কোটা বাতিল করতে হবে। মেধা না কোটা? মেধা, মেধা- এই স্লোগানটা হচ্ছে মূলত অসাধু নিয়োগ দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক ও কর্মকর্তাদের নিয়োগ বাণিজ্যের স্লোগান। সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ও সন্তানদের প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের চলমান আন্দোলন সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক দলের পারিবারিক কোটা প্রাপ্ত সুবিধা গ্রহণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হতে হবে

টানা তৃতীয় বছরের মতো চীনের জনসংখ্যা হ্রাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ২০২৪ সালে টানা তৃতীয় বছরের মতো চীনের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পর এই পতন অব্যাহত রয়েছে। দেশটি দ্রুত বয়স্ক জনগোষ্ঠী ও ক্রমাগত নিম্ন জন্মহার নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। খবর এএফপির। গত শুক্রবার চীনা সরকার এসব তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, একসময় বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হিসেবে পরিচিত চীন ২০২৩ সালে ভারতের পেছন পড়ে যায়। জন্মহার বাড়াতে বেইজিং ভর্তুকি এবং প্রজনন সহায়ক প্রচারণা চালাচ্ছে। ২০২৪ সালের শেষে চীনের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪০ কোটি ৮০ লাখ। যা এক বছর আগেও ছিল ১৪১ কোটি। তবে জনসংখ্যা হ্রাসের গতি গত বছরের তুলনায় এ বছর কিছুটা কম। ২০২৩ সালে জনসংখ্যা হ্রাসের হার ২০২২ সালের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি ছিল। ১৯৮০-এর দশকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ‘এক সন্তান নীতি’ চালু করেছিল। তবে ২০১৬ সালে তা বাতিল করে। ২০২১ সালে এসে দম্পতিদের তিন সন্তান নেওয়ার অনুমতি দেয়। তবে এই নীতি এখনও জনসংখ্যা হ্রাস ঠেকাতে পারেনি। উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয়, নারীদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ এবং উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মহার হ্রাসের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জনসংখ্যা হ্রাসের এ প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। অর্থনৈতিক মন্দা এবং নারীদের শ্রমবাজারে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে এই প্রবণতা চলবে। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারির সময় সন্তানধারণ স্থগিত করা নারীদের কারণে জন্মহার সামান্য বেড়েছে।

তবে সামগ্রিকভাবে, জনসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা অপরিবর্তিত থাকবে। সরকার সেপ্টেম্বরে জানায়, তারা ধীরে ধীরে অবসর গ্রহণের বয়স বাড়াবে। আগে এই বয়স ৬০ বছর ছিল, যা বিশ্বে অন্যতম সর্বনিম্ন। এই নতুন নিয়ম ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে। দ্রুত বয়স্ক জনসংখ্যা এবং জন্মহারের সংকট চীনের অর্থনীতি, পেনশন ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ বাড়াচ্ছে।

ইরানের সুপ্রিম কোর্টের সামনে বন্দুকধারীর গুলি, দুই বিচারক নিহত

আন্তজাতিক ডেস্ক : ইরানের রাজধানী তেহরানে সুপ্রিম কোর্টের সদর দপ্তরের কাছে এক বন্দুকধারীর গুলিতে অন্তত দুই বিচারক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও এক বিচারক আহত হয়েছেন। সূত্রের বরাত দিয়ে সরকারি বার্তা সংস্থা আইআরএনএ জানিয়েছে, গতকাল শনিবার সকালে তেহরানের ব্যস্ত স্কয়ারে এমন গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। ইরানের বিচার বিভাগের গণমাধ্যম কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের ৩৯ নম্বর শাখার প্রধান হোজ্জাতুলইসলাম আলী রাজিনি এবং ৫৩ নম্বর শাখার প্রধান হোজ্জাতোলেসলাম মোহাম্মদ মোকিসেহ রয়েছেন। পরে আততায়ী আত্মহত্যা করেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, গতকাল শনিবার সকালে সুপ্রিম কোর্টে একজন সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী জাতীয় নিরাপত্তা, গুপ্তচরবৃত্তি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাস থাকা দুই সাহসী বিচারককে পূর্বপরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে।

ভারতের আরজি করে চিকিৎসক ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের বহুল আলোচিত আরজি কর মামলার রায় ঘোষণা হয়েছে গতকাল শনিবার। ৫ মাস ৯ দিন পর আলোচিত ধর্ষণ-খুনের মামলায় রায় ঘোষণা হলো শিয়ালদহ আদালতে। পশ্চিমবঙ্গের আরজি কর মেডিকেল কলেজে কর্তব্যরত চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় গ্রেপ্তার সঞ্জয় রায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। তার সাজা ঘোষণা করা হবে আগামী সোমবার। গত বছর অগাস্টে কলকাতায় এই চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা পুরো ভারতকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। ঘটনার বিচার চেয়ে চিকিৎসকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ বেশ কয়েক মাস উত্তাল ছিল। রায় ঘোষণা করেন বিচারক অনির্বাণ দাস। তিনি সঞ্জয় ঘোষের উদ্দেশে বলেন, ‘সিবিআই এবং সাক্ষীদের বয়ানের ভিত্তিতে যা মনে হয়েছে তাতে দোষী সাব্যস্ত করা হবে আপনাকে। আপনার সর্বোচ্চ শাস্তি হতে পারে মৃত্যুদণ্ড।’ তখন সঞ্জয় বলেন, ‘আমি কিছু করিনি। আমার কথা একবার শুনুন।’ এরপর বিচারক রায় ঘোষণা করে বলেন, ‘সোমবার আপনার কথা শুনব।’এ দিন সঞ্জয় রায় আরো বলে, ‘আমার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ছিল। সেক্ষেত্রে তা ওখানে পড়ে থাকত। আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।’ বিচারক বলেন, ‘সব প্রমাণ জমা পড়েছে। সেই প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে।’আদালত সূত্রের খবরে বলা হয়েছে, গত বছর ৯ আগস্ট আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উদ্ধার হয় এক নারী চিকিৎসকের মরদেহ। তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নিহত চিকিৎসক টানা ৩৬ ঘণ্টার ডিউটিতে ছিলেন, ওইদিন রাতে সহকর্মীদের সঙ্গে খাবার খেয়ে তিনি পালমোনোলজি বিভাগের সেমিনার হলে বিশ্রাম নিতে যান। পরদিন সকালে তার জুনিয়র সহকর্মীরা সেই হলের ভেতরেই তার অর্ধনগ্ন মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। নিহত তরুণীর পরিবার জানায়, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ তাদের প্রথমে জানিয়েছিল তাদের মেয়ে ‘আত্মহত্যা’ করেছে। পরে জানা যায় তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে।

কিয়েভে রাতভর রাশিয়ার হামলায় নিহত ৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে রাতভর বিমান হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এতে চারজন নিহত হয়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হতে পারে বলে সতর্ক করেছে কর্তৃপক্ষ। লোকজনকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। খবর বিবিসির। শহরের মেয়র ভিতালি ক্লিটসকো জানিয়েছেন, রাশিয়ার হামলায় শেভচেনকিভস্কি জেলার দরজা-জানালা ভেঙে পড়েছে। একটি মেট্রো স্টেশনেও হামলা চালানো হয়েছে। এছাড়া একটি অনাবাসিক ভবনে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। রাশিয়ার হামলার লক্ষ্যবস্তু কি ছিল তা পরিষ্কার নয়। ক্লিটসকো আরও জানিয়েছেন যে, রাজধানী কিয়েভজুড়ে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কাজ করছে। চলতি মাসে এ নিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো কিয়েভে বড় ধরনের হামলার ঘটনা ঘটলো। এর আগে নতুন বছরের শুরুর দিকে কিয়েভে রাশিয়ার হামলায় দুজন নিহত হয়।

প্রথম ধাপে মুক্তি পাবে ৭৩৭ ফিলিস্তিনি বন্দি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আজ রোববার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৮টা থেকে কার্যকর হচ্ছে ইসরায়েল ও হামাসের গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি। চুক্তি বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে ৭৩৭ ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেবে ইসরায়েল। এরই মধ্যে বন্দিদের হালনাগাদ তালিকা প্রকাশ করেছে ইসরায়েলি বিচার মন্ত্রণালয়। ইসরায়েলের বিচার মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে। তাদের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘সরকার বর্তমানে কারাগার বিভাগের হেফাজতে থাকা ৭৩৭ জন বন্দি এবং আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে।’ প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় জানায়, ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা আজ শনিবার ভোরে যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুমোদনের পক্ষে ভোট দিয়েছে, যার ফলে এই সপ্তাহান্তে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে কিনা তা নিয়ে কয়েকদিনের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটেছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নাম প্রকাশ করা বন্দিদের মধ্যে পুরুষ, নারী এবং শিশু রয়েছে, যাদের রবিবার স্থানীয় সময় বিকেল ৪টার পরে মুক্তি দেওয়া হবে। তারা এর আগে গাজায় ইসরায়েলি বন্দিদের বিনিময়ে মুক্তি পাওয়ার জন্য ৯৫ জন ফিলিস্তিনি বন্দীর একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল, যাদের বেশিরভাগই নারী। সম্প্রসারিত তালিকায় ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাসের ফাতাহ পার্টির সশস্ত্র শাখার প্রধান জাকারিয়া জুবাইদিও ছিলেন। ২০২১ সালে জুবাইদি ইসরায়েলের গিলবোয়া কারাগার থেকে পাঁচজন ফিলিস্তিনির সঙ্গে পালিয়ে যান, যার ফলে দিনব্যাপী অভিযান শুরু হয়েছিল। এ ছাড়াও মুক্তি পাচ্ছেন একজন বামপন্থী ফিলিস্তিনি আইন প্রণেতা খালিদা জারার। যাকে ইসরায়েল বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করেছে। জারার পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইনের একজন বিশিষ্ট সদস্য। এই দলটিকে ইসরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে মনোনীত করেছে। হামাসের ঘনিষ্ঠ দুটি সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, মুক্তিপ্রাপ্ত জিম্মিদের প্রথম দলে তিনজন ইসরায়েলি নারী সেনা রয়েছে। প্রথম ধাপে মুক্তি পাওয়া ৩৩ জন জিম্মির মধ্যে এএফপির প্রাপ্ত তালিকায় প্রথম তিনজনের নাম রয়েছে ৩০ বছরের কম বয়সী নারী, যারা হামাসের হামলার দিন সামরিক বাহি-নীতে ছিলেন না। বিচার মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নোগা কাটজ বলেছেন, প্রথম বিনিময়ে মুক্তি পাওয়া বন্দিদের চূড়ান্ত সংখ্যা হামাস কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত জীবিত জিম্মির সংখ্যার ওপর নির্ভর করবে। সূত্র : এএফপি

মহাকাশে প্রথম পর্যবেক্ষণ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করলো পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নিজেদের তৈরি প্রথম পর্যবেক্ষণ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে পাকিস্তান। গত শুক্রবার উত্তর চীনের জিউকুয়ান স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকেন্দ্র থেকে এটি যাত্রা শুরু করে। পাকিস্তানের মহাকাশ সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে। মহাকাশ ও উচ্চ বায়ুমণ্ডল গবেষণা কমিশন (সুপারকো) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পিআরএসসি-ইও১ স্যাটেলাইটটি প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নজরদারি-ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ মোকাবিলায়, নগর পরিকল্পনা এবং কৃষি উন্নয়নে পাকিস্তানের সক্ষমতা বাড়াবে। এই ধরনের স্যাটেলাইট ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল সেন্সর ব্যবহার করে প্রতিফলিত সূর্যালোক বা নির্গত বিকিরণ শনাক্ত ও পরিমাপ করে পৃথিবীর পৃষ্ঠের তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে। চায়না অ্যারোস্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি করপোরেশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চীনের লং মার্চ-২ডি ক্যারিয়ার রকেট শুক্রবার পিআরএসসি ইও১ এর সঙ্গে কক্ষপথে তিয়ানলু-১ এবং ব্লু কার্বন ১ নামে আরও দুটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, এই সফলতা মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আমাদের দেশের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতা প্রদর্শন করে।

যুক্তরাষ্ট্রে বন্ধ হচ্ছে টিকটক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার আগে মার্কিন সরকার পদক্ষেপ না নিলে আগামী রবিবার থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ভিডিও প্ল্যাটফর্ম টিকটক আর কার্যক্রম চালাবে না। গতকাল শনিবার টিকটক কর্তৃপক্ষের বরাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি। এক বিবৃতিতে টিকটক কর্তৃপক্ষ বলেছে, ‘বাইডেন প্রশাসন এবং বিচার বিভাগ উভয়ই টিকটকের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য পরিষেবা সরবরাহকারীদের প্রয়োজনীয় স্পষ্টতা এবং আশ্বাস দিতে ব্যর্থ হয়েছে।’ এতে আরও বলা হয়, সরকার যদি অবিলম্বে ভিডিও অ্যাপটিকে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হবে না এমন নিশ্চয়তা দিতে পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে এটি ‘১৯ জানুয়ারি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে’। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর টিকটকের এই বিবৃতি প্রকাশ করা হলো। এতে বলা হয়েছে, চীনভিত্তিক মূল কোম্পানি বাইটড্যান্স রবিবারের মধ্যে অ্যাপটি বিক্রি না করলে যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপটি নিষিদ্ধ করার আইন বহাল রেখেছে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। টিকটক এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে যুক্তি দেখিয়েছে যে, এই সিদ্ধান্তটি দেশটিতে তার ১৭ কোটি ব্যবহারকারীর বাক স্বাধীনতার সুরক্ষার লঙ্ঘন করে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে আগামী দিনগুলোতে যদি কোনো ক্রেতা না পাওয়া যায়, তাহলে অ্যাপটির মার্কিন সংস্করণ অ্যাপ স্টোর এবং ওয়েব হোস্টিং সেবা থেকে সরিয়ে ফেলা হবে। ধারণা করা হচ্ছিল, যাদের ফোনে টিকটক অ্যাপটি ডাউনলোড করা আছে, এই নিষেধাজ্ঞা সেই ব্যবহারকারীদের ওপর প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু শুক্রবার টিকটকের নতুন বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এটি তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যমান ব্যবহারকারীদের পাশাপাশি যারা এটি ডাউনলোড করতে চানড় তাদের জন্যও অবিলম্বে এটি সহজপ্রাপ্য হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী সোমবার। ওই দিনই পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর আগে হোয়াইট হাউস জানিয়েছিল, তাই আইনটি কার্যকর করার দায়িত্ব নতুন প্রেসিডেন্টের উপর বর্তাবে। প্রাথমিকভাবে এই পদক্ষেপকে সমর্থন করলেও ট্রাম্প ইঙ্গিত হলো তিনি এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে নন। গত শুক্রবার তিনি বলেছেন, ‘টিকটক নিয়ে আমার সিদ্ধান্ত অদূর ভবিষ্যতে নেওয়া হবে। তবে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য আমার অবশ্যই সময় থাকতে হবে।’ অন্যদিকে বাইটড্যান্স টিকটক বিক্রি না করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে, যেকোনো প্রতিকার না পাওয়া পর্যন্ত রবিবার অ্যাপটির মার্কিন কার্যক্রম বন্ধ করার পরিকল্পনা করেছে তারা। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা গত বছর ভিডিও শেয়ারিং অ্যাপটি নিষিদ্ধ করার পক্ষে ভোট দেন। টিকটক বারবার বলেছে, তারা বেইজিংয়ে তথ্য পাচার বা পাঠায় না।

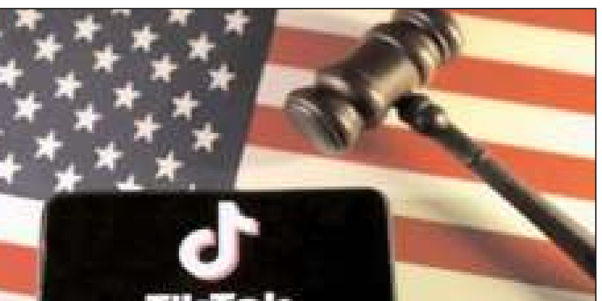

বিনোদন

‘কাজের গতি ফিরেছে, দর্শকেরা আবারও নাটক দেখছেন’

বিনোদন ডেস্ক : শারীরিক অসুস্থতা কাটিয়ে উঠে দারুণ সময় পার করছেন বলে জানালেন ছোট পর্দার তারকা অভিনেতা মুশফিক আর ফারহান। কারণ হিসাবে আলাপচারিতার শুরুতে জানালেন, মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলামের পরিচালনায় তাঁর অভিনীত ‘সুইট ফ্যামিলি’ নাটকটি বছরের প্রথমদিন মুক্তির পর দারুণ সাড়া ফেলেছে। এই সাড়া দেখেই অভিনেতার ভাষ্য, গেল বছরের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থির পর দর্শক আবার নাটকে ফিরেছেন। সেটা কেমন জানতে চাইলে ফারহান বলছিলেন এভাবে, ‘৫ আগস্টের পর থেকে নাটক ইন্ডাস্ট্রি কাজের সংখ্যা কিছুটা কমে গিয়েছিল। তার কারণ আমার মনে হয়, দর্শক দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় কিছুটা চিন্তিত ছিলেন কমবেশি। সেই পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিতে আবারও কাজের গতি ফিরে এসেছে। দর্শকেরা আবারও নাটক দেখছেন। তাদের ভালোলাগা-খারাপ লাগা শেয়ার করেছেন।’ অভিনেতা আরও যুক্ত করেছেন, ‘এটা সত্যি ভালোলাগা আমার জন্য। সামনে ভালোবাসা দিবসের কাজগুলো করার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা পাচ্ছি দর্শকদের এই রেসপন্সের মাধ্যমে। আমি আমার ক্যারিয়ারের শুরু থেকে সবসময়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আসছি আমার নাটকের ভক্তদের। কারণ আমি তাদের কারণেই আজকের ফারহান হতে পেরেছি। তাদের ভালো লাগার কথা মাথায় রেখেই কিন্তু প্রতিটি নাটকের গল্প নির্বাচন করি। আমি বেঁচে বেঁচে কাজ করার চেষ্টা করি কিন্তু যাই করি ঠিকঠাক করতে চাই, যেন আমার কাজটি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকের মধ্যে ভালো লাগায় রূপান্তর হয়।’ মুশফিক আর ফারহান গল্পের প্রয়োজনে নিজেকে প্রতিনিয়ত ভাঙা-গড়ার মধ্যে রাখছেন। প্রতিটি নাটকে নিজেকে ভিন্ন রূপে উপস্থাপন করছেন। আর অনবদ্য অভিনয়ে কেড়ে নিচ্ছেন দর্শকের মন।

সাইফ আলী খানের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হামলাকারীর নতুন ফুটেজ প্রকাশ্যে

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা সাইফ আলী খান ভয়াবহ হামলার শিকার হওয়ার পর বর্তমানে মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং চিকিৎসকদের আশা, শিগগিরই তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। গত বুধবার গভীর রাতে বান্দ্রার নিজ বাড়িতে সাইফ আলী খানকে ছুরিকাঘাত করা হয়। অজ্ঞাত এক ব্যক্তি তার বাড়িতে ঢুকে পড়েন এবং বাধা দিতে গেলে ছুরি দিয়ে সাইফের ওপর চড়াও হন। সাইফের শরীরে ছয়টি ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গেছে, যার মধ্যে দুটি গভীর। মেরুদণ্ডে আটকে যাওয়া ছুরির অংশ অপসারণ ও অন্যান্য ক্ষত সারাতে গত বৃহস্পতিবার সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার একটি জটিল অস্ত্রোপচার করা হয়। ডা. নীরজ উত্তমণি জানিয়েছেন, “সাইফ এখন বিপদমুক্ত এবং বেশ চনমনে রয়েছেন। আশা করছি, আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে। তবে আপাতত তাকে বিশ্রামে রাখা হচ্ছে এবং খুব বেশি মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হচ্ছে না।” চিকিৎসকরা সাইফের সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন। ডা. উত্তমণি বলেন, “রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি ছোট ছেলে তৈমুরকে নিয়ে সিংহের মতো হাসপাতালে প্রবেশ করেছিলেন। এটি একেবারেই নায়কোচিত আচরণ।” এ ঘটনায় হামলাকারী এখনো পলাতক। তবে গত শুক্রবার মুম্বাইয়ের দাদর এলাকার একটি দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে ওই ব্যক্তির ছবি ধরা পড়েছে। ফুটেজে তাকে নীল শার্ট, কালো ট্রাউজার এবং পিঠে ব্যাগসহ দেখা গেছে। সেখানে তিনি একটি হেডফোন কিনতে যান। পুলিশ জানিয়েছে, নতুন এই ফুটেজের সূত্র ধরে সন্দেহভাজনের খোঁজ চলছে। এর আগে এক ব্যক্তিকে আটক করা হলেও তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, সাইফ বর্তমানে আগের চেয়ে অনেকটাই সুস্থ। চিকিৎসকদের পরামর্শে তিনি গত শুক্রবার অল্প হাঁটাহাঁটি করেছেন। তবে তার সম্পূর্ণ সুস্থতার জন্য আরও কয়েকদিন নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। ভারতীয় সিনেমা প্রেমীদের কাছে সাইফ আলী খান বাস্তব জীবনেও নায়ক হিসেবে উঠে এসেছেন। পুরো বলিউড ও তার ভক্তরা তার দ্রুত সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছেন।

রোদেলার হাবিব বন্দনা

বিনোদন ডেস্ক : প্রকাশ পেয়েছে কণ্ঠশিল্পী ন্যান্সির মেয়ে রোদেলার ‘রাজকুমার’ গান। রাজু চৌধুরীর কথায় এহসান রাহীর সুরে গানটির সংগীত পরিচালনা করেছেন সেতু চৌধুরী। রোদেলার নতুন এ গানটি নিয়ে প্রশংসা করেছেন কণ্ঠশিল্পী হাবিব ওয়াহিদ। এবার তার সঙ্গে নিজের গান প্রকাশের ইচ্ছা করলেন তরুণ এ শিল্পী। এ নিয়ে রোদেলা তার ফেসবুকে লিখেছেন, ‘হাবিব ওয়াহিদ, যিনি আমাকে বাংলা সংগীতের প্রেমে ফেলেছেন এবং যাকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। তিনি আমাকে ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টার জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন। সপ্তাহান্তে তার এ কথাটি সত্যিই আমাকে আনন্দিত করেছে। এখন আমি অবশেষে নিজেকে বলতে পারি যে, আমি এ গানটি বেশ ভালো করেছি। আমি খুব আশাবাদী, একদিন আপনার সঙ্গে একটি ডুয়েট গাওয়ার সুযোগ পাব। আমাকে আপনার আশীর্বাদে রাখবেন।’ এর আগে মারুশার কথায় এবং হাবিব ওয়াহিদের সুর ও সংগীতে বাধাহীন মনের গল্প শিরোনামে গানে কণ্ঠ দেন তিনি। এবার তার সঙ্গে ডুয়েট করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন রোদেলা। নতুন গানটি নিয়ে তার মা ন্যান্সিও বেশ আশাবাদী।

পাঁচ বছরে কঙ্গনার সবচেয়ে বড় ওপেনিং

বিনোদন ডেস্ক : বহুদিন ধরেই নানা জটিলতায় আটকে ছিল কঙ্গনা রানাউতের ছবি ‘ইমার্জেন্সি’। অবশেষে শত বাধা পেরিয়ে মুক্তি গত শুক্রবার মুক্তি পেল এই ছবি। তবে বক্স অফিসে সেভাবে বড় অঙ্ক ঘরে না তুললেও, বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে কঙ্গনার সবচেয়ে বড় উদ্বোধনী আয়কৃৎ সিনেমা এটি। বলিউড মুভি রিভিউজ ডটকম বলছে, মুক্তির প্রথম দিনে ভারতীয় বক্স অফিসে ছবিটি ২.২৫ কোটি রুপির ব্যবসা করেছে। যা গত পাঁচ বছরে কঙ্গনার একক মুক্তি পাওয়া ছবির তুলনায় বেশ ভালো ওপেনিং! কঙ্গনার আগের ছবি ২০২৩ সালে মুক্তি প্রাপ্ত সর্বেশ মেওয়ারা পরিচালিত অ্যাকশন ফিল্ম ‘তেজস’ বক্স অফিসে উদ্বোধনী দিনে ১.২৫ কোটি রুপি আয় করেছিল। এর আগে ২০২২ সালের অ্যাকশন ছবি ‘ধকড়’ বক্স অফিসে প্রথম দিনে ১.২০ কোটি রুপি, তামিলনাড়ুর প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জে জয়ললিতার জীবন অবলম্বনে নির্মিত আরেকটি রাজনৈতিক বায়োপিক ‘থালাইভি’ (২০২১) প্রথম দিনে তামিল, তেলেগু এবং হিন্দি তিনটি ভাষায় মুক্তি পাওয়া সত্ত্বেও খাতা খুলেছিল ১.৪৬ কোটি রুপি দিয়ে। একই সঙ্গে করোনা লকডাউনের ঠিক আগে ২০২০ সালের জানুয়ারিতে কঙ্গনার সবচেয়ে বড় উদ্বোধনটি ছিল স্পোর্টস ড্রামা ‘পাঙ্গা’। অশ্বিনী আইয়ার তিওয়ারির স্পোর্টস ড্রামাটি ২.৭০ কোটি রুপি আয় করেছিল। এদিকে ছবিটি প্রচুর সমালোচনা পাচ্ছে। অভিনয়ের পাশাপাশি ছবির কাহিনী, নির্মাণ কঙ্গনা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাই বেশিরভাগ সমালোচক বলছেন, ইতিহাসকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভঙ্গিতে সাজানোর বার্তা ‘ইমার্জেন্সি’। ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের যে নিন্দা হয়েছে, তা তো জানা কথা। ঘটনাগুলি দেখালেই যথেষ্ট। কিন্তু তার সঙ্গে কঙ্গনা ইন্দিরার মনের ভিতরে প্রবেশ করে গল্পের ঘুঁটি সাজানোর চেষ্টা করলেন নিজের তরিকায়। আয়নার সামনে দাঁড় করালেন ইন্দিরাকে। নিজেই ইন্দিরার চরিত্রে অভিনয় করেছেন, আর তাঁকে খানিকটা ভীরু, বিভ্রান্ত, বিবেচনাহীন ভাবে তুলে ধরেছেন। তাতে অসুবিধা ছিল না, যদি অভিনয় বলিষ্ঠ হত। অভিনয়ও যেন খানিক দিক্?ভ্রান্ত হয়ে পড়ল মাঝেমধ্যে। এত কিছুর পরে তবু কঙ্গনাই থাকলেন নজরে। কারণ, বাকি কোন চরিত্রই গড়ে উঠল না ঋতেশ শাহের করা চিত্রনাট্যে। পর্দায় দেখা গেল জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে সঞ্জয় গান্ধী, অটলবিহারী বাজপেয়ী, জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো ব্যক্তিত্বকে।

শাকিবের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে কথা বলেছেন পূজা!

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিমেনার সুপারস্টার শাকিব খান ব্যক্তিজীবনে চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস ও শবনম বুবলীকে বিয়ে করেছিলেন। তাদের দু’জনের বাইরেও আরও এক নায়িকার সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল নায়ককে ঘিরে। যার নাম পূজা চেরী। অনেকের ধারণা, শাকিবের সঙ্গে ‘গলুই’ সিনেমায় অভিনয় করতে গিয়ে পূজার সঙ্গে প্রেম হয়। এমনও শোনা যায়, পূজা সেই প্রেমের কারণে বুবলীর সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। যদিও সেসবের পক্ষে জোরালো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি শাকিব খানের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আয়োজনে পূজার সরব উপস্থিতিতে এই গুঞ্জন আরও মাথাচাড়া দিয়েছে। শাকিবের ‘দরদ’ সিনেমার বিশেষ প্রদর্শনীতেও দেখা গেছে পূজাকে। সব মিলিয়ে শাকিবের সঙ্গে পূজা এখন আরও বেশি চর্চিত। এবার সেই প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে আবারও কথা বলেছেন পূজা। একটি গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, শাকিব ভাই এত সিনিয়র একজন ব্যক্তিত্ব, তার সঙ্গে প্রেম! এটা যারা বলেন, তাদের নিজেদের লজ্জা থাকা উচিত। আমরা যারা কাজ করি, হোক তা সিনিয়র কিংবা জুনিয়র-আমাদের মধ্যে কিন্তু একটা দারুণ বন্ধুত্ব তৈরি হয়। পূজা আরও বলেন, যদি শাকিব ভাইয়ের কথা বলি বা সিয়াম, রোশান, এ বি এম সুমন; যাদের কথাই বলি না কেন, সবার সঙ্গে আমার কাজ হয়েছে।

ডিবি হারুনকে নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য দিলেন ডা. সাবরিনা

বিনোদন ডেস্ক : বর্তমান সময়ের আলোচিত-সমালোচিত নাম ডাক্তার সাবরিনা। পেশায় চিকিৎসক হলেও আকর্ষণীয় সাজগোজে ছবি-ভিডিও প্রকাশের জন্য বেশ আলোচিত তিনি। বিভিন্ন সময় তার নানা ইন্টারভিউ বেশ ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। শুধু তা-ই নয়, শোবিজের নানা অনুষ্ঠানেও ইদানীং তাকে দেখা যায়। এদিকে, সাবেক ডিবি প্রধান হারুনকে নিয়ে বিস্ফোরক তথ্য দিয়েছেন বন্দিনী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ডা. সাবরিনা হুসেন মিষ্টি। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে পিরোজপুর ইউনিয়নের ভবনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বন্দিনী ফাউন্ডেশনের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য দেন। ডা. সাবরিনা বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য আমাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়েছে। ওই সময় করোনা মোকাবিলায় বিগত সরকারের বেশ কিছু ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, তখন জনসাধারণের ফোকাস সরিয়ে নেওয়ার জন্য বিনা কারণে আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর পুরো কাজটি করেছে সাবেক ডিবি প্রধান হারুন। অথচ এই মামলায় আমি কোনো এজহারের মূল আসামি ছিলাম না।

তঞ্চঙ্গ্যা জনগোষ্ঠীর এক তরুণী বেঈন তৈরি করছেন দোপাট্টা বোনার জন্য। কাপ্তাই, রাঙামাটি।

কমলা চাষ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন কমলা চাষি

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের সর্বশেষ উপজেলা ঘোড়াঘাট এ প্রথম বারের মতো পতিত জমিতে কমলা চাষে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন কমলা চাষি বদরুল আলম (বুলু)। এলাকায় আলোচনার শীর্ষে বদরুল আলম। কমলা বাগানে ঢুকলে বুঝার উপায় নাই এখন কোথায় অবস্থান করছি। পাহাড়ি জমি নয় সমতল ভূমির পতিত জমিতে কমলা বাগান তৈরি করা সত্যি সত্যিই অবাক করা বিষয়! ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে থোকায় থোকায় ঝুলছে রসালো কমলা। গাছজুড়ে রসে টইটুম্বুর পাকা কমলার থোকা। বাগানজুড়ে যেন রসালো কমলার রঙিন হাসি। পথচারী, দর্শনার্থী ও সাধারণ মানুষ কমলা বাগান ঢুকে ঘুরে ঘুরে কমলা নেড়েচেড়ে দেখছেন আবারও কেউ মোবাইল ফোনে ছবিও তুলছিলেন। স্থানীয় ভাবে কমলা চাষ হলে কমলার আমদানি কমানোর পাশাপাশি পুষ্টি চাহিদা পূরণে কমলার বাগান মালিক বদরুল আলম (বুলুকে) সবধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে উপজেলা কৃষি বিভাগ। খাদ্য শস্যর ভাডার হিসেবে পরিচিত দেশের উত্তরের জেলা দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে অবস্থিত এ কমলা বাগান। উপজেলার নিতাইশাহ এলাকার কমলা চাষি বদরুল আলম বুলুর বাগানে ফলটির বাণিজ্যিক চাষ হচ্ছে। কৃষি ডিপ্লোমা শেষ করে চাকরি না পেয়ে চোখে মুখে হতাশার ছাপ নিয়ে চার বছর আগে নিজস্ব চার বিঘা পতিত জমিতে তৈরি করেন কমলার এই বাগান। তার বাগানে রয়েছে দার্জিলিং, চায়না, ভুটানসহ কয়েকটি জাতের কমলার গাছ। ফলনও হয়েছে ভালো। রং ও আকার দেখে গাছ থেকে পছন্দমতো কমলা নিয়ে দর্শনার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন বাগান মালিক। কমলা বাগানে কথা হয় কয়েকজন দর্শনার্থীর সাথে তারা জানান, আমাদের জেলার মাটির মান খুবই ভালো। ঘোড়াঘাটে এই কমলার বাগানের কথা অনেক শুনেছি। দেখতে এসে খুব ভালো লেগেছে। এর আগে কখনো এমন কমলার বাগান দেখিনি। ভারত থেকে আমদানিকৃত কমলা খেয়েছি। আজ আমাদের জেলার মাটি থেকে উৎপাদিত কমলা খেলাম। অনেক মিষ্টি এবং সুস্বাদু। কথা হয় শ্রমিক আতাউর রহমানের সাথে তিনি বলেন, বাগান তৈরির শুরু থেকে আমি এখানে কাজ করে আসছি। বাগানের প্রতিটি গাছে প্রচুর কমলা ধরেছে। এগুলো অনেক মিষ্টি এবং সুস্বাদু। প্রতিদিন স্থানীয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দর্শনার্থীরা আসছেন এই বাগান দেখতে। এছাড়াও বাগান থেকে তারা টাটকা কমলা কিনছেন। এসব কমলা আমরা ২০০ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি করছি। বাগান মালিক বদরুল আলম বুলু বলেন, লেখাপড়া শেষ করে চাকুরী না পেয়ে হতাশায় ভূগতেছিলাম। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেই চাকুরির পিছনে না ছুটে কৃষিতে সাফলতা আনবো। হতাশার ছাপ কাটিয়ে এখন কৃষিতে সফলতা বয়ে এনেছি। বর্তমানে আমার বাগানে থাকা ৪০০টি কমলা গাছের প্রতিটিতে খরচ হয়েছে প্রায় দেড় হাজার টাকা। আর প্রতিটি গাছ থেকে কমলা বিক্রি হচ্ছে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকার মতো। বাগানটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৪ থেকে সাড়ে ৪ লাখ টাকা। আশা করছি এই মৌসুমে প্রায় ৭ লাখ টাকার কমলা বিক্রি করবো ইনশাআল্লাহ! এদিকে ঘোড়াঘাট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রফিকুজ্জামান বলেন, প্রথম বারের মতো এই উপজেলায় কমলার চাষ হয়েছে। দেশে কমলার উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমদানি নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি পুষ্টি চাহিদা মেটাতে কমলার বাগান তৈরিতে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে উপজেলা কৃষি বিভাগ।

কালীগঞ্জে সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত ১

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কুল্ল্যপাড়া গ্রামীণ সড়কের পাশে থাকা বৈদ্যুতিক খুঁটিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা খেলে রেজাউল ইসলাম (৪৫) নামের এক মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়। তিনি উপজেলার রাখালগাছি ইউনিয়নের কুল্ল্যপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ সিরাজ হোসেনের ছেলে। পেশায় নিহত রেজাউল ইসলাম ছিলেন একজন কাভার্ড ভ্যান চালক। কুল্ল্যপাড়া বাজার মোড়ে পাকা রাস্তার উপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহিদুল ইসলাম হাওলাদার। স্থানী-য়রা জানায়, নিহত রেজাউল কর্মস্থল শ্রীমঙ্গল থেকে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন। রাতে পরিবারের জন্য ওষুধ নিয়ে বাড়িতে ফেরার পথে কুল্ল্যপাড়া বাজারের কাছাকাছি পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুটির সাথে ধাক্কা লাগে। এতে মারাত্মক ভাবে আহত অবস্থায় রেজাউলকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে কালীগঞ্জ থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। রেজাউল ইসলাম তার ৫ সদস্যের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। তার অকাল মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। কালীগঞ্জ কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ তাদের চালক সদস্য রেজাউল ইসলামের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন।

কালিগঞ্জে স্কুল শিক্ষককে কুপিয়ে জখম

কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি :সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে তুচ্ছ কারণে শেখ আরিফুজ্জামান রাজু (৩২) নামে এক স্কুল শিক্ষককে হাতুড়ি দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে ও দা দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক জখমের অভিযোগ উঠেছে। সন্ত্রাসী হামলায় আহত স্কুল শিক্ষক শেখ আরিফুজ্জামান রাজু উপজেলার কুশলিয়া ইউনিয়নের মহৎপুর গ্রামের শেখ আব্দুর রহমানের ছেলে ও উপজেলার তারালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। আহত স্কুল শিক্ষক বর্তমানে কালিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন আছেন। এ ঘটনায় আহত স্কুল শিক্ষকের পিতা বাদী হয়ে থানায় এজাহার দিয়েছেন। এজাহার সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার মহৎপুর গ্রামের মৃত খাঁন দিলদারের ছেলে খাঁন ইসহাক আলীর সাথে একই গ্রামের শেখ আব্দুর রহমান এর পূর্ববিরোধ ছিল। এর সূত্র ধরে বিভিন্ন সময়ে খাঁন ইসহাক আলী ও তার পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করতো। একপর্যায়ে ১৬ জানুয়ারী রাত ৮টার দিকে বাড়ি ফেরার সময় খাঁন ইসহাক আলী, তার স্ত্রী সাবিরা বেগম ওরফে পুটি (৫০), ছেলে খাঁন সাব্বির হোসেন কবির (৩২)সহ অজ্ঞাতনামা ৩থেকে ৪জনকে বাড়ি ১শ্ব গজ দূরত্বে অন্যের মালিকানাধীন পুকুরের পানি মেশিনের সাহায্যে উত্তলোন করতে দেখেন শিক্ষক শেখ আরিফুজ্জামান রাজু। পুকুরের পানি উত্তলোনের মাধ্যমে অন্যের পুকুরের পানি শুকিয়ে ফেলার কারণ জানতে চান এবং পুকুরের পানি শুকালে এলাকাবাসীর গোসলসহ নানাবিধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে বলে জানালে খাঁন ইসহাক আলী গং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। বিরোধ এড়ানোর জন্য স্কুল শিক্ষক ঘটনাস্থল থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকে হাঁতুড়ি, লোহার রড, বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারপিট করে এবং ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে তারা। এ সময় তারা ওই শিক্ষকের পাঞ্জাবির পকেটে থাকা ৭হাজার ৮০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। স্কুল শিক্ষকের চিৎকারে লোকজন সেখানে পৌছালে হামলাকারীরা খুন জখমের হুমকি দিয়ে চলে যায়। স্থানীয়রা গুরুতর আহত স্কুল শিক্ষককে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। আহত স্কুল শিক্ষকের পিতা শেখ আব্দুর রহমান হামলাকারী খাঁন ইসহাক আলীসহ ৩জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা ৩/৪জনকে আসামি করে শুক্রবার রাতে থানায় এজাহার দাখিল করেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন।

কাহারোলে কাঠের তৈরি জিনিসপত্র জনপ্রিয়তা বেড়েছে

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : কাহারোলে কাঠের তৈরি রেডিমেড ফার্নিচারের কদর ও জনপ্রিয়তা বাড়ছে দিন দিন এই উপজেলায়। স্বল্প দাম উন্নত কাঠ ও রকমারির ডিজাইন বা মডেলের রেডিমেড এইসব ফার্নিচার বাজারজাত হতে দেখা যাচ্ছে। উপজেলার গরিব জনগোষ্ঠী মানুষজন তারাও স্বচ্ছল পরিবারের মানুষের মাঝে দিন দিন বাড়ছে এর কদর বা জনপ্রিয়তা। এর ফলে অত্র উপজেলার তৈরি রেডিমেড ফার্নিচারের বাজার উপজেলা সদর সহ বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জের হাট-বাজার গুলোতে বিক্রি করতে দেখা যাচ্ছে। এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় কয়েক হাজার পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে ফার্নিচারের উপর নির্ভরশীল। কয়েকজনন ফার্নিচার কারখানার মালিকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, ৮০ দশেকর আগে থেকেই কাঠের তৈরি ফার্নিচারের ব্যবহার শুধুমাত্র বিত্তবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো এবং ৯০ দশকের পরে বাজারে বিকল্প লোহা ও স্টীলের ফার্নিচার বাজারে আসলে কাঠের তৈরি ফার্নিচার তৈরি ও বিক্রিতে চরম ধ্বস নেমে আসে। এত করে কাঠের তৈরি ফার্নিচারের কারিগর সহ এ পেশার সাথে জড়িত লোকজন কর্মহীন হয়ে পড়ে। দেখা গেছে, জীবিকার তাগিদে অনেকেই বিভিন্ন পেশায় যোগ দিয়েছে। আবার পারটেক্সের রেডিমেড আসবাবপত্রের চাহিদা দেখে কাহারোল উপজেলা সদরে প্রায় ৫০ টির অধিক কাঠের রেডিমেড ফার্নিচার কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব রেডিমেড ফার্নিচার কারখানা থেকে উপজেলা ও জেলার বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হয়ে থাকে কাঠের রেডিমেট আসবাবপত্র। এছাড়াও এই উপজেলার হাট-বাজার গুলোতে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় ফার্নিচার দোকানের মালিক বা কারিগরেরা। শুক্রবার (১৭ জানুয়ারি'২৫) উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় সরেজমিনে ঘুরে দেখা ও জানা গেছে, কারখানা গুলোতে সকাল বেলা থেকে শুরু করে রাত ১০/১১ টা পর্যন্ত কাঠের বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরি করছে কারিগররা। রেডিমেট আসবাবপত্রের মধ্যে রয়েছে টেবিল, চেয়ার, আলমারি, দরজা, জানালা, খাট, টি টেবিল, ডায়নিং টেবিল, আলনা, বেঞ্চসহ অন্যান্য সামগ্রী এসব আসবাবপত্রের দাম কম অনেকভাবে হওয়ায় সাধারণ দরিদ্র মানুষজনেরা স্থানীয় হাট-বাজারগুলো থেকে ক্রয় করে নিজ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তা ব্যবহার করতে দেখা যায়। অন্যদিকে উপজেলার সবচেয়ে বড় হাট কাহারোল হাট এ হাটটি শনি ও মঙ্গলবারের দিন হওয়ায় রেডিমেট আসবাবপত্রের সরবরাহ বেশি হয়ে থাকে এবং ক্রেতা বেশি হওয়ায় ফার্নিচারের মালিকরা মনের আনন্দে বিক্রি করছে রেডিমেড ফার্নিচার। কয়েকজন ক্রেতা জানান, রেডিমেড ফার্নিচার গুলো স্বল্প দামে ক্রয় করতে পারছি এবং আমরা গরিব মানুষ তাই আমাদের ছেলে-মেয়েরা এসব ব্যবহারের ক্ষেত্রে চরম উৎসাহিত।

সুরমা নদীতে এখন পানি কম। কম পানিতে নৌকায় ভেসে ভেসে মাছ শিকার করেন মৎস্যজীবীরা। নদীর ঘাটে রাখা হয়েছে মাছধরা নৌকা। লামাকাজি, সিলেট।

বুধহাটায় আম চাষের ফলন বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা

আশাশুনি, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : আশাশুনি উপজেলার বুধহাটায় আম চাষের ফলন বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা ১১ টায় বুধহাটা ইদ্রিস মার্কেটে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ইন্তেফা বালাইনাশক কোম্পানির আয়োজনে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাতক্ষীরা জজ কোর্টের এপিপি ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এড. শহীদুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ইন্তেফা কোম্পানির ডেপুটি এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, মনিরুজ্জামান মনির। আম চাষী সমিতির আশাশুনি উপজেলা সভাপতি মোঃ ইদ্রিস আলী, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম, রমজান আলী, ফজল আলী, ফেরদৌস হোসেন, নজরুল ইসলাম, আজহারুল ইসলাম, বিপ্লব হোসেন, রিপন হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সেনবাগে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

সেনবাগ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর সেনবাগে ২৫০জন গরীব অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে সেনবাগ প্রবাসী কল্যাণ সংস্থা। শনিবার বেঁলো ১১টার দিকে সেনবাগ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে সেনবাগ প্রবাসী কল্যাণ সংস্থার পরিচালক সহীদ উল্যাহ মিন্টুর সভাপতিত্বে ও সেনবাগ প্রবাসী কল্যাণ সংস্থার পরিচালক নূর হোসাইন সুমনের সঞ্চালনায় কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নোয়াখালী জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুক্তার হোসেন পাটোয়ারী। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সেনবাগ উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও উযপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা আবদুল মালেক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন , সেনবাগ প্রেসক্লাবের সভাপতি সাখাওয়াত উল্যাহ, মায়া প্রাইভেট হাসপাতালের পরিচালক আলা উদ্দিন আলো , সেনবাগ প্রবাসী কল্যাণ সংস্থার পরিচালক মোজাম্মেল হক প্রমুখ। এ সময় সৌদি আরব থেকে মুঠোফোনে সংযুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন সেনবাগ প্রবাসী কল্যাণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক সৌদি প্রবাসী ব্যবসায়ী মহি উদ্দিন মহিন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ সংস্থার সদস্য আবদুল মান্নান বাবলু, সেনবাগ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি খোরশেদ আলম, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম শায়েস্তানগরী , যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর পাটোয়ারী, সাংবাদিক নিজাম খন্দকার, হারুন, হাবিবুর রহমান হারুন, ফখর উদ্দিন, প্রবাসী কল্যাণ সংস্থার সদস্য ওমর ফারুক।

বাজারে উঠেছে লাউ। কুমিরা বাজার, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

হাটহাজারীতে গাড়ির ধাক্কায় ফেটে গেল ওয়াসার পাইপ

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার নজুমিয়া হাট এলাকায় একটি প্রাইভেট কারের ধাক্কায় রাঙ্গুনিয়ার শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার থেকে আসা ওয়াসার একটি পাইপ ফেটে পুরো এলাকাটি প্লাবিত হবার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকাল ছয়টার দিকে উপজেলার বুড়িশ্চর ইউনিয়নের নজুমিয়াহাটস্থ শেখ মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই আঞ্চলিক মহাসড়কসহ আশপাশের কয়েকটি দোকানপাট পানিতে তলিয়ে যায়। এছাড়া বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের নিচে ১০-১২ ফুট উঁচুতে পানি উপচে উঠায় প্রায় ১০ ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল এই এলাকা ।জানা গেছে, শেখ মার্কেটের সামনে দিয়ে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার মরিয়মনগর থেকে ওয়াসার একটি পাইপ বন্দরনগরীর দিকে গেছে। ওই সড়কে একটি বেপরোয়া গতির কারের ধাক্কায় ওয়াসার পাইপের আঘাত করলে পাইপের এয়ার রিলিজ ভাল্ব ভেঙে তীব্র গতিতে পানি বের হতে থাকে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের নিচে পানি ৩০/৩৫ ফুটেরও বেশি উপরে উঠে যাওয়ায় স্থানীয়রা বিদ্যুৎ অফিসে খবর দিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। ঘটনার পর সকাল ১০টা ৪০ মিনিটের দিকে ওই লাইনে পানির সঞ্চালন বন্ধ করা হয় ।এদিকে পাইপলাইন সংযোগের পাশে বেশ কয়েকজন দোকানদার সকালে দোকানে এসে দেখেন, পানিতে তাঁদের দোকানের অনেক মালামাল নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, একই স্থানে বারবার এমন ঘটনা ঘটলেও সঠিক উপায়ে মজবুতভাবে মেরামত হয় না। গত ছয় মাস পূর্বেও একই জায়গায় গাড়ির ধাক্কায় পাইপ ফাটার ঘটনা ঘটে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছিল। রাঙ্গুনিয়ার শেখ হাসিনা পানি শোধনাগার প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম জানান, বিকেলের মধ্যে পাইপলাইনের সংযোগ মেরামত কাজ সম্পন্ন হবে। জানতে চাইলে হাটহাজারী থানাধীন মদুনাঘাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ আশরাফ উদ্দিন জানান, এ ঘটনায় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হলে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ কাজ করে এবং পাইপ লাইনে আঘাত করা কারটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় চট্টগ্রাম ওয়াসা কতৃপক্ষ একটি জিডি করেছেন বলেও জানান তিনি।

কালাইয়ে আ.লীগের কর্মী ও কিডনির দালাল উপজেলা কৃষকদলের সদস্য

কালাই, জয়পুরহাট প্রতিনিধি : জয়পুরহাটে আওয়ামী লীগের কর্মী হলেন জেলার কালাই উপজেলা শাখার অনুমোদিত আহ্বায়ক কমিটির সদস্য। বিষয়টি জেলা কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিজের ফেসবুক (এফবি) একাউন্টে পোস্ট দিয়েছেন জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের কেন্দ্রীয় কমিটির জলবায়ু বিষয়ক সম্পাদক লায়ন সিরাজুল ইসলাম বিদ্যুৎ। এফব্বিতে তাঁর এ পোস্ট দেওয়ার পরপরই জেলা জুড়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের জয়পুরহাট জেলা শাখার আহ্বায়ক সেলিম রেজা ডিউক ও সদস্য সচিব মনজুরে মওলা পলাশ স্বাক্ষতি ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কালাই উপজেলা শাখার অনুমোদন দেয়। তবে অনুমোদিত ওই আহ্বায়ক কমিটির ১৯ নম্বরে সদস্যের তালিকায় আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী মো. নুর নবীর নাম থাকার অভিযোগ তুলে লায়ন সিরাজুল ইসলাম বিদ্যুৎ। জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের কেন্দ্রীয় কমিটির এ নেতাএফব্বিতে বিষয়টি নিয়ে একটি পোস্ট দিয়েছেন। এলাকাবাসী ও বিএনপির সক্রিয় সদস্যরা জানান, কালাই উপজেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটির ১৯ নম্বরে সদস্যের তালিকায় উল্লিখিত নামের পাশে ০১৭১৩-৭৭৭৮৮৮ নম্বরের মুঠোফোনটি মো. নুরনবী সরকারের।

বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুরোর কয়রা উপজেলা কমিটি অনুমোদন

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি :বাংলাদেশ মানবাধিকার ব্যুস্বের খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা শাখা কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনায় আগামী এক বছরের জন্য এ কমিটির অনুমোদন দেন খুলনা জেলা কমিটি। খুলনা জেলা কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পপতি আব্দুজ জব্বার মোল্লা ও সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক মোঃ দিদারুল আলম প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়। তরিকুল ইসলামকে সভাপতি ও মোস্তাফিজুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৫ সদস্যের কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি মোঃ কামাল হোসেন, জিএম মোনায়েম, মোশাররফ হোসেন রাতুল, যুগ্ম সম্পাদক রাসেল আহাম্মেদ, দপ্তর সম্পাদক মোঃ আব্দুল আলীম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ফাতেমা খাতুন, মানবাধিকার সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, প্রচার সম্পাদক এমএম সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য প্রভাষক নূরুজ্জামান, ফরহাদ হোসেন, ডা. আব্দুর রব, প্রভাষক আকবর হোসেন, মাওলানা সোহরাব হোসেন, এড. আবু বকর সিদ্দীক, সাইফুল ইসলাম, এসএম সিরাজুল ইসলাম সবুজ, মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা, ফারুক আযম, হাফিজুর রহমান, জিএম রিয়াজুল আকবর, ইমরান হোসেন, অমল কৃষ্ণ পিন্টু, মোঃ রিয়াছাত আলী। এর আগে ২০২৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ৭ সদস্য বিশিষ্ট্য আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়। বিগত কমিটি ওসাংবাদিকতায় হাতে খড়ি নামক প্রশিক্ষণসহ মানবাধিকার বিষয়ক বেশ কিছু কাজ করে।

সৈয়দ রুহুল আমিন স্মৃতি একাডেমির ক্রীড়া প্রতিযোগীতার পুরস্কার বিতরণ

সেনবাগ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : সেনবাগের সৈয়দ রুহুল আমিন স্মৃতি একাডেমির চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) হিসেবে মোঃ আবদুস ছাত্তারের দায়ীত্ব গ্রহণ ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সৈয়দ রুহুল আমিন স্মৃতি একাডেমির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবদুল জব্বারের সভাপতিত্বে ও সৈয়দ হানুর ফাউন্ডেশনের নেছারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, টপস্টার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সৈয়দ হারুন ফান্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা লায়ন সৈয়দ হারুন এমজেএফ । অনুষ্ঠানে প্রদান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম সিট কলেজের সহযেগী অধ্যাপক মোঃ হুমায়ুন কবির। বিষেশ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টপ স্টার গ্রুপের পরিচালক এ.বি.এম শাহাদাত হোসেন, স্থানীয় চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসেন রিপন, আলী আকবর আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, মোহাম্মদ আবদুল আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল ওহাব বিএসসি, বাতাকান্দি স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল হুদা, সমাজসেবক শাহাদাত হোসেন খান, ব্যবসায়ী হারুনুর রশিদ, সৈয়দ রুহুল আমিন স্মৃতি একাডেমির পরিচালক নিজামুল হক চৌধুরী, ছিলোনিয়া ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামাল উদ্দিন,কাশিপুর মোহাম্মদিয়া আলিম ডিগ্রি মাদরাসার সহকারী অধ্যাপক মাওলানার মুফতি আবদুল মাজেদ, সৈয়দ রুহুল আমিন একাডেমির পরিচালক আবুল খায়ের, সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী শামসুদ্দোহা সৈয়দ হারুন ফাউন্ডেশনেরআহবায়ক শোঞাম্মদ জাবের ও সদস্য সচিব মোঃ কাইছার আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন ।সৈয়দ রুহল আমিন স্মৃতি একাডেমি আয়োজনের ও সৈয়দ হারুন ফাউন্ডেশনের পৃষ্টপোষকতায় আয়োজিত আলোচনা শেষে সৈয়দ রুহুল আমিন একাডেমির পক্ষ থেকে অতিথিদের ক্রেস্ট দিয়ে বরণ ও শিক্ষাথীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগীতার পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

হিলিতে ব্যাডমিন্টন ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : তরুণ প্রজন্মের মাঝে খেলাধুলার অনুভুতি ও আনন্দ ছড়িয়ে দিতে দিনাজপুরে হিলিতে নবারুন পাঠাগার ও ক্লাবের উদ্যোগে ব্যাডমিন্টন ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নবারুন পাঠাগার ও ক্লাবের আয়োজনে শুক্রবার সন্ধ্যায় ক্লাব চত্বরে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করেন ৩ নম্বর ওয়ার্ড একাদশ বনাম ৪ নম্বর ওয়ার্ড একাদশ। পরে দুই দলের উপস্থিতিতে খেলাটি শুয় হয়। খেলা শেষ অব্দি ৩ নম্বর ওয়ার্ড ৪ নম্বর ওয়ার্ডকে পরাজিত করে ৩ নম্বর ওয়ার্ড জয় লাভ করেন। নবারুণ পাঠাগার ও ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ হোসেন রাসেল বলেন, তরুণ প্রজন্মের মাঝে খেলাধুলার অনুভুতি ও আনন্দ ছড়িয়ে দিতে ব্যাডমিন্টন খেলার আয়োজন করা হয়েছে। এবং ব্যাডমিন্টন পাসাপাসি কেরাম বোর্ড সহ অন্যান্য খেলার আয়োজন করা হয়েছে।

কালিগজ্ঞ সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত এক

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কুল্ল্যপাড়া গ্রামীণ সড়কের পাশে থাকা বৈদ্যুতিক খুঁটিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা খেলে রেজাউল ইসলাম (৪৫) নামের এক মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়। তিনি উপজেলার রাখালগাছি ইউনিয়নের কুল্ল্যপাড়া গ্রামের মোহাম্মদ সিরাজ হোসেনের ছেলে। পেশায় নিহত রেজাউল ইসলাম ছিলেন একজন কাভার্ড ভ্যান চালক। কুল্ল্যপাড়া বাজার মোড়ে পাকা রাস্তার উপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহিদুল ইসলাম হাওলাদার। স্থানীয়রা জানায়, নিহত রেজাউল কর্মস্থল শ্রীমঙ্গল থেকে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসেন।

করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন গোমস্তাপুরে শীতবস্ত্র বিতরণ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে অসহায়,দুস্থ ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার সকালে রহনপুর আহমদী বেগম সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শীতবস্ত্রগুলো বিতরণ করা হয়। বিতরণ কার্যক্রমের পূর্বে বক্তব্য দেন মেসার্স নিউ রফিক অটো রাইস মিলের স্বত্বাধিকারী রফিকুল ইসলাম রফিক, উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি আতিকুল ইসলাম আজম, সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আহমদ, মানবতার সেবাই রহনপুর সংগঠনের সভাপতি ও সাবেক কাউন্সিলর মোস্তাফিজুর রহমান জেমসহ অন্যরা। মেসার্স নিউ রফিক অটো রাইস মিলের সহযোগিতায় মানবতার সেবাই রহনপুর সংগঠনের আয়োজনে অনুষ্ঠানে উপজেলায় এক হাজার কম্বর বিতরণ করা হয়।

কলমাকান্দায় ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

কলমাকান্দা; নেত্রকোনা প্রতিনিধি : নেত্রকোনার কলমাকান্দায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এর ৮৯ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নেত্রকোনার কলমাকান্দায় ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে উপজেলার নাজিরপুর ঈদগাহ মাঠে ইউনিয়ন বিএনপির্র আয়োজনে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) সহযোগিতায় মানুষের চিকিৎসা সেবায় এই ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। এই ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। স্বাস্থ্য সেবায় অংশ নিতে সকাল থেকেই ঈদগাহ মাঠে ভিড় করতে থাকেন সেবা প্রার্থীরা। দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রায় ৪ হাজার রোগী রেজিস্ট্রেশন করেন। এসময় রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতে শিশু, মহিলা/স্ত্রীরোগ, অর্থপেডিক্স, হৃদরোগ, মেডিসিন, চর্মরোগসহ বিভিন্ন ৪৬ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সেবা।

ফ্যাক্টরি থেকে নিয়ে আসা রাবার সিটগুলো চট্টগ্রামে নেওয়ার উদ্দেশ্যে বান্ডিল করছেন শ্রমিক। তিনি সারা দিন কাজ করে ৬০০ টাকা মজুরি পান। বাকিছড়া মুখ, বান্দরবান।

দুই তারকা ক্রিকেটারকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দল ঘোষণা ভারতের

স্পোর্টস ডেস্ক : আর মাত্র এক মাস পর পাকিস্তানের মাটিতে পর্দা উঠবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির। এই টুর্নামেন্টে ভারতের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। আইসিসির এই টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। অস্ট্রেলিয়ার সিরিজে ব্যর্থ হওয়ার রোহিত শর্মার অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে এই মারকুটে ওপেনারের উপরেই ভরসা রেখেছে ভারত। তার সহকারী হিসেবে থাকবেন শুভমান গিল। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন ভারতের হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করা দুই তারকা সাঞ্জু স্যামসন এবং পেসার মোহাম্মদ সিরাজ। দলে ফিরেছেন শ্রেয়াস আইয়ার এবং যশ্বসী জয়সোয়াল। এ ছাড়াও ওয়ানডে বিশ্বকাপে ইনজুরিতে পড়া মোহাম্মদ শামিও দলে ফিরেছেন। পেসার বুমরাহ দলে থাকলেও তার খেলা ফিটনেসের ওপর নির্ভর করবে, আর হার্দিক পান্ডিয়া পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে স্কোয়াডে আছেন। স্পিনারদের মধ্যে অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব এবং রবীন্দ্র জাদেজা রয়েছেন। রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, কেএল রাহুল (উইকেটরক্ষক), হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, মোহম্মদ শামি, আর্শদীপ সিং, যশস্বী জয়সওয়াল, রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্ত ও জাসপ্রীত বুমরাহ।

সিটির সঙ্গে সাড়ে নয় বছরের চুক্তি করে হালান্ডের

স্পোর্টস ডেস্ক : পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটি নিশ্চিতভাবেই সাম্প্রতিক সময়টা ভুলে যেতে চাবে। এই স্প্যানিশ ম্যানেজারের ২০১৬ সালে সিটিতে যোগ দেওয়ার পর, ক্লাবটি কোন ধরনের পয়েন্ট হারালেই সেটা খবর হতো। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাক্তিগত জীবনে ঝড় বয়ে যাওয়া গার্দিওলার অধীনে গত বছরের সেপ্টেম্বরের ১৯ তারিখ থেকে দেখা মিলল ভিন্ন এক ম্যানসিটির। সেদিন থেকে এখন পর্যন্ত ২৬ ম্যাচ খেলা ম্যানচেস্টারের ব্লুস'রা জিতেছে মাত্র ৯ ম্যাচ! তবে তাদের এই অসময়ে স্বস্তির সংবাদ হয়ে এসেছে দলের সেরা তারকা স্ট্রাইকার আর্লিং হালান্ডের নতুন করে ক্লাবের সঙ্গে 'সাড়ে নয় বছরের' বিশাল চুক্তি করাটা! ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে হালান্ডের আগের চুক্তির মেয়াদ ছিল ২০২৭ সাল পর্যন্ত। গত শুক্রবার করা নতুন চুক্তিতে সেটা বেড়ে গেল আরও ৭ বছর। ২০৩৪ সাল পর্যন্ত এখানে থাকবেন নরওয়েজিয়ান তারকা। এই চুক্তির আর্থিক বিষয়গুলো এখনও প্রকাশ করেনি সিটি। তবে সংবাদমাধ্যম ইএসপিএনের দাবি, ইতিহাসের চোখধাঁধানো চুক্তিগুলোর একটি এটি! সিটির সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ডিফেন্ডারদের ভিন্ন ধরনের এক বার্তা দিলেন হালান্ড। এটাকে খোলা চিঠিও বলা চলে। যার প্রথমাংশ ছিল অত্যন্ত আবেগী। হালান্ড নিজেই সেই তা পাঠ করেন, "প্রিয় ডিফেন্ডাররা, আমি আমাদের গত কয়েক বছরের সম্পর্ক নিয়ে ভাবছিলাম। সব সম্পর্কের ক্ষেত্রেই উঁচু এবং নীচু থাকে। এটা স্বাভাবিক। হ্যাঁ, আমাদের লড়াই হয়তো হয়েছে, তবে তোমরা আমাকে নিজের সেরাটা পেতে ধাবিত করেছ।" আপাত দৃষ্টিতে বার্তাটিকে আবেগী মনে হলেও দ্বিতীয়াংশে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের প্রতি ছিল সূক্ষ খোঁচা, "কখনও যদি পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে যায়, আমাদের মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। যাই হোক, সাম্প্রতিক সময়ে অনেক গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ছে। আমি বুঝতে পারছি। কখনও কখনও হয়তো তোমরা আমাকে আশাপাশে চাও না, কিন্তু আমি মনে করি, আমরা একে অপরের প্রয়োজন। অন্যভাবে বললে, তোমরাই আমাকে পরিপূর্ণ করো।

কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করছেন জামাল ভূঁইয়া!

স্পোর্টস ডেস্ক : দেশের ফুটবলের এক সময়ের সবচেয়ে বড় তারকা জামাল ভূঁইয়া এখন জাতীয় দলে ব্রাত্য। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের শেষ দুটি ম্যাচে তাকে দেখা যায়নি হাভিয়ের কাবরেরার দলে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর চুক্তির বিষয়ে এগোয়নি ঢাকা আবাহনীও। সবমিলিয়ে মাঠের ফুটবলে নেই বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক। খেলার বাইরে থাকার সময়টা ডেনমার্কে কাটিয়েছেন জামাল। যেখান থেকে তার শুরু, সেই ডেনমার্ক থেকে ঢাকায় ফিরেছেন তিন মাস পর। গতকাল শনিবার অংশ নিয়েছেন বাফুফে ভবনে শুরু হওয়া বাফুফে-এএফসি এ ডিপ্লোমা কোর্সের প্রথম পর্বে। মূলত, কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করার ইচ্ছা থেকেই জামালের এই কোর্সে যুক্ত হওয়া। খেলোয়াড়ি জীবন প্রায় শেষের দিকে। ফুটবলের মানুষ তিনি, থাকতে চান খেলাটির সঙ্গেই। বাফুফে ভবনে শুরু হওয়া কোর্সে জামালের সঙ্গে আছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মামুনুল ইসলামসহ সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়, কোচসহ ২৪ জন। এদের মধ্যে বিদেশিও আছেন। জাতীয় দলের সাবেক-বর্তমান খেলোয়াড়েরা এই কোর্স করলে সরাসরি প্রো লাইসেন্স করতে পারবেন। ফলে ফুটবলারদের কাছে এ কোর্সের গুরুত্ব অনেক। ১২ দিনের কোর্সটি পরিচালনা করছেন বাফুফের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সাইফুল বারী টিটু ও বাফুফের ইন্সট্রাক্টর জুলফিকার মাহমুদ মিন্টু। কোচিং কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বাফুফে ফুটবল একাডেমির খুদে ফুটবলারদের হাতে নতুন জার্সি তুলে দেন বাফুফের গ্রাসরুট অ্যাম্বাসেডরের দায়িত্বে থাকা জামাল ভূঁইয়া।

ভারতীয় এমপিকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন রিঙ্কু সিং

স্পোর্টস ডেস্ক : আইপিএলের গত দুই আসরে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে ভারতের জাতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছেন রিঙ্কু সিং। সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াডেও ছিলেন এই মারকুটে ব্যাটার। এবার বিয়ে নিয়ে আলোচনায় এসেছেন তিনি। ভারতের উত্তরপ্রদেশের সংসদ সদস্য প্রিয়া সরোজকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে রিঙ্কুর পরিবার। সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে সংসদ সদস্য প্রিয়া সরোজের সঙ্গে তার বাগদানের গুঞ্জন ওঠে। তবে এই বিষয়টি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন প্রিয়া সরোজের বাবা। তবে দুই পরিবারের মধ্যে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি। দেশটির সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভিকে সরোজের বাবা জানিয়েছেন, রিঙ্কু সিংয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে এবং এ নিয়ে বড় জামাতার সঙ্গে আলাপ করেছি। মূলত, কয়েক দিন আগে রিঙ্কু তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তার বোনের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেন। যা দেখে গুঞ্জন শুরু হয়েছে যে, ছবিটি বাগদানের সময় তোলা হয়েছিল। তবে রিংকু বা তার বোন এই বিষয়ে কিছু জানাননি। এদিকে কিছু সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে যে, রিঙ্কু ও প্রিয়া সরোজের মধ্যে বাগদান সম্পন্ন হয়েছে। তাই এই বাঁহাতি ব্যাটারের ভক্তরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উভয়কে শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করেছেন। প্রিয়া সরোজ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং তিনি ভারতের কনিষ্ঠতম এমপিদের মধ্যে একজন। বয়সে তার ২৫ বছর, অন্যদিকে রিংকু সিংয়ের বয়স ২৭ বছর। প্রিয়া আইন নিয়ে পড়াশোনা শেষ করেছেন এবং পেশায় একজন আইনজীবী। রিঙ্কু সিং ভারতের হয়ে ৩০টি টি-টোয়েন্টি এবং ২টি ওয়ানডে ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের দলে রয়েছেন এবং সম্প্রতি সৈয়দ মুস্তাক আলি টুর্নামেন্ট ও বিজয় হাজারে ট্রফিতে উত্তরপ্রদেশের হয়ে খেলেছেন।

বরখাস্ত তেদেস্কো, জাতীয় দলে ফেরার দুয়ার খুলল কোর্তোয়ার

স্পোর্টস ডেস্ক : গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই দোমেনিকো তেদেস্কোর শেষের ইঙ্গিত মিলছিল। অবশেষে বিদায় ঘন্টা বেজেই গেল তার। বেলজিয়াম জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো ৩৯ বছর বয়সী কোচকে। কোচের সঙ্গে গত শুক্রবার বৈঠকে বসার পর বিবৃতিতে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় বেলজিয়ান ফুটবল ফেডারেশন। তার সঙ্গে চুক্তি ছিল ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত। তেদেস্কোর বিদায়ে থিবো কোর্তোয়র জাতীয় দলে ফেরার বড় বাধা সরে গেল। কোচের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের জের ধরে গত অগাস্টে রেয়াল মাদ্রিদের এই গোলকিপার বলেছিলেন, "কোচের সঙ্গে নানা ঘটনার পর এবং অনেক ভাবার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, তার ব্যবস্থাপনায় বেলজিয়ান জাতীয় দলে আর ফিরব না।" ২০২২ বিশ্বকাপের পর কোচের দায়িত্ব নিয়ে তেদেস্কোর শুরুটা ছিল দারুণ। তার কোচিংয়ে প্রথম ১৩ ম্যাচের একটিও হারেনি বেলজিয়াম। কিন্তু গত বছর ইউরোতে শেষ ষোলো থেকেই বিদায় নেয় দল। পরে নেশন্স লিগে গ্রুপের ছয় ম্যাচে স্রেফ একটি জিতে তৃতীয় হয় তারা। সবশেষ গত নভেম্বরে ইসরায়েলের কাছে হারার পর থেকেই তার অবস্থান চরম নড়বড়ে হয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে সবশেষ ১০ ম্যাচে বেলজিয়ামের জয় ছিল স্রেফ একটি। সেটির খেসারতই দিতে হলো ইতালিয়ান এই কোচকে। বিদায়ের বিষাদ স্বাভাবিকভাবেই ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে। "রেড ডেভিলদের কোচ হিসেবে সবসময়ই দারুণ গর্ব অনুভব করেছি। একসঙ্গে অনেক কিছু অর্জন করেছি আমরা। তবে সুন্দর সেই পথচলা দুর্ভাগ্যজনকভাবে শেষ হয়ে গেল।" তেদেস্কোর জায়গায় থিয়েরি অঁরি কোচের দায়িত্ব পাচ্ছেন বলে সংবাদমাধ্যমের খবর প্রকাশিত হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরেই। রবের্তো মার্তিনেস কোচ থাকার সময় বেলজিয়ামের সহকারী কোচ ছিলেন ফরাসি এই গ্রেট।

স্বাস্থ্য

শীতের শেষেও থাকুন ভালো

স্বাস্থ্য ডেস্ক : বাংলা পঞ্জিকা যদিও বলছে এখন মাঘ মাস, কিন্তু আবহাওয়ার ঘনঘন তারতম্যে কি তা মনে হচ্ছে? বাতাসে হালকা হালকা ঠান্ডার আমেজ। গা শিরশিরানি ভাব। না যাচ্ছে সোয়েটার-শালকে ভুলে যাওয়া, না যাচ্ছে বসন্তের হাতছানিতে সাড়া দেয়া। মাঝখান থেকে বাঁধ সাধার জন্য গলা ব্যথা, কাশি, জ্বর, রুক্ষ ত্বক, শুষ্ক চুলের সমস্যা তো আছেই। তাই বলে কি শীতের এই সময়টা উপভোগ করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন! জেনে নিন আপনার করণীয়। **নিয়ম মেনে খাওয়াদাওয়া করুন :** শীতের শুরু ও শেষের দিকের সময়ে ডিহাইড্রেশনের সমস্যা বেশি দেখা যায়। কারণ ঠান্ডা আবহাওয়ায় পানি পান করার প্রবণতা কমে যায়। তাই বেশি করে পানি পান করুন। বিভিন্ন ধরনের স্যুপ, দুধ, ফলের রস খেতে পারেন। মাঝে মাঝে ডাবের পানিও পান করতে পারেন। দুধ ছাড়া চা তিন-চার ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে পান করুন। এটি পানির সাথে সাথে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজও করবে। প্রোটিন জাতীয় খাবার শরীরের তাপমাত্রা বজায় রেখে শরীর গরম রাখতে সাহায্য করে। মৌসুমি শাকসবজি ও ফল যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, গাজর, কমলা, আপেল ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে খেতে হবে। এগুলোতে উপস্থিত ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের সজীবতা বজায় রাখে, হজমে সহায়তা করে, শরীরের নিস্তেজ ভাব কাটায়। টাটকা ফল ও সবজিতে উপস্থিত বায়োটিন ত্বক ও চুল ভালো রাখে। ভিটামিন সি সমৃদ্ধি খাবার যেমন কমলা, লেবু, পেয়ারা, টমেটো প্রতিদিন খান। ফলমূল, শাকসবজির সাথে গোটাদানাশস্য, সয়াবিনজাতীয় প্রোটিন সমৃদ্ধি খাবার খান। এ ছাড়া মিষ্টি আলু, মূলা, বিটের মতো মূলজাতীয় সবজি খাদ্যতালিকায় রাখুন। অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হলে রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার যেমন চিনি, ময়দা, গমজাতীয় খাবার কম খান। **ত্বক ও চুলের যত্ন নিন :** আবহাওয়ার এই ওঠানামার সাথে সাথে ত্বকের আর্দ্রতা কমতে থাকে। ঘরের ভেতর এবং বাইরের তাপমাত্রায় যেহেতু একটা পার্থক্য দেখা যায় তাই ত্বকের আর্দ্রতার ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে যায়। তাই অন্তত তিন-চার বার ময়েশ্চারাইজার লাগানো দরকার। পানি দিয়ে মুখ ধোয়ার পর মুখে ভেজা ভাব থাকতে থাকতেই ময়েশ্চারাইজার লাগান। সারাদিনের জন্য ওয়াটার বাইন্ডিং ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। শীতকালে শরীরের অয়েল গ্ল্যান্ড থেকে তেল কম নিঃসৃত হয় বলে হাত-পায়ের ত্বক শুষ্ক এবং খসখসে হয়ে যায়। গোসল করার পর ভেজা গায়ে হালকা হাতে অলিভ অয়েল মেখে নিলে ত্বকে আর্দ্রতার ভাব বজায় থাকে অনেকক্ষণ। শীতকালে শুষ্ক আবহাওয়া এবং সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মির কারণে চুলের চকচকে ভাব নষ্ট হয়ে যায়। চুলের আগা ফাটে, অনুজ্জ্বল হয়ে যায়, চুলের গ্রোথ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। খুশকি দেখা দেয় এবং চুল পড়ে যাওয়ার পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই চুলে নিয়মিত তেল লাগান। সপ্তাহে দুই বারের বেশি শ্যাম্পু না করাই ভালো। চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য ভালো কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। **শীতকালীন খেলাধুলা,** ব্যায়াম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। সর্দি-কাশির মতো সমস্যা থেকে আপনাকে দূরে রাখে। তবে একঘেয়ে ব্যায়াম করতে ইচ্ছে না করলে শীতকালীন খেলাগুলো ট্রাই করতে পারেন।

২০ মিনিটের হাঁটাহাঁটিতেই কমবে মৃত্যুঝুঁকি

স্বাস্থ্য ডেস্ক : প্রতিদিন মাত্র ২০ মিনিটের হাঁটাহাঁটিই অকালমৃত্যুর ঝুঁকি অনেকখানি কমিয়ে আনাতে পারে। যুক্তরাজ্যের একদল গবেষক এ কথা বলেছেন। তাদের মতে, "দৈনিক মাত্র ২০ মিনিট হাঁটার উপকারিতা প্রায় প্রতিদিন ব্যায়াম করার মতোই । এর মাধ্যমে অকালমৃত্যুর আশঙ্কা প্রায় ১৬-৩০ শতাংশ কমিয়ে আনা সম্ভব।" গবেষণায় দেখা গেছে, স্বাভাবিক ওজনের মানুষদের পাশপাশি স্থুলকায়দের ক্ষেত্রেও এ অভ্যাস সমানভাবে কার্যকর। ১২ বছরের বেশি বয়সী ইউরোপের ৩ লাখ ৩৪ হাজার নারী-পুরুষ এ গবেষণায় অংশ নেন। গবেষকরা তাদের উচ্চতা, ওজন ও কোমরের পরিধি পরিমাপ করেন। আর অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে শারীরিক পরিশ্রমের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউআইএফ ইয়েকেলুন্দ বলেন, "আমরা দেখেছি মাত্র ২০ মিনিট হাঁটাতেই তফাত ধরা পড়বে। শারীরিক প্ররিশ্রমের উপকারিতা অনেক এবং এটি প্রমাণিত সত্য। তাছাড়া, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এর গুরুত্বও অনেক।" ইউরোপ জুড়ে সম্প্রতি মারা যাওয়া ৯২ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ নিয়ে গবেষণা করার পর গবেষকরা বলছেন, ইউরোপে স্থুলতার কারণে যত মানুষ অকালে মারা গেছে তার প্রায় দ্বিগুণ মানুষ মারা গেছে শারীরিক পরিশ্রম না করার কারণে। "৯২ লাখ মানুষের মধ্যে ৩ লাখ ৩৭ হাজার মানুষ স্থুলতার কারণে মারা গেছেন। আর এর প্রায় দ্বিগুণ (৬ লাখ ৭৬ হাজার জন) মারা গেছেন নিষ্ক্রিয়তার কারণে।

ব্যথাযুক্ত ব্রণ ও ফোঁড়া নিরাময়ে ৫টি ভেষজ চিকিৎসা

স্বাস্থ্য ডেস্ক : ময়লা, ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণসহ বিভিন্ন কারণে ত্বকে ব্রণ এবং ফোঁড়া হয়। ফোঁড়ায় তো বটেই কখনো কখনো ব্রণেও ব্যথা হয়। এতে আক্রান্ত স্থানসহ আশেপাশের জায়গা ফুলে যেতে পারে। ভেষজ চিকিৎ?সা দ্বারা এ সমস্যার নিরাময় করা সম্ভব। জেনে নিন ব্যথাযুক্ত ব্রণ ও ফোঁড়া নিরাময়ের ৫টি ভেষজ চিকিৎসা। ১. পুঁই পাতা, দুটো পুঁই পাতা ভালো করে ধুয়ে বেটে নিন। দিনে দু বার ব্রণ বা ফোঁড়ার ওপর পুরু করে প্রলেপ দিয়ে রাখুন। ৩. গাঁদা ফুল এবং পাতা, দুটি ফুল এবং পাঁচটি পাতা ভালো করে ধুয়ে থেঁতলে নিন। দিনে দু বার ফোঁড়া বা ব্রণের ওপর পুলটিশ হিসেবে লাগান। ৪. কাঁঠালের কষ, কাঁঠালের গাছ থেকে দুধের মতো যে কষ বের হয় তা সংগ্রহ করে তার সাথে সামান্য ভিনেগার মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি গরম করে হট কম্প্রেস হিসেবে ব্যবহার করুন। সেঁক দেবার জন্য পরিষ্কার ছোট সুতি কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করুন। বিশ মিনিট করে সেঁক দিন। ৪. জবা ফুল এবং পাতা, পাঁচ কচি পাতা এবং দুটো ফুল ভালো করে ধুয়ে থেঁতলে নিন। এটা সরাসরি ব্রণ অথবা ফোঁড়ার ওপর বসিয়ে দিন। দিনে দুই বার এভাবে করুন।' ৫. কাঠ কয়লা, কয়লা গুঁড়ো করে নিন। পানিতে ভিজিয়ে এক টুকরো পরিষ্কার কাপড়ে বা রুমালে জড়িয়ে নিন। সরাসরি পুলটিশ হিসেবে ব্যবহার করুন দিনে দু বার। তথ্যসূত্র: Herminia de Guzman-Ladino, Healing Wonders of Herbs, 1992

স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে নারীদের যা করা উচিত!

স্বাস্থ্য ডেস্ক : স্তন মেয়েদের মাতৃত্ব ও সৌন্দর্যের প্রতীক। স্তন ক্যান্সার নামক মরণব্যাধি বাসা বাঁধতে পারে যেকোনো সময়। এবং সঠিক সময়ে সচেতন না হলে কেড়ে নিতে পারে নারীর মহামূল্যবান প্রাণ। স্তন ক্যানসার কেন হয়? নির্দিষ্ট কোনো কারণ এখনো জানা যায় নি তাই একাধিক কারণকে স্তন ক্যানসার এর জন্য দায়ী করা হয়ঃ ১। মা-খালা এদের থাকলে সন্তানদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ২। অবিবাহিতা বা সন্তানহীনা মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যানসার প্রকোপ বেশি। ৩। একইরকমভাবে যাঁরা সন্তানকে কখনো বুকের দুধ পান করাননি তাদের স্তন ক্যানসার বেশি হয়। ৪। ৩০ বছরের পরে যাঁরা প্রথম মা হয়েছেন তাদের স্তন ক্যানসারের প্রবণতা একজন কমবয়সী মা হওয়া মহিলাদের থেকে অনেক বেশি। ৫। বয়স যত বাড়ে স্তন ক্যান্সার এর ঝুঁকি তত বৃদ্ধি পায়। ৬। অল্প বয়সে বাচ্চা নিলে, দেরীতে পিরিয়ড শুরু হলে, তাড়াতাড়ি পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেলে স্তন ক্যানসারের প্রকোপ বেড়ে যায়। ৭। একাধারে অনেক দিন জন্ম নিরোধ পিল খেলেও স্তন ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।উপরোক্ত কারণগুলো স্তন ক্যানসার হওয়ার সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে এগুলোই একমাত্র কারণ নয়। **স্তন ক্যানসারের লক্ষন,** ১। সাধারণত ৩০ বছর-এর পূর্বে এই রোগ কম হয়। ২। বেশিরভাগ রোগী বুকে চাকা নিয়ে ডাক্তার-এর শরণাপন্ন হয়। ৩। বুকে চাকা সেই সাথে কিছু কিছু রোগী ব্যথার কথাও বলে থাকে। ৪। কখনো কখনো বুকে চাকা বগলেও চাকা নিয়ে রোগী আসতে পারে। ৫। নিপল ডিসচার্জ এবং নিপল ভেতরের দিকে ঢুকে যাওয়াও এ রোগের লক্ষ্মণ হিসাবে দেখা দিতে পারে। ৬। কিছু কিছু রোগী বুকে ফুলকপির মতো ঘা নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসে। ৭। অনেক সময় যে বুকে ব্যথা সেদিকের হাত ফোলা নিয়েও আসতে পারে। ৮। এগুলো ছাড়া স্তন ক্যানসার দূরবর্তী কোথাও ছড়িয়ে পড়েছে এমন উপসর্গ নিয়ে আসে যেমন-হাড়ে ব্যথা, মাথা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ও জন্ডিস ইত্যাদি। **কিভাবে রোগ নির্ণয় করা যাবে,** ১। মেমোগ্রাম বা স্তনের বিশেষ ধরনের এক্সরে, ২। স্তনের আলট্রাসনোগ্রাম, ৩। চাকা বা টিউমার থেকে রস নিয়ে পরীক্ষা করলে এই রোগ ধরা পড়বে। **ব্রেস্ট ক্যান্সারের কি কি চিকিৎসা আছে ?** সম্ভব হলে সার্জারি করাই উত্তম। তা ছাড়া কেমোথেরাপি, রেডিও থেরাপি, হরমোন থেরাপি ইত্যাদি। কিভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে এই রোগ ধরা যায়, ১। ৩০ বছরের বেশি বয়স হলে নিজে নিজে ব্রেস্ট পরীক্ষা করতে হবে। কোনো চাকা পাওয়া যায় কিনা। চাকা পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। ২। বয়স ৫০-এর উপরে হলে বছরে ১বার মেমোগ্রাম করতে হবে।

১ মিনিটে জীবন রক্ষা করুন হার্টের রোগীর!

স্বাস্থ্য ডেস্ক : আমাদের আশপাশে হার্টের রোগীর অভাব নেই। যুগ যুগ ধরেই অনেক মানুষ নিজেদের অনিয়ন্ত্রিত লাইফস্টাইলের কারণে নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। তার মধ্যে অতিপরিচিত একটি অসুখ হল হার্টের সমস্যা। এই সমস্যায় ভুক্তভোগী রোগীদের অসুস্থতার সময় কীভাবে সহজেই সুস্থ করে তোলা যায় সেই পরামর্শই দিয়েছেন বিদেশি একজন ডাক্তার।

ডাঃ জন ক্রিসটফার বলেছেন যে, যেকোনো মানুষ পারবে একজন হার্টের রোগীকে বাঁচাতে। শুধু ছোট্ট একটি কাজে। তা হল- সবার বাসাতেই তো শুকনো মরিচের গুঁড়ো থাকে। যখনই কোনো হার্টের রোগী বুকে ব্যথার সমস্যায় কষ্ট পেতে থাকেন তখনই তাকে একগ্লাস পানির সাথে ১ চিমটি মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে খাইয়ে দিন। যদি হার্টের রোগী অজ্ঞান হয়ে যান তা হলে তার জিভের নিচে সামান্য মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিন। এটিই সবচেয়ে সহজ উপায় একজন হার্টের রোগীকে তাৎক্ষণিক ভাবে সুস্থ করে তোলার। দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি হার্টের রোগী কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠবেন। ডাঃ আরও বলেন যে এভাবেই যেকোনো মানুষ প্রথম ধাপে একজন হার্টের রোগীকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন।

ফুসফুস পরিষ্কার করার পদ্ধতি

স্বাস্থ্য ডেস্ক : পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা কখনোই ধূমপান করেন না কিন্তু তারপরেও তাদের ফুসফুসে সমস্যা থাকে। কিন্তু অন্য দিকে যাঁরা প্রায় ৪০ বছর ধরে ধূমপান করছেন তাদের ফুসফুসে কোনো ধরনের সমস্যাই নেই। এই বিষয়টি প্রতিটি মানুষের শারীরিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। তাই আপনি ধূমপান করুন আর নাই করুন, আপনার ফুসফুসে সমস্যা হতেই পারে। এজন্য ৭২ ঘন্টার (৩ দিন) মধ্যে কীভাবে আপনার ফুসফুসকে পরিষ্কার করবেন দেওয়া হল কিছু পদ্ধতি। তবে ফুসফুসের সুস্থতায় আপনাকে অবশ্যই সব ধরনের দুগ্ধজাত খাবার হতে নিজেকে দূরে রাখতে হবে এবং ফুসফুস পরিষ্কার করার পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে দুগ্ধজাত খাবারের টক্সিন গুলো বের হয়ে যাবে। ১. রাতে ঘুমানোর আগে আপনি ১ কাপ হার্বাল চা পান করুন। এই চা পানের মাধ্যমে আপনার দেহ থেকে সমস্ত টক্সিন বের হয়ে যাবে যা দেহের জন্য ক্ষতিকর। এই পদ্ধতি মেনে চলার সময় এমন কোনো কাজ করা যাবেনা যা ফুসফুসের ওপরে চাপ প্রয়োগ করে। ২. সকালে নাস্তা করার আগে ৩০০ মিলিলিটার পানির সাথে ২ টি লেবুর রস চিপে পানির সাথে মিশিয়ে পান করুন। ৩. আঙুর বা আনারসের জুস বানিয়ে পান করুন, কারণ এই দুটি ফলের জুসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা আমদের দেহের শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার পদ্ধতিকে উন্নত করে। ৪. সকালের নাস্তায় ও দুপুরে খাওয়ার সময়ে খাদ্য তালিকায় রাখুন গাজরের জুস। গাজরের জুস দেহের রক্তে ক্ষারের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।